ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 7 March, 2024 ■ আগরতলা ৭ মার্চ ২০২৪ ইং ■ ২৩ ফাল্গুন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আজ রাজ্য মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ শাসক জোটে শামিল হচ্ছে তিপ্রা মথা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মার্চ ।। রাজ্যে বিজেপি জোট সরকারের মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ হচ্ছে আগামীকাল বৃহস্পতিবার। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, শাসক জোটে সামিল হচ্ছে তিপ্রা মথা। দলের দুই বিধায়ক আগামীকাল মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে শপথ নিতে চলেছেন। সম্ভবত, অনিমেষ দেববর্মা এবং বিষকেতু দেববর্মা মন্ত্রী হচ্ছেন, সূত্রের এমনটাই দাবি।

রাজ্য রাজনীতিতে নতুন সমীকরণের সাক্ষী হতে যাচ্ছে ত্রিপুরাবাসী। ঘোর বিজেপি বিরোধী প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মনের দল তিপ্রা মথা শাসক জোটে শামিল হবার পাকিপাকি বন্দোবস্ত হয়েছে।

মাত্র পাঁচদিন আগে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারকের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে তিপ্রা মথা। এরই মধ্যে প্রদ্যোতের দলের মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্তিতে বিশেষ করে জনজাতি অংশের মধ্যে বিজেপির ভীত আরো মজবুত হতে চলেছে। পাহাড়ের রাজনীতিতে তেইশের বিধানসভা নির্বাচনে জনজাতি ভিত্তিক আঞ্চলিক দল তিপ্রা মথা অনেকটাই গ্রহণ যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছে। ফলে, মন্ত্রিসভায় তিপ্রা মথার অন্তর্ভুক্তি রাজ্যের রাজনীতির মোড় ঘুড়িয়ে দিতে চলেছে। তাতে অবশ্য, জনজাতি অংশের কাছে প্রদ্যোতের গ্রহণ যোগ্যতা কতটা বজায় থাকবে তা প্রশ্নের মুখোমুখি হতে চলেছে।

সাংবিধানিক সমাধানের নামে গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের জিগির তুলে তিপ্রা মথা প্রথমে এডিসি, তারপর বিধানসভা নির্বাচনে দারুণ সাফল্য পেয়েছে। কিন্তু, প্রদ্যোতের গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের দাবি শুধুই যে ভাউতাবাজি, মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্তির মধ্য দিয়ে তাই প্রমাণ হতে যাচ্ছে। বিজেপি বরাবরই তিপ্রাল্যান্ড এবং গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের বিরোধী বলেই অবস্থান স্পষ্ট করেছে। তারই সুযোগে জনজাতি অংশের ভাবাবেগে সুড়সুড়ি দিয়ে প্রদ্যোতের নেতৃত্বে তিপ্রা মথা ফায়দা তুলেছে। বিজেপি'র দাবি, জনজাতি অংশের মানুষের কল্যাণ একমাত্র তাঁদের পক্ষেই সম্ভব। জনজাতিদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ভাষা এবং আর্থ সামাজিক মানোন্নয়নে নিবেদিত প্রাণ বলে বিজেপি জোর গলায় বলে চলেছে।

এখন রাজ্য মন্ত্রিসভায় তিপ্রা মথার অর্নভূক্তি জনজাতি অংশের মানুষের কাছে বিজেপি'র গ্রহণ যোগ্যতা অনেকটাই বাড়াবে বলে মনে হচ্ছে। তারই প্রতিফলন আগামী লোকসভা নির্বাচনে দেখা যাবে বলে গেরুয়া শিবির যথেষ্ট আশাবাদী।

সূত্রের দাবি, বর্তমান মন্ত্রিসভা থেকে একজন সদস্য বাদ পড়তে চলেছেন। এক্ষেত্রে বিজেপি'র নতুন কোন বিধায়ক মন্ত্রিসভায় স্থান পাবেন কিনা তা এখনই স্পষ্ট করে বলা যাচ্ছে না। আগামীকাল সকালে প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন রাজ্যে আসছেন। সকাল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেশের প্রথম জলের তলায় মেট্রোতে চড়লেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ০৬ মার্চ ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ কলকাতায় ১৫,৪০০ কোটি টাকার একাধিক সংযোগ প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন। শহর এলাকায় যানবাহনের গতিশীলতার জন্য উন্নয়ন প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে মেট্রো রেল এবং আঞ্চলিক দ্রুত গণপরিবহন ব্যবস্থা (আরআরটিএস)।

প্রধানমন্ত্রী মেট্রো প্রকল্পের কাজকর্ম খতিয়ে দেখেন এবং কলকাতায় ভারতের প্রথম আন্ডারওয়াটার মেট্রো এসপ্ল্যানেড-হাওড়া ময়দান মেট্রো রুটে মেট্রোয় সফর করেন। তিনি তার মেট্রো যাত্রায় শ্রমিক এবং স্কুল শিশুদের সাথেও মতবিনিময় করেছেন।

এক্স-এ কয়েকটি পোস্টে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন : 'এই তরুণদের সঙ্গ এবং যারা এই প্রকল্পে কাজ করেছেন তাদের জন্য মেট্রো যাত্রা স্মরণীয় হয়ে উঠল। আমরাও হুগলি নদীর তলদেশে সুড়ঙ্গ দিয়ে যাতায়াত করলাম।'

তিনি বলেন, 'কলকাতার মেট্রো নেটওয়ার্ক উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হওয়ায় এটি কলকাতাবাসীর জন্য একটি বিশেষ দিন। এতে যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে এবং ট্র্যাফিক ভিড় কমবে। এটা গর্বের মুহূর্ত যে হাওড়া ময়দান-এসপ্ল্যানেড মেট্রো সেকশনে দেশের কোনও বড় নদীর তলায় প্রথম আন্ডারওয়াটার মেট্রো ট্রান্সপোর্টেশন টানেল তৈরি হয়েছে।"

তিনি লেখেন, 'কলকাতা মেট্রোর স্মরণীয় মুহূর্ত। আমি জনশক্তিকে প্রণাম জানাই এবং নতুন উদ্যমে তাঁদের সেবা করে যাব।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রী সি ভি আনন্দ বসু।

শহরাঞ্চলে যাতায়াতের মানোন্নয়নের সুযোগ বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী কলকাতা মেট্রোর হাওড়া ময়দান-এসপ্ল্যানেড মেট্রো শাখা, কবি সুভাষ-হেমন্ত মুখোপাধ্যায় মেট্রো শাখা, তারাতলা-মাঝেরহাট মেট্রো শাখা (জোকা-এসপ্ল্যানেড লাইনের অংশ) উদ্বোধন করেছেন। রুবি হল ক্লিনিক থেকে রামওয়াদি পর্যন্ত পুনে মেট্রো; কোচি মেট্রো রেলের এসএন জংশন মেট্রো স্টেশন থেকে ত্রিপুনিথুরা মেট্রো স্টেশন পর্যন্ত প্রথম পর্যায়ের সম্প্রসারণ প্রকল্প; আগ্রা মেট্রোর তাজ ইস্ট গেট থেকে মঙ্কমেশ্বর পর্যন্ত বিস্তৃত; এবং দিল্লি-মীরাট আরআরটিএস করিডোরের দুহাই-মোদিনগর (উত্তর) বিভাগ। তিনি এই শাখাগুলিতে ট্রেন চলাচলের সূচনা করেন। প্রধানমন্ত্রী পিম্পরি চিঞ্চওয়াড় মেট্রো-নিগডির মধ্যে পুণে মেট্রো রেল প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

থানা থেকে নিখোঁজ ১০ বছরের নাবালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৬ মার্চ ।। একের পর এক নতুন নতুন ঘটনা ঘটে চলেছে ধর্মনগর থানায়। মানুষ যখন সর্বস্ব খুইয়ে নিঃস্ব হয়ে থানার দ্বারস হয় তখন পুলিশ

বাবুরা নিঃস্ব হয়ে যাওয়া ব্যক্তিকে তার হারিয়ে যাওয়া জিনিস প্রাপ্তিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়।

কিন্তু ধর্মনগর থানায় ঘটে চলেছে এক বিপরীতধর্মী বিচিত্র ধরনের আচরণ। ১০ বছরের বালক দেবরাজ দে এখনো নিখোঁজ।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ধর্মনগরের পদ্মপুরের মধুবাড়ি রোডে কুকুর নিয়ে একজনের সাথে দুটি বালকের কিছু গন্ডগোল হয়। এমনকি বালক দুটির অপরাধের জন্য এক ব্যক্তি তাদেরকে অল্প চড় থাপ্পড় দিয়ে পদ্মপুর ক্লাবে নিয়ে যায়। সেখান থেকে ধর্মনগর থানার পুলিশের হাতে বালক দুটিকে তুলে দেওয়া হয়। তুলে দেওয়ার পর একটি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহিলা স্ব-সহায়ক দল এবং এনজিও সম্পর্ক অভিযান 'শক্তি বন্দন' শীর্ষক অনুষ্ঠানে সাংসদ বিপ্লব

বুধবার ৭ রামনগর মন্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত শক্তি বন্দন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা: মানিক সাহা ও সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবকে বরণ করে নিচ্ছেন মেয়র দীপক মজুমদার।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মার্চ।। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সমগ্র দেশব্যাপী গুচ্ছ পরিকল্পনার সুফলে নারি শক্তিদের স্বনির্ভরতার মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার সুনিশ্চিত হয়েছে। আজ বিজেপি ৭ রামনগর মন্ডলের উদ্যোগে বুধবার ওয়েস্টার্ন ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় আয়োজিত শক্তি সংবাদ শীর্ষক অনুষ্ঠানে একথা বলেন জ্যসভার সাংসদ তথা পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভার বিজেপি প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব। উল্লেখ্য, বিজেপি ৭ রামনগর মন্ডলের উদ্যোগে বুধবার ওয়েস্টার্ন ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় আয়োজিত শক্তি সংবাদ কর্মসূচিতে মহিলা স্ব-সহায়ক দল এবং এন.জি.ও কর্মীদের মধ্যে মত বিনিময় করেন সাংসদ। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন মেয়র দীপক মজুমদার, বিজেপি রাজ্য সহ সভাপতি পাপিয়া দত্ত সহ অন্যান্যরা।এদিন শ্রী দেব বলেন, মোদীর নেতৃত্বে সমগ্র দেশব্যাপী গুচ্ছ পরিকল্পনার সুফলে নারি শক্তিদের স্বনির্ভরতার মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার সুনিশ্চিত হয়েছে। আত্মবিশ্বাস ও সমৃদ্ধ আগামীর দিশা পেয়েছে মহিলারা।

পুলিশ ও বিএসএফের হাতে এক কোটি ৪২ লক্ষ টাকার গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৬ মার্চ ।। ফের আচমকা গোপন খবরের ভিত্তিতে পুলিশও বিএসএফ যৌথ অভিযানে নেমে এক কোটি ৪২ লক্ষ টাকার শুকনো গাজা উদ্ধার এবং একজনকে আটক করে।

ঘটনা যাত্রাপুর থানার অন্তর্গত দক্ষিণ পাহাড়পুর পঞ্চায়েত এলাকার বড়খলা গ্রামের শংকর দেবনাথের বাড়ি থেকে।

খবর জানাজানি হতেই, যাত্রাপুর থানায় গিয়ে ছয় মার্চ সকালবেলায় থানার আধিকারিক সুব্রত দেবনাথ এর সাথে জানতে চাইলে তিনি জানান যে, ৫ ই মার্চ মঙ্গলবার গভীর রাতে খবর পান যে শংকর দেবনাথের বাড়িতে প্রচুর পরিমাণ শুকনো গাজা মজুদ রয়েছে। টিক নিশিরাতে অর্থাৎ রাত সাড়ে তিনটায় শালপুকুর বিএসএফ ক্যাম্পে খবর পার্টি, বেশ কিছু জোয়ানের সহযোগিতা নিয়ে যৌথভাবে অভিযান চালান। তিনি জানান, সঙ্গে পুলিশ ইন্সপেক্টর অরুপ দেববর্মা সহ অন্যান্য সাব ইন্সপেক্টর ও কনস্টেবলদের মিলিয়ে সর্বসাকুল্য ২২ জন জোয়ান অভিযান চালানো হয়।

দেখা গেল নাকি ! নির্দিষ্ট স্থানেই অর্থাৎ তার বসত ঘরেই ১৩ টি প্লাস্টিকের ড্রাম ভর্তি শুকনো গাজা মজুদ রয়েছে। তখনই বাড়ির মালিক শংকর দেবনাথ ও নেশা সামগ্রী সহ থানায় নিয়ে আসেন ভোরের আলো ফোটার আগেই। যাত্রাপুর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগামী ৮ই মার্চ রাজ্যে বিজেপির নির্বাচনী প্রচার কাজের আনুষ্ঠানিক সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মার্চ ।। আগামী ৮ই মার্চ রাজ্যে বিজেপির নির্বাচনী প্রচার কাজের আনুষ্ঠানিক সূচনা হচ্ছে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানিয়েছেন দলের প্রদেশ সহ সভাপতি তাপস ভট্টাচার্য। এদিন তিনি বলেন "মোদীর কা পরিবার" এই পরিচয় নিয়ে নির্বাচনে লড়াই করতে যাচ্ছে বিজেপি দল।

সারা দেশেই লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। রাজ্যে এই লোকসভা নির্বাচনের নির্বাচনী প্রচারের আনুষ্ঠানিক সূচনা হবে আগামী ৮ই মার্চ। এদিন রাজধানীর টাউন হলে "বিকশিত ভারত মোদী কি গ্যারান্টি"- এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রচার কর্মসূচী শুরু হবে বলে জানিয়েছেন তাপস ভট্টাচার্য। তিনি আরো বলেম, সেখানে রাজ্যের প্রায় ৯০০ বিজেপি নেতৃত্ব এই অনুষ্ঠানে যোগদান করবেন। সেখানে নির্বাচনী আচারবিধি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী সহ প্রদেশ বিজেপির বিশিষ্ট নেতৃত্বরা।

ওইদিনের কর্মসূচীতে থাকবে সুঝাও পেটি বা সাজেশন বক্স, যার মাধ্যমে দেশব্যাপী প্রায় ১ কোটি জনগণ বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করতে পারবে যার মাধ্যমে নির্বাচনী ইস্তেহারে পরবর্তী সময়ে গ্রহনযোগ্য পরামর্শগুলি গৃহীত হবে। এছাড়াও এইদিন ৪ টি এলইডি ভ্যান ৬০ টি বিধানসভা কেন্দ্রে বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক প্রকল্পগুলির রুপ্রেখা প্রচারে রাস্তায় নামানো হবে। এই ভ্যানগুলির মাধ্যমেও পরামর্শ গ্রহণ করা হবে বলে এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে জানানো হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের দুটি আসনই বিজেপি পাবে বলে আশা ব্যক্ত করছেন এদিন প্রদেশ সহ সভাপতি তাপস ভট্টাচার্য।

লাইনম্যান এবং হেলপাররাই দপ্তরের পরিষেবার মূল কারিগর ঃ বিদ্যুৎ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মার্চ : লাইনম্যান এবং হেলপাররাই এই দপ্তরের পরিষেবা সম্পর্কিত কাজের মূল কারিগর। আজ ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের কর্পোরেট কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত লাইনম্যান দিবসে একথা বলেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

প্রসঙ্গত, বিদ্যুৎ সুরক্ষা সপ্তাহে আজ ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের কর্পোরেট কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত লাইনম্যান দিবসে প্রত্যেক লাইনম্যান ,হেল্পার সহ বিদ্যুৎ নিগমের সমস্ত স্তরের কর্মীদের সুস্বাস্থ্য কামনা করেছেন মন্ত্রী। এদিন শ্রী নাথ বলেন, লাইনম্যান এবং হেলপাররাই এই দপ্তরের পরিষেবা সম্পর্কিত কাজের মূল কারিগর। তাদেরকে সংবর্ধিত করতে পেরে তিনি আজ আনন্দিত।আজ এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে বিদ্যুৎ পরিষেবা ক্ষেত্রে আরও সতর্কিত এবং সুরক্ষিত পদক্ষেপের জন্য প্রত্যেক কর্মী আধিকারিকদের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন। কারণ গোটা রাজ্যে নিরন্তর বিদ্যুৎ পরিষেবার জন্য প্রথমে দরকার বিদ্যুৎ কর্মী ও আধিকারিকদের সুরক্ষা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

৯ মার্চ রাজ্যে জাতীয় লোক আদালত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মার্চ ।। আগামী ৯ মার্চ শনিবার রাজ্যে বসছে জাতীয় লোক আদালত। সকাল ১০টা থেকে শুরু হবে আদালতের কাজ। ত্রিপুরা হাইকোর্ট ছাড়াও রাজ্যের সব জেলা এবং মহকুমা আদালত চত্বরে সরকারি ছুটির দিনে এই লোক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

হতদরিদ্র মেয়ের বিয়ের সাহায্যের টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৬ মার্চ ।। এক গরীব বাবার মেয়ের বিয়ের সাহায্যের টাকার লোভ সামলাতে পারল না খোদ পঞ্চায়েত প্রধান। এমনই চাঞ্চল্যকর খবর উঠে এসেছে এবার। গত কিছুদিন আগে সোনামুড়া মহকুমার মেলাঘর তেল কাজলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের শ্রীমতি পাড়ার হত দরিদ্র সমীর ঘোষের মেয়ের বিয়ের জন্য স্থানীয় তেল কাজলা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান পরিতোষ মজুমদারের কাছে অনুরোধ জানান।

সেই অনুসারে পঞ্চায়েত প্রধান পরিতোষ দাস এলাকার একটি জলের পাম্প মেশিন বসানোর কাজের ঠিকাদারের কাছে অনুরোধ করে এলাকার ওই গরিব পরিবারের মেয়েটির বিয়ের জন্য কিছু আর্থিক সাহায্য করার জন্য।

মেয়ের বিয়ের আর্থিক সাহায্যের কথা শুনে ঠিকেদার খুশি মনে পঞ্চায়েত প্রধান পরিতোষ মজুমদারের কাছে ১০ হাজার টাকা তুলে দেয়। যখন সমীর ঘোষ ওনার মেয়ের বিয়ের ঠিক আগ মুহূর্তে পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে সাহায্যের টাকার জন্য যায় তখন পঞ্চায়েত প্রধান পরিতোষ দাস জানান সাহায্যের জন্য কোন টাকা দেয়নি।

পঞ্চায়েত প্রধান পরিতোষ মজুমদারের এই কর্মকাণ্ডের কথা এলাকায় জানাজানি হতেই মেয়ের বিয়ের সাহায্যের টাকা দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয়।

অবশেষে মেয়ের বিয়ের পর অর্থাৎ বুধবার মেয়েটির বাবা সমীর ঘোষ পঞ্চায়েত প্রধান পরিতোষ মজুমদারের এর কাছে টাকা আনতে গেলে মাত্র চার হাজার টাকা দেওয়া হয় আর বাকি ৬ হাজার টাকা পঞ্চায়েত প্রধান পরিতোষ মজুমদার হাফিজ করে দেয়।

একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি পঞ্চায়েত প্রধানের এই ধরনের কর্মকাণ্ডে গোটা এলাকা জুড়ে ছি ছি রব উঠেছে।

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৭০ ◘ সংখ্যা ১৪৮ ◘ ৭ মার্চ ২০২৪ ইং◘ ২৩ ফাল্গুন ◘ বৃহস্পতিবার ◘১৪৩০ বঙ্গাব্দ

ত্রিপুরাতেও বিজেপির রাজনৈতিক কৌশল সফল

বৃহস্পতিবার মন্ত্রিসভায় আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিবে তিপ্রা মাথা। লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বিজেপির এটি একটি অন্যতম রাজনৈতিক কৌশল। ত্রিপুরার দুটি লোকসভার আসন নিশ্চিত করিতেই এই ধরনের কৌশল নেওয়া হইয়াছে বলিয়া রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহল মনে করিতেছেন। জল্পনার অবসান ঘটাইয়া লোকসভা ভোটের আগেই ত্রিপুরার বিজেপি জোট সরকারে যোগ দিতে চলিয়াছে প্রদ্যোতকিশোর বিক্রম মানিক্য দেববর্মার তিপ্রা মথা। শুক্রবার সকালেই মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে শপথ নিতে চলিয়াছেন তিপ্রা মথা-র দুই বিধায়ক, বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা এবং বৃষকেতু দেববর্মা। রাজভবন এবং রাজ্য মহাকরণে ইতিমধ্যে সব প্রস্তুতি সম্পন্ন। আগামী ৮ মার্চ রাজ্যের দ্বিতীয় বিজেপি জোট মন্ত্রিসভার এক বছর পূর্ণ হইবে। এক বছর না যাইতেই প্রধান বিরোধী দলকে সরকারে যোগ দেওয়ানো, খোদ বিরোধী দলনেতাকে মন্ত্রী করা, নিঃসন্দেহে দেশে এক বেনজির ঘটনা। ৬০ সদস্যের ত্রিপুরা বিধানসভায় তিপ্রা মথা-র সদস্য ১৩, বিজেপি-র ৩৪, সিপিএমের ১০, কংগ্রেসের ৩। বড়মুড়া পাহাড়ে কর্মী সমর্থকদের নিয়া প্রদ্যোতকিশোরের 'আমরণ অনশন' শুরুর এক ঘন্টার মধ্যেই তাঁহাকে দিল্লি ডাকিয়া নেওয়া হইয়াছিল।

ত্রিপুরা বিধানসভার বাজেট অধিবেশন যখন চলছিল তখনই বিধানসভার প্রধান বিরোধী দল তিপ্রা মথা-র অনশনরত সুপ্রিমো প্রদ্যোৎ কিশোর বিক্রম মানিক্য দেববর্মা এবং অন্য নেতাদের দিল্লিতে ডাকিয়া নিয়া 'ত্রিপাক্ষিক চুক্তি' স্বাক্ষর করিল বিজেপি-র ডবল ইঞ্জিন সরকার। সাধারণত, নিষিদ্ধ জঙ্গি গোষ্ঠীর সঙ্গেই এ ধরনের চুক্তির কথা এতোদিন শোনা যাইত।

এই চুক্তি স্বাক্ষরের সময় দিল্লির নর্থ ব্লকে হাজির ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডা.মানিক সাহা, তাঁহার মন্ত্রিসভার দুজন জনজাতীয় সদস্য বিজেপি-র বিকাশ দেববর্মা, আইপিএফটি-র শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, দুই দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ ও কয়েকজন সরকারি আধিকারিক। চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন তিপ্রা মথা-র তরফে প্রদ্যোৎ মানিক্য দেববর্মা, বিজয়কুমার রাংখল এবং বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা। ভারত সরকারের তরফে স্বাক্ষর করিয়াছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের উত্তর পূর্বাঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব পীযূষ গোয়েল, ত্রিপুরা সরকারের তরফে চুক্তিপত্রে সই করেছেন মুখ্য সচিব জে কে সিনহা।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং তিপ্রা মথা সুপ্রিমো প্রদ্যোৎকিশোর দেববর্মা দুজনেই এই চুক্তিকে 'ঐতিহাসিক' বলিয়াছেন। জনজাতিদের সমস্যার সাংবিধানিক সমাধানে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে কেন্দ্রীয় সরকারকে। ২০২৩ বিধানসভা ভোটের আগে বাংলাদেশ, আসাম, মায়ানমারের অংশ এবং ত্রিপুরার এডিসি এলাকা নিয়ে পৃথক 'গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড' গড়ার দাবি তুলিয়াছিলেন। ভোটের পরে আর সেই দাবি তোলেননি।লিখিত প্রতিশ্রুতি মিলিয়াছে ঠিকই। কিন্তু ঠিক কীসের প্রতিশ্রুতি, এক পৃষ্ঠার ইংরেজি তিন প্যারার সংক্ষিপ্ত চুক্তিপত্রে কিছুই স্পষ্ট করিয়া বলা নাই। বলা হইয়াছে, স্বাক্ষরকারী তিন পক্ষ একমত হইয়াছেন যে ত্রিপুরার জনজাতিদের ইতিহাস, জমির অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, আত্মপরিচয়, সংস্কৃতি, ভাষা ইত্যাদির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত বিষয়ের গ্রহণযোগ্য সমাধান করা হইবে। এজন্য একটা যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপ বা কমিটি তৈরি করা হইবে। কী কী করা হইবে, সময় বাধিয়া দিয়া সেসব কীভাবে করা হইবে তাঁহারাই দেখিবেন। এর পরের লাইনটিতে বলা হইয়াছে, এই সময়ে আর কোনও আন্দোলন বা প্রতিবাদ ইত্যাদি করা যাইবে না। প্রদ্যোৎকিশোর পরে সামাজিক মাধ্যমে বলেন, ছয় থেকে আট মাসের মধ্যে সব হইবে। বিশ্লেষকরা অনেকে মনে করিতেছেন, কার্যত বড় জয় হইল বিজেপি-র। লোকসভা ভোটের আগে ত্রিপুরা যাহাতে আরেকটা মণিপুর না হইয়া ওঠে, সারা দেশে তাহার খারাপ প্রভাব না পড়ে, সেটা এড়াইতেই সফল বিজেপি। আর 'আন্দোলন করিব না' বলিয়া স্বাক্ষর করিয়া তিপ্রা মথা নিজের পায়ে কুড়ুল মারিল কি না বোঝা যাইবে ভবিষ্যতে।

"সিপিএমের হার্মাদরাই বিজেপির গদ্দার হয়েছে", তোপ মমতার

পশ্চিম মেদিনীপুর, ৬ মার্চ (হি.স.) : "সিপিএম কী করেনি। সবাইকে ভয়ের মধ্যে রেখেছিল। কেউ কথা বলতে পারত না। আজকে সেই সিপিএমের হার্মাদরাই বিজেপির গদ্দার হয়েছে। এদের বিশ্বাস করবেন না।" মঙ্গলবার পশ্চিম মেদিনীপুরের মেদিনীপুর শহরে সভা করতে এসে এভাবেই সিপিএম-কে একহাত নিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মেদিনীপুর শহরের ঐতিহ্যের কথা বলছিলেন তিনি। একে একে টেনে আনছিলেন মেদিনীপুরের বিপ্লবীদের কথা ! স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা। আচমকাই বলে উঠলেন, " এ মাটি আনুগত্যের মাটি। এ মাটি গদ্দারদের সহ্য করে না।"

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "একটা সময়ে জঙ্গলমহল ভয়ে থাকত। কেশপুরে সিপিএমের লোকের সাত জনকে খুন করেছিল। চমকাইতলায় অজিত পাঁজাকে ঘিরে নিয়েছিল সিপিএম। লালগড়ের জঙ্গলে আমার গাড়ি চার ঘণ্টা আটকে রেখেছিল। লালগড়ের মানুষ ভয়ে থাকত। আজকে সবাই হাসছে। স্কুলে যাচ্ছে, কলেজে যাচ্ছে। আর কী চাই।"

অল্প কথায় অভিজিতের তোপ কল্যাণকে

কলকাতা, ৬ মার্চ, (হি.স.): অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বিচারপতি থাকাকালীন তাঁর বিরুদ্ধে অতীতে নানা সময় কটু কথা বলেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। গত দু'দিন ধরেও কল্যাণবাবু নানা মন্তব্য করেন অভিজিৎবাবু সম্পর্কে। এতদিন মুখ বন্ধ করে ছিলেন অভিজিৎবাবু। মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে অল্প কথায় তিনি তোপ দাগেন কল্যাণবাবুকে। কল্যাণবাবু আগেই জানিয়েছিলেন, 'অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বিচারপতির পদে বসে তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন।' দাবি করেছেন, "উনি যেখানে দাঁড়াবে সেখানে হারাব।" কল্যাণবাবু জানিয়েছেন, বিজেপি ২০১৪ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত বিচার ব্যবস্থাকে নষ্ট করেছে। প্রলোভন দেখিয়ে বিচারপতিদের কেনার চেষ্টা হয়েছে। তিনি বলেছিলেন, 'রাজনীতি এত সহজ নয়। এতদিন ওই পদে বসে ক্ষমতার অপব্যবহার করা হয়েছে।' অভিজিৎবাবু সাংবাদিক সম্মেলনে প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় কি এখন ভবিষ্যদ্বাণী করছেন? উনি কুকথা বলার জন্যই পরিচিত। আমার মনে হয় ওঁর বেড়ে ওঠায় সমস্যা রয়েছে। ওঁর শিক্ষা-দীক্ষায় সমস্যা রয়েছে।"

লোকসভা নির্বাচনের আগে নতুন ট্রেন, জুড়লো উত্তরাখন্ড-পঞ্জাব

লালকুঁয়া, ৬ মার্চ (হি. স.): লোকসভা নির্বাচনের আগে সাপ্তাহিক লালকুঁয়া-অমৃতসর এক্সপ্রেস ট্রেনের (১৫০১৬) উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় পর্যটন ও প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী অজয় ভাট। ৫ মার্চ তিনি লালকুঁয়া থেকে ট্রেনটির সূচনা করেন। উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার রাজীব আগরওয়াল, চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার সঞ্জীব শর্মা প্রমুখ।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজয় ভাট বলেন যে, এই ট্রেনটি চালু হওয়ার ফলে মিনি পঞ্জাব নামে খ্যাত উধম সিং নগর থেকে সরাসরি পঞ্জাব যুক্ত হবে। এখানকার মানুষ এবার সহজেই স্বর্ণ মন্দিরে যেতে পারবেন।

আমার মুখের ভাষা আমার প্রাণের ভাষা

মলয়চন্দন মুখোপাধ্যায়

আর মরি বাংলা ভাষা। পৃথিবীতে প্রায় ৩৫ কোটি মানুষ যে কাথায় কথা বলে, প্রতিদিন যে ভাষায় লিখিত হয়ে চলেছে পদ্য, গদ্য, প্রবন্ধ, যে জাতির মেধাতালিকা বারোশো বছর ধরে ব্যাপক ও ক্রমবর্ধমান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পুরস্কার অভিনন্দিত হয়েছেন যে ভাষার কবি, সেই বাংলা ভাষাকে নমস্কার। বারোশো বছর ঝরে অসংখ্য মনীষী ও সাধারণ মানুষের অশুব পরিচর্যা ও নিবিড় যত্নকৃত সমবায় গড়ে উঠেছে এ ভাষার রূপ ও ভঙ্গি। আর এ ভাষা যাঁরা ব্যবহার করেন দৈনন্দিন কাজে সাহিত্যে তাঁর বিশ্রম্ভালাপে সেই বাঙালি জাতি নিজ মুদ্রাগুণে গড়ে তুলেছে তার নিজের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য আর ইতিহাস, যা উত্তরাধিকার সূত্রে বহু শতক জুড়ে পরম্পরাবাহিত। বাংলা ভাষা বাঙালি মাত্রেরই অলংকার, অহংকার অক্ষয় কবচকুণ্ডল। মাতৃভাষাকে রবীন্দ্রনাথ মাতৃদুগ্ধের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আর সে ভাষাকে বাঁচিয়ে তুলতে যদি রুচির, অশ্রু ও ঘুমের প্রয়োজন হয়, দরকার হয় মানুষের রক্তাক্ত দক্ষিণা প্রদানের, তাহলে মাতৃভাষা তো পরমান্নেরও অধিক, তা যে অমৃত। বাংলা ভাষা আমাদের কাছে তাই মাতৃদুগ্ধের অধিক। ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন ১৯৯৯-তে এসে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মোহনায় এসে মিশল, আমাদের মাতৃভাষার এমন উজ্জ্বল বিভা সমগ্র বিশ্বে আমাদের মুখ উজ্জ্বল করেছে, সেইসঙ্গে আমাদের বঙ্গভাষারও।

বাংলা ভাষা নিয়ে সত্যি সত্যি গর্ব করার মতো কী আছে বাঙালির? না এ কেবল অযথা ঢক্কানিনাদ? আছে, অতি অবশ্যই আছে। চর্যাপদ থেকে আজকের সময় পর্যন্ত এ ভাষায় যত কিছু লেখা হয়েছে, তার দিকে সামান্য তাকালেই টের পাব, বাংলা ভাষা কতখানি সমৃদ্ধ। আরাকান থেকে গৌড়, সমতট, অনুত্তরবঙ্গ (একদা দক্ষিণবঙ্গকে এই নামে ডাকা হতো), বাঙালির মেধাতালিকার কি শেষ আছে! বর্ধমানের মুকুন্দরাম চক্রবর্তী উত্তরাধিকার দিয়ে যান হাসান আজিজুল হককে, বরিশালের বিজয়গুপ্ত জীবনানন্দ, বেগম সুফিয়া কামাল, হেনরী স্বপনকে কী আশ্চর্য মাজেজা! আর আজ তো বঙ্গভাষার লেখক বিশ্ব জুড়ে। বাংলা যাঁদের মাতৃভাষা নয়, এমন ভারতীয়ের হাতেও সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলা ভাষা-যেমন, সখারাম গণেশ দেউস্কর, আবু সয়ীদ আইয়ুব। বেশ কয়েকজন বিদেশির হাতেও পরম যত্নে লালিত হয়েছে বাংলা ভাষা। তাঁদের কয়েকজনের নাম হানা ক্যাথেরিন ম্যালেনস, উইলিয়াম কেরি, ডেভিড ম্যাককাচ্চিয়ন, মার্টিন কেম্পশেন, দানিলচুক, ফাদার দ্যতিয়েন, কাজুও আজুমা, উইলিয়াম রাদিচে, ক্লিন্টন বি সিলি প্রমুখ। ডিরোজিও সম্ভবত বাংলায় কিছু লেখেননি, তবে উনিশ শতকে তাঁর হাত দিয়েই শাণিত কিছু ইস্পাত গড়ে উঠেছিল, "ইয়ং বেঙ্গল" নামে পরিচিত ছিলেন যাঁরা বাঙালির যুক্তিবাদী চিন্তা ও চেতনার অগ্রদূত। পরের শতকে "বুদ্ধির মুক্তি" আন্দোলনেরও কি নয়?

বাংলাভাষাকে নিয়ে তো আমাদের অন্তহীন গর্ব থাকা উচিত। যদি খেয়াল করি, ভারত এবং বাংলাদেশ এই দুই দেশের জাতীয় সঙ্গীত- রচয়িতা এশিয়ায় সর্বপ্রথম নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বাঙালি রবীন্দ্রনাথ। শোনা যায়, শ্রীলঙ্কার জাতীয় সঙ্গীতও তাঁরই রচনা। আবার এ কথা স্মরণে আসে, একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলন করতে গিয়ে ঢাকার রাজপথে শহিদ হন যাঁরা, তাঁদের আত্মদানের ফলেই রাষ্ট্রসংঘ তারিখটিকে ১৯৯৯ থেকে কেবল বাংলাভাষীদের জন্যই নয়, পৃথিবীর সব ভাষার মানুষদের জন্যই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসরূপে ঘোষণা করেছে। এই ভাষায় কথা বলি আমরা, একথা মনে রাখলে বাংলাভাষীদের তো মাতৃভাষাকে মাথার মুকুট করে রাখা উচিত। শুধু কি তাই? "বিনে স্বদেশী ভাষা, পুরে কি আশা?"- লিখেছেন রামনিধি গুপ্ত। মনের যাবতীয় ভাব প্রকাশ কি মাতৃভাষা ছাড়া আদৌ সম্ভব? আমরা তো এমন কি স্বপ্নও দেখি মাতৃভাষায়। এ ভাষায় লেখা হয়েছে জ্ঞানবিজ্ঞানের কতো না গ্রন্থ!

সুদূর পঞ্চদশ শতকে ত্রিপুরায় বাংলাভাষা স্বীকৃতি পেয়েছিল মাতৃভাষার। আরও কৌতূহলকর তথ্য হলো, সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিতদের কাছে বাংলাভাষা ছিল একদা অবজ্ঞার। সেই সংস্কৃত পণ্ডিতরাই আবার বাংলায় লেখা কৃষ্ণদাস কবিরাজের বিখ্যাত শ্রীচৈতন্য জীবনী গ্রন্থ "চৈতন্য চরিতামৃত" গ্রন্থের টীকা রচনা করেছিলেন সংস্কৃতভাষায়! বাংলাভাষা নিয়ে যে আন্দোলন, তা ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের পূর্ববঙ্গের ওপর চাপিয়ে দেওয়া উর্দুর বিপক্ষে। আর আশ্চর্য ব্যাপার, ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনের ঠিক পরের বছরেই পশ্চিম পাকিস্তানে (বর্তমানে কেবল পাকিস্তান) করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সেখানে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পড়ানো হচ্ছে পড়ানো হয় আজ ও উর্দুকে হাটিয়ে মাতৃভাষার এই জয়েক কাছে পশ্চিম পাকিস্তানে (বর্তমানে কেবল পাকিস্তান) করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সেখানে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পড়ানো হচ্ছে, পড়ানো হয় আজও। উর্দুকে হটিয়ে মাতৃভাষার এই জয়ের কাছে পাকিস্তানের আরও এক পরাজয়, সে দেশও একুশে ফেব্রুয়ারি আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষাদিবস হিসেবে পালন করে। আর একটি কথা মনে রাখা জরুরি। ১৯৫২-তে নয়, অখণ্ড বাংলায় মাতৃভাষার কৌলিন্য ও জয় এসেছিল তারও পনেরো বছর আগে, ১৯৩৭-এ। সে বছর আইনসভা নির্বাচনের পর আইনসভা পরিচালনায় ইংরিজির পরিবর্তে বাংলাভাষার ব্যবহারকে স্বাগত জানানো হয়। কারণ ছিল, অধিকাংশ সদস্যই ইংরেজি জানতেন না। অথচ স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে অধিকাংশ পূর্ববঙ্গবাসীই যখন উর্দু জানতেন না, এমনকি পূর্ব পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগোষ্ঠীর মাত্র ছয় শতাংশ যখন উর্দুভাষী, সেসময় ছয় শতাংশের ভাষা চুরানব্বই শতাংশের ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা হয়েছিলো। মূর্খতা আর কাকে বলে! আজ বিশ্বে কথিত-উচ্চারিত-ব্যবহৃত পঁয়ত্রিশ কোটি বাঙালির ভাষাকে যদি বাঙালি হয়ে আমরা শবাসনে পাঠাতে চাই, তা হলে সেটাও কি অনুরূপ মূর্খতা হবে না? বিশেষ করে বাংলাভাষার ঐতিহ্য আর এ ভাষার মেধাতালিকা পর্যালোচনা করলে দেখব, আমাদের উত্তরাধিকার কতো সমৃদ্ধ। এ ভাষায় লিখিত হয়েছে একদিকে বৈষ্ণবকবিতা, অন্যদিকে ময়মনসিংহগীতিকা। লায়লা-মজনু, শিরি-ফরহাদের প্রেমগাথা থেকে জঙ্গনামা, মঙ্গলকাব্য, জারি সারি ভাওয়াইয়া আলকাপ, ভাদু টুস গম্ভীরা, মাইজভাণ্ডারী, বাউল, কীর্তন। এই সুবিশাল ঐতিহ্যকে আমরা ভুলে যাবো? ইতিহাস কি তাহলে ক্ষমা করবে আমাদের? আফশোসের কথা, বাংলাদেশে বাংলা রাষ্ট্রভাষা হলেও এখনো শিক্ষাক্ষেত্রে বা আইন- আদালতে বাংলাকে ব্যবহারিকভাবে আনা যায়নি। আমাদের দেশেও না।

অথচ বৃটিশ আমলে যখন কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, সেসময় চিকিৎসাবিদ্যা পড়ানো হতো বাংলায়। এজন্য বাংলাতে ডাক্তারি বই লেখা হতো। তাছাড়া অক্ষয়কুমার দত্ত, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সাহিত্য ও বিজ্ঞানের বহু পরিভাষা বাংলাভাষায় প্রয়োগ করেন। এই ধারাকে আমরা যেন এগিয়ে নিয়ে যাই। সর্বস্তরেই বাংলাভাষাকে নিয়ে যেতে হবে, এই হোক আমাদের প্রতিজ্ঞা। কেবল সাইনবোর্ডে বাংলা রইল, একুশে ফেব্রুয়ারি মিছিলে হাঁটলাম কাঁথাস্টিচ পাঞ্জাবি পরে, মাতৃভাষাচর্চা যেন এরকম সৌখিন মজদুরি ব্যাপার হয়ে না দাঁড়ায়। মাতৃভাষার গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে এটা বললেই যথেষ্ট হবে যে মধ্যযুগে সমগ্র ইয়োরোপ যখন ল্যাটিন ছেড়ে নিজ নিজ দেশের মাতৃভাষার প্রতি মনোযোগ দিল, দায়বদ্ধতা দেখাতে লাগল মুখের ভাষার প্রতি, তখন থেকেই সেখানে নবজাগরণের সূচনা। স্বভাষায় ইতালিতে সনেট লিখলেন পেত্রার্ক, নাটকের পর নাটকে বিস্ময় নিয়ে এলেন শেক্সপীয়র, আর গ্রীক-ল্যাটিন গ্রন্থ অনুদিত হতে লাগলো যার যার মাতৃভাষায়। জার্মানির মার্টিন লুথার আর ব্রিটেনের রাজা জেমস বাইবেল অনুবাদ করলেন জার্মান ও ইংরেজিতে। সাধারণ মানুষের কাছে খ্রিস্টধর্মের অর্গল খুলে গেল এর ফলে। আমাদের বাংলাতেও রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের অনুবাদ নিয়ে এলেন কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, মালাধর বসু। বাঙালি তার নিজের ভাষায় এসব পড়ে হৃদ্গত করে নিল এসব কাহিনী। পরবর্তীকালে আরবি ভাষা থেকে কোরান শরীফ অনুবাদ করলেন ভাই গিরিশচন্দ্র সেন। বাঙালি মুসলমানের কাছে সহজেই পৌঁছে গেল তাদের ধর্মগ্রন্থের মর্মকথা। আজ বঙ্গভাষীদের মধ্যে, সারা ভারতের সর্বত্র এবং বাংলাদেশের জেলায় জেলায় মাতৃভাষার প্রতি একদিকে অবহেলা আর অন্যদিকে ইংরেজি- মাধ্যম স্কুলের দাপটে বাংলাভাষার নাভিশ্বাস উঠছে। অত্যন্ত বেরনা ও পরিতাপের কথা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক -উচ্চমাধ্যমিক স্তরে একে এক বাংলা -মাধ্যম স্কুলগুলি উঠে যাচ্ছে। অভিভাকদের ধারণা, ইংরেজি না শিখলে বর্তমামযুগে উন্নতি করার কোনো সম্ভাবনা নেই। এজন্য মাতৃভাষাকে নির্বাসনে পাটাতেও তাঁরা কুণ্ঠিত নন। এ বড়ো আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। আমরা যা কিছুই শিখি, তা কী ইতিহাস, কী বিজ্ঞান বাণিজ্য অর্থনীতি আইন অথবা দর্শনশাস্ত্র, মাতৃভাষায় দক্ষতার মাধ্যমেই তা অর্জন করা সম্ভব। রামমোহন বা বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ বা সত্যজিৎ রায়ের ইংরেজি জ্ঞান ছিল গভীর, যা অর্জিত হয়েছিলো তাঁদের মাতৃভাষায় গভীরতর পারদর্শিতা থেকে। আজ যে লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়ছে, তারা না পারছে ভালো ইংরেজি লিখতে, আর বাংলা লেখার তো কথাই নেই। অন্যদিকে কবিতায় চলচ্চিত্রে নাটকে উপন্যাসে বাংলাসাহিত্যে যাঁরা প্রণম্য, দিকপাল আর স্বনামধন্য, সেই জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, ঋত্বিককুমার ঘটক, মহাশ্বেতা দেবী, উৎপল দত্ত, মুনীর চৌধুরী, শামসুর রাহমান প্রমুখ ছিলেন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যের কৃতী ছাত্র। বিগত তিরিশ- চল্লিশ বছরে স্বক্ষেত্রে এঁদের মতো এমন প্রতিভার বিকাশ দেখাতে পেরেছে, ইংরেজি মাধ্যমে পড়া ছেলে মেয়েদের মধ্যে আমরা কি পেয়েছি এমন একজনকেও? না, পাইনি। তার কারণ, উপরে উল্লিখিত ব্যক্তিরা ইংরেজি শেখার আগে তাঁদের মাতৃভাষার জ্ঞানকে মজবুত করে নিয়েছিলেন। মাতৃভাষায় যথেষ্ট পরিপক্ক হয়েও বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজি ভাষায় উপন্যাস লেখা শুরু করেছিলেন। পরে তিনি নিজের ভুল বুঝতে পারেন বলেই আমরা তাঁর হাত দিয়ে একের পর এক অসাধারণ উপন্যাস পাই- দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, রাজসিংহ, আনন্দমঠ, বিষবৃক্ষ ও অন্যান্য। বাংলাভাষা তেমন অধিগত ছিল না মাইকেল মধুসুদনের, যিনি যৌবনে স্বপ্ন দেখতেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ-বায়নে কীটস-এর মতোই খ্যাত হবেন। লিখলেন "The Captive Ladie"। বেথুনের মারফৎ পরামর্শ Ba এলো, মাতৃভাষা ছাড়া যেহেতু কোনো কবি যথার্থ প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারেন না, তাই তাঁর উচিত বাংলাতেই লেখা। আর বঙ্গভাষার সাধনা তাঁর সেই থেকে, মাদ্রাজে বসে, কৃত্তিবাস- কাশীরাম দাস-মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর হাত ধরে। শুধু কি তাই? সাতাশ-আঠাশ বছরের মধুসূদন স্কুলছাত্রের মতোই অহোরাত্র চর্চা করে চলেছেন মু তামিল তেলুগু সংস্কৃত ল্যাটিন ইংরেজি গ্রীক। বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে এই পড়াশোনার ফিরিস্তি দিয়ে অতঃপর জানাচ্ছেন, "Am 1 not preparing myself for the great object of embellishing the tongue of my forefathers?" এসব বিদেশি ভাষা শেখা, সে ভাষার সাহিত্য অধিগত করা মাতৃভাষায় সাহিত্য রচনা করার জন্য, ভাবা যায়? এই ছিল এক প্রতিভাবান বাঙালি কবির সাধনা ও প্রস্তুতি। আর আমরা আজ বাংলাভাষাকে বিসর্জনের সাধনা করছি ইংরেজি শিখে। তাও যদি শেখাটা শেষ পর্যন্ত হতো।

আরেকটা উদাহরণের কথা না বলে পারা যাচ্ছে না। বাংলাদেশের ভাষা-আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য বিখ্যাত নাট্যকার ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীকে জেলে যেতে হয়েছিল। জেলে থাকতে তিনি ভাবলেন, মাতৃভাষার জন্য লড়াই করছি, আর পড়াচ্ছি ইংরেজি। এ তো স্ববিরোধিতা। জেলে বসেই বাংলায় এমএ পাশ করলেন, প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে। জেলবাস-শেষে বাংলার অধ্যাপনায় যোগ দিলেন। মাতৃভাষাপ্রীতির এমন উদাহরণ থাকতেও নিজের ভাষাকে ভালোবাসতে শিখব না আমরা?

বাংলাভাষার প্রতি ভালোবাসাটি কিন্তু প্রাক্‌শর্ত। ইদানীং একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, বাংলার সঙ্গে ইংরেজি মিলিয়ে জগাখিচুড়ি বাক্যে কথা বলছেন অনেকে। 'আমি ভালো আছি কিন্তু মাঝেমধ্যে মন খারাপ হয়।' আবার, "আজ সারাদিন ঘুমোবো, cause because-এর এটা আবার সংক্ষিপ্ত রূপ) আজ ছুটি আমার"। এরকম বাক্য যে শ্রুতিকটু ও অশ্লীল, তা কি ভেবে দেখি কখনও? একজন ইংরেজিভাষী কি কখনও কাউকে বলবেন, You are so nice যে I can't simply believe বা কোনও ইংরেজ তার প্রেমিকাকে ইংরেজি-ফরাসি মিশিয়ে বলবে না, 'You are so sharmantœ' (শারদ অর্থাৎ সুন্দর)।

ওই ১৯৩৭-এ বাংলাভাষার গৌরব তলে ধরেছিলেন রবীন্দ্রনাথও। কীভাবে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন ভাষণ দিয়েছিলেন। বাংলায়, এতদিনকার নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে। এর আগে তা দেওয়া হতো রাজভাষা ইংরেজিতে। পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৪৭-এর ২৫ শে সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ অধিবেশনে বাংলায় ভাষণ দিয়ে সে ভাষার সম্মান বৃদ্ধি করেছিলেন। এর আগেও তিনি রাষ্ট্রীয় অতিথি হয়ে চীনে গিয়ে বাংলাতে বক্তৃতা করেন। সেটা ঢাকায় ভাষা-আন্দোলনের বছর, ওই ১৯৫২-তেই। আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, নেদারল্যান্ডস, তুরস্ক, কানাডা, ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি সাইত্রিশটি দেশের তিনশো সাতষট্টি জন প্রতিনিধির সামনে। "আমার দেখা নয়াচীন" গ্রন্থে বঙ্গবন্ধু লিখছেন, "আমি বক্তৃতা করলাম বাংলাভাষায়, আর ভাবত থেকে বক্তৃতা করলেন মনোজ বসু বাংলাভাষায়"। সে বাংলা বক্তৃতার শ্রোতা মাও জে দত্তের মতো রাষ্ট্রপ্রধান, নাজিম হিকমতের মতো কবি, এ-কে গোপালনের মতো বিখ্যাত ভারতীয় কমিউনিস্ট নেতা। ভাষাকে সম্মান দেওয়া বলে একে। তাঁরা কি আমাদের উদ্বুদ্ধ করতে পারেন না। তাঁরা ইংরেজিতে ভাষণ দিতেই পারতেন, অন্যান্যরা যেমন দিয়েছিলেন। কিন্তু বাংলায় ভাষণ দিয়ে অনন্য নজির তৈরি করলেন, একথা অনস্বীকার্য। পৃথিবীর যে কোনও ভাষা অন্য ভাবা থেকে শব্দ আহরণ করে ভাষাকে সমৃদ্ধ করে। ইংরেজি ভাষা তার সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ। কিন্তু তাই বলে অন্যভাষার বিসদৃশ শব্দ নিজ ভাষায় গ্রহণ করা ঠিক নয়। বাংলাভাষায় এই প্রবণতাটা ইদানীং দেখা যাচ্ছে। "কিউ কি" থেকে সল্লাত "কেন কি", বা হিন্দি থেকে নেওয়া "লাগু" এরকম কিছু শব্দ, যা বাংলায় ব্যবহার করে ভাষাটিকে কদর্য অলঙ্কারে সাজাচ্ছি। মনে রাখতে হবে, ভাষা চায় সুন্দরতা, কদর্যতা নয়। ভাষার আরেকটি দিক উচ্চারণ। অনেককেই বিকৃত উচ্চারণে কথা বলতে দেখা যায় অথব্য ভুল উচ্চারণে। আবার অনেকে বটিশদের অনুকরণে বাংলায় "মিডনাপুর", "কন্টাই", "চিনসুরা" উচ্চারণ করে থাকেন। মনে রাখতে হবে, ঔপনিবেশিকদের উচ্চারণ বাংলা বা ভারতীয় শব্দ উচ্চারণে পারদর্শী ছিল না বলেই তারা ভুল ও বিকৃত উচ্চারণ করত। তাই বলে আমরা তো সঠিক উচ্চারণে সমর্থ। আমরা কেন ওদের উচ্চারণ ও একই সঙ্গে বানান মেনে নেব? এখন আর Lucca (ঢাকা) বা Calcutta (কলকাতা) লেখা হয় না। তবে Dumdum, Bogra, Burdwan-এর ভূত পুরোপুরি নামেনি। অবিলম্বে নামা দরকার। "রাজর্ষি" উপন্যাসে ধ্রুব মন্দির বলতে পারত না। মন্দিরকে বলত "লদন্দ"। বয়স্করা তো পারে। তারা কেন "প্রদন্দ" বলবে। আরেকটি বিষয় বানান। এককথায় নৈরাজ্য চলছে এক্ষেত্রে। নানা মুনির নানা মত হয়ে গিয়ে হয়েছে মুশকিল। পশ্চিমবঙ্গের মুনি বাংলাদেশের মুনির সঙ্গে মেলেন না সব স্কুলে, আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কলকাতার অমিল। শেষবারের মতো স্বীকৃত বানানরীতি দেখতে পাই ১৯৩৭-এ, রবীন্দ্রনাথ, রাজশেখর বসু, সুনীতিকুমার যে নিয়মনীতি স্থির করে দিয়েছিলেন, তাতে। এই নিয়েও তর্ক ছিল বটে মণীন্দ্রকুমার ঘোষ, মুহম্মাদ শহীদুল্লাহ প্রমুখের। বুদ্ধদেব বসু আবার চেয়েছিলেন প্রয়োগ পর্যন্ত করে গেছেন- অ-তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে কেবল "শ" চালু করতে। পরবর্তীকালে আবদুল মন্নান সৈয়দ তৎসম-অতৎসম যাবতীয় শব্দেই কেবল "শ" রেখে "ষ" ও "স"-কে পুরোপুরি নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন। আসলে সংস্কৃত থেকে নির্গত হয়ে প্রাকৃত ও পালিভাষা কিন্তু "স" আর "শ" দিয়েই চালিয়ে গেছে, যাচ্ছে। বাংলাভাষা এই আপদগুলোকে ফিরিয়ে আনল। কেন এবং কীভাবে? রবীন্দ্রনাথ এর কারণ শনাক্ত করেছেন এভাবে, "যে সময়ে ফোর্ট উইলিয়াম হইতে বাংলাদেশ শাসন শুরু হইয়াছিল সেই সময় বাংলা ভাষার শাসন সেই কেল্লা হইতেই আরম্ভ হয়। তখন পণ্ডিতে ফৌজে মিলিয়া বাংলার বানান বাঁধিয়া দিয়াছিল।" তিনি আরও বলেন, "খাঁটি বাংলাকে বাংলা বলেই যেন লজ্জা না করি, প্রাচীন প্রাকৃত ভাষা যেমন আপন সত্য পরিচয় দিতে লজ্জা করে নি"।

বাংলাভাষা চর্চিত হচ্ছে বিশ্বময়, তার কতোটুকু খবর রাখি আমরা? পৃথিবীর বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয় বাংলা। বিশ্বের বহু ভিন্নভাষী পণ্ডিত এ ভাষা চর্চা করেন, নিজ নিজ ভাষায় অনুবাদ করেন বাংলার চিরায়ত সাহিত্য, গবেষণা করেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে। তাঁদের মধ্যে আছেন দানিলচুক, ফাদার দ্যতিয়েন, লীলা রায়, উইলিয়াম রাদিচে, মার্টিন কেম্পশ্যেন, রেচেল ম্যাকডারমট, কাজুও আজুমা, ফ্রাঁস ভট্টাচার্য প্রমুখ। তাছাড়া বাঙালি হয়ে এটা ভেবে গর্ব হয়, পশ্চিম আফ্রিকার দেশ সিয়েরা লিওনে বাংলা ভাষা অন্যতম রাষ্ট্রীয় ভাষা। জাতিসঙ্ঘ মিশনের আওতায় বাংলাদেশ শান্তিরক্ষী বাহিনীর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০০২-তে আহমদ তেজান কাব্বা সরকার বাংলা ভাষাকে এই সম্মান দেন। রাষ্ট্রপতি কাব্বা ব্যক্তিগতভাবেও বাঙালিপ্রিয়। কতো মানুষের নিষ্ঠা, শ্রম, অধ্যবসায় আর আত্মত্যাগে গড়ে উঠেছে আমাদের বাংলাভাষা! বহুভাষাবিদ রামমোহন এ ভাষার গঠনরূপ নির্মাণ করে গেছেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধ্রুপদী ভাষাসমূহের মধ্য দিয়ে গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে, আবার বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্র নিজস্ব শৈলীতে যোগ করেছেন এ ভাষার অপরূপ কান্তি ও সুঠাম অবয়ব। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ, জসীমউদ্দীন, অবনীন্দ্রনাথ, আবু সয়ীদ আইয়ুব, সখারাম গণেশ দেউসকর, সৈয়দ মুজতবা আলী এ ভাষাকে কত অলঙ্কারেই না সজ্জিত করেছেন! আবার সুকুমার রায়, পরশুরাম (রাজশেখর বসু), শিবরাম চক্রবর্তীদের হাতে পড়ে এ ভাষা পেয়েছে অপরূপ রম্যতা। মীর মশাররফ হোসেন একপ্রান্তে, অন্য প্রান্তে স্বামী বিবেকানন্দ, বুদ্ধদেব বসু, কমলকুমার মজুমদার, শঙ্খ ঘোষ আর আল মাহমুদ, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় আর মানিক, বিভূতিভূষণ- কী বৈচিত্র্যময় দ্যোতনা এনেছেন বাংলা ভাষায়! "তারা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে", অথবা "জাগো বাহে কোনঠে সবায়", এসব সদুক্তি কি আমাদের মোহিত, আপ্লুত, হ্লাদিত, উদাস আর বিনত করে না আমরা বাঙালি নই। বাংলাভাষার প্রতি? যদি না করে, তাহলে আমরা বাঙালি নই।

(সৌজন্যে-দৈনিক স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রাজভবনে এনসিসি ১৩ নম্বর ত্রিপুরা ব্যাটেলিয়ানের ক্যাডেটদের সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মার্চ ।। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু আজ সকালে রাজভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এনসিসি ১৩ নম্বর ত্রিপুরা ব্যাটেলিয়ানের ক্যাডেটদের সংবর্ধনা জানান। এই ক্যাডেটগণ প্রজাতদিবস ২০২৪ এর শিবিরে, থালসেনা ক্যাম্পে, পর্বত আরোহনে এবং নেপালে অনুষ্ঠিত ইয়থ এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন। ক্যাডেটস এনসিসি'র আণ্ডার অফিসার এবং সিনিয়র আণ্ডার অফিসারগণ রাজ্যপালের কাছে তাদের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন।

রাজ্যপাল অফিসারগণ ও ক্যাডেটদের বলেন তারা যেন এনসিসি এবং প্রতিরক্ষার বিভিন্ন পরিষেবায় ছাত্রছাত্রীদের যোগ দিতে উৎসাহিত করেন। রাজ্যপাল ক্যাডেটদের সংবর্ধনা জানিয়ে তাদের প্রত্যেককে একটি করে আইপ্যাড উপহার দেন। অনুষ্ঠানে রাজ্যপালের সচিব ইউ কে চাকমা এনসিসি ১৩ ত্রিপুরা ব্যাটেলিয়ানের কমাণ্ডিং অফিসার কর্ণেল বিনয় রাথুয়ান উপস্থিত ছিলেন।

আজ রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লুর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন আসাম রাইফেলস (ইস্ট) এর আইজি মেজর জেনারেল সুরেশ কুমার ভাম্ভু, এসএম এবং আসাম রাইফেলস ২১ সেক্টারের কমাণ্ডার বিগেডিয়ার মনিষ রানা, এসএম। রাজভবন থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

সুরেন্দ্রনগর ইংলিশ মিডিয়াম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের নতুন ভবনের উদ্বোধন

গুণগত শিক্ষার প্রসারে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে : বিদ্যুৎমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মার্চ ।।গুণগত শিক্ষার প্রসারে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত, এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়তে গেলে গুণগত শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। আজ সুরেন্দ্রনগর ইংলিশ মিডিয়াম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের নতুন ভবনের উদ্বোধন করে বিদ্যুৎমী রতনলাল নাথ একথা বলেন।

অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎমী বলেন, নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি ছাত্রছাত্রীদের বিশ্বমানের উপযোগী করে তুলবে। ছাত্রছাত্রীদের আগামীদিনের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়েছে। অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎমী ছাত্রছাত্রীদের সংবেদনশীল, সামাজিক দায়বদ্ধ ও দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মা, ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের কার্যনির্বাহী সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা এন সি শর্মা, গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক বাস্তুকার ক্ষুদিরাম ত্রিপুরা, মোহনপুর মহকুমার মহকুমা শাসক সুভাষ দত্ত, হেজামারা ব্লকের বিডিও ওবেদ দার্লং প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সর্বাণী দেববর্মা। সভাপতিত্ব করেন হেজামারা বিএসির চেয়ারম্যান সুনীল দেববর্মা। উল্লেখ্য, বিদ্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৩ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা। বিদ্যুৎমী রতনলাল নাথ এদিন হেজামারা আরডি স্টোর গোডাউনের নতুন ভবনের উদ্বোধন করেন।

শাহজাহানের হস্তান্তর নিয়ে টানাপড়েন

কলকাতা, ৬ মার্চ (হি.স.) : মঙ্গলবার হাই কোর্টের নির্দেশ ছিল, বিকেল সাড়ে ৪টার মধ্যে শাহজাহানকে সিআইডি-র হেফাজত থেকে সিবিআইয়ের হাতে তুলে দিতে হবে। কিন্তু সেই হস্তান্তর হয়নি। বুধবারও চলছে টানাপড়েন।

তৃণমূলের বহিষ্কৃত নেতা শাহজাহান শেখকে সিবিআইয়ের হাতেই তুলে দিতে হবে। কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশই জারি রাখল সুপ্রিম কোর্ট। বুধবার বিচারপতি সঞ্জীব খন্নার বেঞ্চ জানিয়ে দেয় চাইলে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে যেতে পারে রাজ্য।

মঙ্গলবার বিকেলে শাহজাহানকে হেফাজতে নিতে ভবানী ভবনে পৌঁছে যান সিবিআইয়ের আধিকারিকেরা। তদন্তের কাগজপত্রও তাঁদের হাতে নেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শাহজাহানকে না-নিয়েই ভবানী ভবন ছাড়তে হয় তাঁদের। সিআইডি যুক্তি দেয় যেহেতু রাজ্য সরকার হাই কোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সর্বোচ্চ আদালতে গিয়েছে, তাই মামলাটি বিচারাধীন।অন্যদিকে, মঙ্গলবার রাজ্য সরকারের তরফে আইনজীবী অভিষেক মনুসিঙ্ঘভি শীর্ষ আদালতে জরুরি শুনানির আবেদন জানালে তা খারিজ হয়ে যায়। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সঞ্জীব খন্না বলেন, রাজ্যের আইনজীবীরা যেন প্রধান বিচারপতির এজলাসে গিয়ে নথি জমা দেন। তার পর প্রধান বিচারপতির কাছে হাই কোর্টের রায়ের প্রতিলিপি এবং তার বিরুদ্ধে রাজ্যের আবেদন জমা দেওয়া হয়। বুধবার সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য জানায় এবার নিয়ম মেনে লিখিত ভাবে মামলা করা হয়েছে। কিন্তু শীর্ষ আদালত জানায় এই রকমের আবেদনের জন্য প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের কাছেই যেতে হবে।

অন্যদিকে, আদালতের নির্দেশকে অমান্য করার অভিযোগ নিয়ে আবার হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে ইডি। তাদের দাবি, আদালতের নির্দেশ মেনে শাহজাহানকে হেফাজতে নিতে গিয়ে খালি হাতে ফিরতে হয়েছে কেন্দ্রীয় সংস্থাকে। জরুরি ভিত্তিতে ওই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

চিত্র সাংবাদিক তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়াত

কলকাতা, ৬ মার্চ (হি. স.) : প্রয়াত হলেন স্বনামধন্য চিত্র সাংবাদিক তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। বর্ষীয়ান মানুষটির প্রয়াণে শোকস্তব্ধ বাংলার সাংস্কৃতিক মহল ও সাংবাদিক জগৎ।আনন্দবাজার পত্রিকার দীর্ঘকালের আলোকচিত্রী ছিলেন তিনি। এই সংস্থার সঙ্গে তাঁর ছিল আত্মিক যোগ। অবসরের পর পত্রিকার 'র সাপ্তাহিক ক্রোড়পত্র 'রোববার'-এর বিভিন্ন সংখ্যায় তাঁর তোলা নানা ছবি ছিল সম্পদ বিশেষ।দীর্ঘদিনের সাংবাদিক জীবনে কত শত মণিমুক্তো যে তিনি নির্মাণ করেছেন তাঁর লেন্সের সুচারু প্রয়োগে! উদাহরণ হিসেবে কত ছবির কথাই বলা যায়। কালো পিচরাস্তায় শুয়ে থাকা মৃণাল সেনের যে বিখ্যাত ছবি, তা তুলেছিলেন তিনি। আবার চলন্ত স্কুটার থেকে হাজরা মোড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরে হওয়া হামলার ছবিও সাংবাদিক হিসেবে তাঁর কর্মদক্ষতারই আর এক অন্যতর উদাহরণ।

জিম করবেট অভয়ারণ্যের গভীরে টাইগার সাফারি বন্ধের নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ (হি. স.): জিম করবেট অভয়ারণ্যের গভীরে নিষিদ্ধ করা হল টাইগার সাফারি। নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। পাশাপাশি জিম করবেট অভয়ারণ্যে বেআইনি নির্মাণ ও জঙ্গল কেটে ফেলা নিয়ে শীর্ষ আদালতের তোপের মুখেও পড়তে হয়েছে উত্তরাখণ্ডের বিগত সরকার তথা কংগ্রেস নেতৃত্বকে।

অভয়ারণ্যে যেভাবে অবৈধ নির্মাণ করা হয়েছে এবং গাছ কেটে ফেলা হয়েছে তার তীব্র সমালোচনা করে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, বেআইনি নির্মাণ ও গাছ কেটে ফেলার ফলে জঙ্গলের প্রাণীদের ক্ষতি হচ্ছে। শীর্ষ আদালত জানায়, জনসাধারণের বিশ্বাসকে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। সিবিআইকে এবিষয়ে আগামী তিন মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ রিপোর্ট জমা দিতে বলেছে সুপ্রিম কোর্ট। প্রাণীদের সুরক্ষার বিষয়ে কী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বন আধিকারিকদের তা জানানোর নির্দেশও দেয় শীর্ষ আদালত।

সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধায়নে প্রশিক্ষণ নেবে পাক ক্রিকেটাররা

ইসলামাবাদ, ৬ মার্চ (হি.স.) : এবার থেকে ক্রিকেটারদের ফিটনেস বাড়াতে পাকিস্তানের ক্রিকেটাররা সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধায়নে প্রশিক্ষণ নেবে। ক্রিকেটারদের জন্য এমনটাই ব্যবস্থা করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। জানিয়েছেন পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভী।

পাকিস্তানে চলছে ঘরোয়া টুর্নামেন্ট পিএসএল। এই টুর্নামেন্টটি চলবে ১৮ মার্চ পর্যন্ত। এরপর এক সপ্তাহ বিশ্রামের পর বাবর আজম, মোহাম্মদ রিজওয়ানরা ২৫ মার্চ থেকে এই প্রশিক্ষণে যোগ দেবে বগলে জানা গেছে। সেনাবাহিনী ক্যাম্পেই প্রশিক্ষণ নেবেন বাবর-রিজওয়ানরা। এপ্রিল মাসের ৮ তারিখ পর্যন্ত এই প্রশিক্ষণ চলবে। আগামী বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে পিসিবি।

আইএসএলে ইস্টবেঙ্গলের প্রতিপক্ষ গোয়া, জেতাই লক্ষ্য লাল-হলুদের

কলকাতা, ৬ মার্চ (হি.স.) : ইন্ডিয়ান সুপার লিগে (আইএসএলে) গোয়ার মাঠে বুধবার ইস্টবেঙ্গলের প্রতিপক্ষ এফসি গোয়া। মরসুমের শুরুটা দুর্দান্ত হলেও গত পাঁচ ম্যাচে জয় নেই ইস্টবেঙ্গলের। আজ গোয়ার বিরুদ্ধে তাদের ঘরের মাঠে খেলতে হবে। সুতরাং তাদের হারানো খুবই কঠিন কাজ। আর এই লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে কঠিন কাজটাই করতে হবে তাদের।

তবে ইস্টবেঙ্গল যদি গোয়ার মাঠে আজ জিততে পারে তাহলে ইস্টবেঙ্গলের দুটো লক্ষ্য পূরণ হবে। এক, রবিবার রয়েছে ডার্বি ম্যাচ। ডার্বির আগে এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে ফুল পয়েন্ট নিতে পারলে ইস্টবেঙ্গল মনোবল বাড়িয়ে নিতে পারবে। আর লিগ টেবিলে ৬ নম্বরে রয়েছে বেঙ্গালুরু এফসি। যদি আজ এফসি গোয়াকে হারায় তাহলে বেঙ্গালুরুর সঙ্গে পয়েন্ট সমান হবে। গোলপার্থক্যে ৬ নম্বরে জায়গা করে নেবে ইস্টবেঙ্গল।

মধ্যপ্রদেশকে হারিয়ে রঞ্জির ফাইনালে বিদর্ভ

বিদর্ভ, ৬ মার্চ (হি.স.) : রঞ্জি ট্রফির সেমিফাইনালে মধ্যপ্রদেশকে হারিয়ে ফাইনালে উঠল বিদর্ভ। প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থেকেও হারতে হল মধ্যপ্রদেশকে। বুধবার সেমিফাইনালে মধ্যপ্রদেশকে ৬২ রানে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে বিদর্ভ। ফাইনালে এবার তাদের সামনে মুম্বই।

এদিন রঞ্জির সেমিফাইনালে মধ্যপ্রদেশের জয়ের জন্য দরকার ছিল ৯৩ রান। আর বিদর্ভকে নিতে হতো ৪ উইকেট।

WALK-IN-INTERVIEW

In pursuance of the Memo No. F.1(1-21)-ICDS/SWE/2023/7778(66), Dated, Agartala, the 02/03/2024 a WALK-IN- INTERVIEW will be held for filling up of new / vacant posts of Aanganwadi Workers and Anganwadi Helpers in 6 (Six) Nos. Aanganwadi Centres as per list specified below on purely temporary "No-Work-No-Honorarium" basis under the office of the Child Development Project Officer, Padmabil ICDS Project, Khowai, Tripura. The interested candidates who fulfill the eligibility criteria may apply along with filled up bio-data in prescribed format (available in the office of the undersigned) and all necessary documents (self attested Xerox copy of age proof, Proof of Marriage or widow, certificate of educational qualification, PRTC/Citizenship certificate, proof of Ordinary residence (ROR), two copies of recent passport size colour photographs etc.) to the office of the CDPO, Padmabil ICDS Project as per schedule mentioned below:

List of Vacnat AMC :

Sl. No	Name of Block	Name of GP/VC & Ward No.	Name of AWC	No. of Post Anganwadi Worker. (AWW)	No. of Post Anganwadi Helper.(AWH)
1	2	3	5	6	7
1	Padmabil RD Block	Ratanpur ADC Village	Natun Chhan Bari AWC	1(One)	
2	Padmabil RD Block	Ratanpur ADC Village	Dafedar Para AWC		1(One)
2	Padmabil RD Block	Paschim Belcherra ADC Village	Debendra Chow Para AWC	1(One)	
3	Padmabil RD Block	Ramdayalbari ADC Village	Gangrai Hour AWC		1(One)
4	Padmabil RD Block	Ramdayalbari ADC Village	Mupray Bari AWC		1(One)
5	Padmabil RD Block	Uttar Padmabil ADC Village	Mandwi Kubai AWC		1(One)
			Total	2 (Two) Nos.	4 (Four) Nos.

Eligibility Criteria:-
1. Educational Qualification: For Anganwadi Worker minimum qualification shall be Madhyamik Passed and for
Anganwadi Helper minimum qualification shall be Class-VIII passed.
2. Age Limit:- 18-45 years as on 06/03/2024 and upper age relaxation up to 5 years is applicable for SC/ST/ Divyangjan
(Differently able) candidates.
3. The applicants must be the normal resident of the village/Habitation/Ward where the Anganwadi Centre is located and
belongs to the feeder villages/wards of Anganwadi area.
4. Marital Status: Candidate must be Married or Widow (Same for both posts).
5. Procedure for selection: Walk-in-interview.
6. Honorarium: Rs. 4500/-(Rupees four thousand five hundred) only for Anganwadi Worker per month and Rs. 2250/- (Rupees two thousand two hundred fifty) only for Anganwadi Helper per month along with ADA as declared time to time by the state govt.
7. Application will be received from 07/03/2024 to 14/03/2024 except holidays from 11.00 a.m to 4.00 p.m.
3. Incomplete application or application without required document shall be immediately rejected.
9. Last date of submission of application is 14/03/2024 up to 4.00 p.m.
10. Date of interview will be 16/03/2024 at 11.00 a.m. Any other notification will not be issued by the undersigned in this
regard. Applicants are requested to bring their original documents during interview.
11. No TA/DA is admissible for appearing the interview.

NB: In any unavoidable circumstances the whole recruitment / interview process may be postponed / cancelled without showing any reason. The authority has the right to make any changes in the advertisement if required. For further details please visit the Office of the CDPO, Padmabil ICDS Project on all working days.

ICA/D/1908/24

Child Development Project Officer
Padmabil ICDS Project , Khowai, Tripura.

খেলো ইন্ডিয়া পদক বিজয়ীরা সরকারি চাকরির জন্য যোগ্য

আমাদের ক্রীড়াবিদদের সহয়াতার জন্য সংশোধিত নিয়মাবলী ভারতকে ক্রীড়া ক্ষেত্রে একটি মহাশক্তি হিসাবে গড়ে তুলতে বড় পদক্ষেপ নেবে : অনুরাগ সিং ঠাকুর

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ, ২০২৪ ।। কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রকের সহযোগিতায় ভারত সরকারের কর্মীবর্গ ও প্রশিক্ষণ বিভাগ (ডিওপিটি) ক্রীড়াবিদদের নিয়োগ, পদোন্নতি এবং উতাহ প্রদানে ক্রীড়া নীতিতে ব্যাপক সংস্কার এনেছে। ক্রীড়াবিদদের জন্য স্বচ্ছতা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উতাহ প্রদানের লক্ষে সংস্কার করা এই নির্দেশিকাগুলি গত ৪ মার্চ একটি স্মারকলিপিতে প্রকাশিত হয়েছে ঊ কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর ঘোষণা করেছেন যে, এর ফলে এবার থেকে খেলো ইন্ডিয়ার পদকজয়ী ক্রীড়াবিদরা সরকারি চাকরির জন্য যোগ্য হবেন।

তিনি বলেন, ' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশে একটি শক্তিশালী ক্রীড়া বাস্তুতন্ত্র গড়ে তোলার যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছেন , সেই অনুসারে, তৃণমূল স্তর থেকে প্রতিভাধরদের তুলে আনা এবং খেলাধুলাকে ক্যারিয়ারের একটি আকর্ষনীয় এবং কার্যকর বিকল্প হিসাবে পরিণত করার লক্ষ্য নিয়েই , খেলো ইন্ডিয়া অ্যাথলিটরা এখন থেকে সরকারি চাকরির জন্য আবেদনের যোগ্য হবেন'। ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন, 'আমি এই ঘোষণা করতে পেরে আনন্দিত যে কর্মীবর্গ ও প্রশিক্ষণ বিভাগ (ডিওপিটি) ইন্ডিয়াস্পোর্টসের সাথে পরামর্শ করে সরকারি চাকরি প্রার্থী ক্রীড়াবিদদের যোগ্যতার মানদণ্ডে এক উল্লেখযোগ্য সংশোধন করেছে!'

যুগান্তকারী এই পদক্ষেপটি এখন খেলো ইন্ডিয়া গেমস - যুব, বিশ্ববিদ্যালয়, প্যারা এবং শীতকালীন গেমসে পদক জয়ীদের সরকারি চাকরির জন্য যোগ্য করে তুলবে ঊ এছাড়া , বিভিন্ন ক্রীড়া ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার জন্য গেমস এবং ইভেন্টগুলিরও স্পষ্টভাবে সংঙ্গা দেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ক্রীড়াবিদদের স্বার্থে এই সংশোধিত নিয়মগুলি ভারতে খেলাধুলার চর্চায় একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি চিহ্নিত করছে নতুন নিয়ম অনুযায়ী, খেলো ইন্ডিয়া ইয়ুথ গেমস (১৮ বছর বা তার বেশি বয়সীদের জন্য), খেলো ইন্ডিয়া উইন্টার গেমস, খেলো ইন্ডিয়া প্যারা গেমস এবং খেলো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি গেমসের মতো ইভেন্টে যারা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন তারা এখন সরকারি চাকরির সুযোগের জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে পারবেন। এছাড়াও, স্কুল গেমস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার যোগ্যতা অর্জনকারীরাও এই জাতীয় পদের জন্য তাদের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারবে।

প্রকাশিত নির্দেশিকাগুলিতে একটি উল্লেখযোগ্য অন্তর্ভুক্তি হ''ল জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক দাবা প্রতিযোগিতার জন্য সুস্পষ্ট মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করা,ঊ দাবায় উতাহীদের জন্য ন্যায়সঙ্গত সুযোগ নিশ্চিত করা। উপরন্তু, যে ব্যক্তিরা আন্তর্জাতিক বা জাতীয় ইভেন্টে দেশ বা কোনও রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করেছেন বা জাতীয় টুর্নামেন্টের জুনিয়র পর্যায়ে সাফল্য দেখিয়েছেন, তারা কর্মসংস্থানের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য ক্রীড়াক্ষেত্রে কৃতিত্বের উপর ভিত্তি করে একটি কাঠামোগত শ্রেণিবিন্যাসকে অনুসরণ করা হবে।

ক্রীড়াবিদদের যোগ্যতা যাচাই করে শংসাপত্র দেওয়ার ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংস্থাগুলির রোস্টার সংশোধন করা হয়েছে যাতে , নিয়োগের জন্য ক্রীড়াবিদদের সুযোগ সুবিধা পাওয়ার প্রক্রিয়াটি সহজতর হয় ঊ এখন থেকে জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশনের সচিব (আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার জন্য), রাজ্য অ্যাসোসিয়েশনের সচিব (জাতীয় প্রতিযোগিতার জন্য) এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ডিন বা স্পোর্টস অফিসারদের (আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় টুর্নামেন্টের জন্য) এই ধরনের শংসাপত্র দেওয়ার ক্ষমতা থাকবে।

একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপে, খেলো ইন্ডিয়া গেমসকে জাতীয় তাৎপর্যপূর্ণ ইভেন্ট হিসাবে স্বীকৃত দেওয়া হয়েছে, ঊ এর ফলে , খেল ইন্ডিয়া অন্যান্য উল্লেখযোগ্য টুর্নামেন্ট এবং প্রতিযোগিতার এক সারিতে যোগ দিল।

মোদীর সভায় আসার পথে বাধা পেয়ে ক্ষুব্ধ সন্দেশখালির মহিলারা

উত্তর ২৪ পরগনা, ৬ মার্চ (হি.স.) : বারাসতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভায় আসার পথে বাধা পেয়ে ক্ষুব্ধ সন্দেশখালির মহিলাদের একাংশ। সূত্রের খবর, বুধবার মোদীর সভাস্থল ছেড়ে যাওয়ার পর এসে পৌঁছোন তাঁরা। মঞ্চের পিছনে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন মহিলারা। বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয় মঞ্চের পিছনে।

সন্দেশখালি নিয়ে বারাসতের মঞ্চ থেকে মুখ খুলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পূর্বাভাস দিয়েছেন 'ঝড় ওঠার' আর 'নারী শক্তি জাগরণে'র। বারাসতের সভাতেই উপস্থিত ছিলেন সন্দেশখালির একদল মহিলা। আর সভা শেষ হতেই মঞ্চের পিছনে সন্দেশখালির ৫ মহিলার সঙ্গে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ছিলেন বিজেপি নেতা বিকাশ সিংহ।

সন্দেশখালির পথে আটকে পড়া মহিলাদের অভিযোগ, তাঁরা বাসে করে বারাসতের সভায় যোগ দিতে আসছিলেন। মাঝপথে তাঁদের বাস আটকে দেওয়া হয়েছে। রাস্তায় রাস্তায় তাঁদের বাস আটকে দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁরা দেখা করতে পারেননি।

অভিযোগ, পুলিশই বারাসতের ডাক বাংলো মোড়ে বাস আটকে দেয়। প্রধানমন্ত্রী যখন সন্দেশখালি নিয়ে ভাষণ রাখছিলেন, তখন তাঁদের বাস ছিল বারাসত ডাকবাংলো মোড়ে। পুলিশকে বারবার বলা সত্ত্বেও বাস আটকে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

াঁদের মধ্যে ছিলেন সন্দেশখালির এক স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রধানও। সেই মহিলা বলেন, ''প্রধানমন্ত্রী আমাদের আসতে বলেছিলেন। কথা বলতেন। আমাদের তিন জনকে আটকে দেওয়া হয়। হাতিশালার ওখানে আটকে দেওয়া হয়। বারবার আমাদের তল্লাশি করছিল পুলিশ।''

আর এক মহিলা বলেন, "আমরা যেহেতু আন্দোলনকারী, তাই আমরা যাতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে পৌঁছতে না পারি, তাই আটকে দেওয়া হয়েছিল।" এদিন আবারও সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়কে সন্দেশখালির মহিলারা বলেন, 'দিদি আমরা মোদীজীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

কিশনগঞ্জে বিধায়কের ভাইপোকে গুলি করে হত্যা , ধৃত দুষ্কৃতী

কিশনগঞ্জ, ৬ মার্চ (হি.স.) : বিহারের কাটিহারের সদর থানা এলাকার সংগ্রাম চকের কাছে বিধায়কের ভাইপোকে গুলি করে হত্যা করল দুষ্কৃতী। বুধবার সকালে এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে। নিহত যুবকের নাম নীরজ পাসওয়ান। তিনি কোরা বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক কবিতা পাসওয়ানের ভাইপো। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই অস্ত্রসহ গ্রেফতার করেছে এক দুষ্কৃতীকে। এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

জানা গিয়েছে, এদিন সকালে দুষ্কৃতীরা খুব কাছ থেকে বিধায়কের ভাইপো নীরজ পাসওয়ানকে গুলি করে। গুলি লাগে নীরজের মুখে। এরপরই ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। স্থানীয়রা গুরুতর জখম অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে নীরজকে মৃত বলে ঘোষণা করে চিকিৎসক। এই ঘটনার পরই কাটিহার থেকে বেরোনোর সবকয়টি রাস্তায় নাকা চেকিং বসিয়ে দেয় পুলিশ। সেই সঙ্গে আততায়ীদের ধরতে শুরু হয়ে পুলিশের চিরুনি তল্লাশি। এরপরই পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যায় এক দুষ্কৃতী। বাকিরা এখনও পলাতক। তাদের খোঁজেও জারি রয়েছে তল্লাশি।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত যুবকের নাম অলোক প্রধান। বাড়ি ওড়িশায়। তাঁর হেপাজত থেকে উদ্ধার হয়েছে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্রটি সহ চারটি পিস্তল। ও কয়েক রাউন্ড কার্তুজ। পুলিশের অনুমান পুরোনো কোনও শত্রুতা থেকে এই হত্যার ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। ধৃত যুবক শার্প শুটার। তাকে সম্ভবত ভাড়া করে আনা হয়েছিল নীরজকে হত্যা করতে। ধৃতের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় একাধিক দুষ্কৃতীমূলক কর্মকাণ্ডের অভিযোগ রয়েছে। সম্প্রতি সে কাটিহারের জেল থেকে জামিনে মুক্তি পেয়েছে।

ন্যায়যাত্রায় 'উসকানিমূলক মন্তব্য', অধীরের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য মামলা পুলিশের

কলকাতা, ৬ মার্চ (হি.স.) : রাহুল গান্ধীর ন্যায়যাত্রায় উসকানিমূলক মন্তব্যের অভিযোগ উঠল প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর বিরুদ্ধে। যার জেরে অধীরবাবুর বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা করল রাজ্য পুলিশ। কংগ্রেস নেতাকে নোটিশও পাঠানো হয়েছে।

এর বিরুদ্ধে বুধবার পালটা কলকাতা হাই কোর্টে মামলা করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছে আদালত। বৃহস্পতিবার বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর এজলাসে মামলার শুনানি।

৩১ জানুয়ারি মালদহের হরিশচন্দ্রপুরে ঢোকে ন্যায়যাত্রা। সেখানে রাহুল গান্ধীর সঙ্গে ছিলেন অধীর চৌধুরী। সেখানে ভিড়ের চাপে গাড়ির কাঁচ ভেঙে যায়। পুলিশের দাবি, সেই সময় অধীরবাবু এমন কিছু উসকানিমূলক মন্তব্য করেন যাতে উত্তেজিত হয়ে পড়েন কংগ্রেস সমর্থকরা। বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন পুলিশকর্তারা।

এই প্রেক্ষিতে অধীরবাবুর বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা দায়ের হয়। তাঁকে ৪১-এ ধারায় নোটিশ জারি করে তলব করে পুলিশ। এর বিরুদ্ধেই হাই কোর্টে গেলেন তিনি।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

রক্তচাপ স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে কলা

সকালের জলখাবারে টোস্ট, দুধ-কর্নফ্লেক্স, পরিজের সঙ্গে কলা খাওয়ার চল রয়েছে অনেক বাড়িতেই। তবে তরুণ প্রজন্ম মনে করেন, কলা খেলেই না কি ওজন বেড়ে যায়। তাই এই ফলের থেকে দূরত্ব বজায় রাখতেই পছন্দ করেন অনেকে। তবে কলায় যে ক্যালোরির পরিমাণ অনেকটা বেশি, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তাই নিয়ন্ত্রণের বাইরে গিয়ে এই ফল খেলে ওজন বাড়তে পারে।

আবার যাঁদের ডায়াবিটিস রয়েছে তাঁদের জন্যেও এই ফল ভাল নয়। তবে পুষ্টিবিদেরা বলছেন, সাধারণেরা রোজ একটি করে কলা খেলে খুব একটা ক্ষতি হবে না বরং উপকারই হবে। কলা খেলে কী রকম উপকার হবে?

১) পটাশিয়ামের উত

রক্তচাপ স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে কলা। কারণ, এই ফলের মধ্যে রয়েছে পটাশিয়াম। হার্ট ভাল রাখতে এবং পেশি মজবুত রাখতে এই খনিজের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

২) হজমে সহায়ক

এই ফলে থাকে প্রচুর পরিমাণ ফাইবার। বিজ্ঞানীদের মতে, ২৫ গ্রাম মতো ফাইবার খেলে হৃদ্রোগের আশঙ্কা এক ধাক্কায় ৪০ শতাংশ কমে যায়। ফলে কলা খেলে হৃদ্রোগের ঝুঁকিও কমবে।

৩) শক্তি জোগায়

কায়িক পরিশ্রমের কাজ করলে শক্তি প্রয়োজন। ততণাতশক্তির জোগান দিতে অস্বাস্থ্যকর খাবার না খেয়ে কলা উপর ভরসা রাখতে পারেন। এই ফলের মধ্যে রয়েছে প্রাকৃতিক শর্করা, কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট এবং বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন। শরীরচর্চা করার আগে কিংবা পরেও কলা খাওয়া যেতে পারে।

৪) পেশি মজবুত করে

দুর্বল পেশি, পেশিতে ব্যথা কিংবা টান লাগার সমস্যায় দারুণ কাজ করে কলা। কলার মধ্যে রয়েছে পটাশিয়াম। এই খনিজটি পেশি মজবুত রাখতে সাহায্য করে।

৫) হাড়ের জন্য ভাল

কম বয়স থেকেই হাড়ের যত্ন নিতে হয়। না হলে দেহের কাঠামোটিই নড়বড়ে হয়ে পড়ে। হাড়ের যত্নে ক্যালশিয়ামের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। কলা এই খনিজ শোষণ করতে সাহায্য করে। যা পরবর্তী কালে অস্টিয়োপোরোসিসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কমায়।

দুধ মুগ পটলের সুপারহিট রেসিপি

পটলের মরশুম সবে শুরু হয়েছে। অনেকেই কিন্তু পাতে পটল দেখলে মুখ বেঁকান! কিন্তু মুগ ডালে ফেলে পটল দুধ দিয়ে রাঁধলে, সেই রেসিপি চেটেপুটে যে সাফ হবে, তা বাজি রেখে বলা যায়। তাহলে ঝটপট জেনে নিন দুধ মুগ পটলের রেসিপি।

উপকরণ-

পটল- ৩-৪টি

সোনা মুগ ডাল- ১ কাপ

দুধ- ১ কাপ

ঘি- ২ চামচ

গোটা জিরে- ১/২ চামচ

শুকনো লঙ্কা- ২টি

আদাবাটা- ১ চা-চামচ

জিরেবাটা- ১ চা-চামচ

কাঁচালঙ্কা- ২টি

নুন, চিনি- আন্দাজমতো

প্রণালী-

প্রথমে পটলের খোসা ছাড়িয়ে লম্বা দু'ভাগ করে কেটে হালকা সাঁতলে রাখুন। সোনা মুগ ডাল শুকনো খোলায় ভেজে নিন। এবার প্রেশার কুকারে ডাল, সামান্য নুন এবং পরিমাণমতো জল দিয়ে অর্ধেক সেদ্ধ করে নিন। এবার ঢাকনা খুলে তারমধ্যে পটল দিয়ে ডাল পুরো সেদ্ধ করুন। এবার আসল কেরামতি! কড়াতে ঘি গরম করে গোটা জিরে এবং শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিন। এতে আদা ও জিরে বাটা দিয়ে ভালো করে কষান। এবার সেদ্ধ করা মুগ ডাল ও পটল, স্বাদমতো নুন, চিনি এবং দুধ কড়ায় দিয়ে মিনিট পাঁচেক ঢাকনা বন্ধ করে ফোটান। ডাল ঘন হয়ে গেলে ওপর থেকে ঘি ছড়িয়ে কিছুক্ষণ চাপা দিয়ে রেখে আঁচ থেকে নামিয়ে নিন। গরম ভাতে পরিবেশন করুন। এর সঙ্গে একটু গন্ধরাজ লেবু। আহা!

পুরুষদের তুলনায় মহিলারাই বেশি মাইগ্রেনের সমস্যায় হয়

মাইগ্রেন হলেই মাথা যন্ত্রণা হয়। তবে, সব ধরনের মাথা যন্ত্রণা কিন্তু মাইগ্রেন নয়। মাইগ্রেনের যন্ত্রণা সাধারণত মাথার এক পাশ থেকে শুরু করে কোনও চোখ এবং ঘাড় পর্যন্ত ছড়িয়ে যেতে পারে। সঙ্গে বমি বমি ভাব, চড়া আলো বা শব্দ সহ্য করতে না পারার মতো লক্ষণও দেখা যায় কারও কারও ক্ষেত্রে। পরিবারের কারও এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার ইতিহাস থাকলে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যেও তা সঞ্চারিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

তবে চিকিতকেরা বলছেন, পুরুষদের তুলনায় মহিলাদেরই "মাথাব্যথা" বেশি। শুধু তাই নয়, মাইগ্রেনের সঙ্গে যোগ রয়েছে ঋতুচক্রেরও।

পুরুষদের তুলনায় মহিলারাই কেন বার বার এই সমস্যায় আক্রান্ত হন?

মাইগ্রেনের সমস্যায় মহিলাদের আক্রান্ত হওয়ার নেপথ্যে রয়েছে বিশেষ কিছু হরমোন এবং জিন। মাইগ্রেনের সমস্যায় হরমোন এবং জিন কী ভাবে প্রভাব ফেলে, তা নিয়ে একাধিক গবেষণা রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, মাইগ্রেনের যন্ত্রণার মূলচক্রী হল ইস্ট্রোজেন। এই হরমোনটি স্নায়ু এবং মস্তিষ্কের জটিল সমস্ত ক্রিয়াকলাপে অংশ নেওয়া রাসায়নিকের উপর প্রভাব ফেলে। সেখান থেকেই মাইগ্রেনের যন্ত্রণার সূত্রপাত। বিজ্ঞানীরা বলছেন, বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছনোর আগে পর্যন্ত মেয়েদের এই সংক্রান্ত সমস্যা খুব একটা প্রকট না হলেও ঋতুস্রাব শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাইগ্রেন নিজের ছাপ ফেলতে শুরু করে। প্রথম বার ঋতুস্রাব হওয়ার সময়ে অনেকেই মাইগ্রেনে আক্রান্ত হন। শুধু তা-ই নয়, যত দিন পর্যন্ত মেয়েরা ঋতুমতী থাকেন এবং তাঁদের সন্তানধারণের ক্ষমতা থাকে, তত দিন পর্যন্ত মাইগ্রেনের

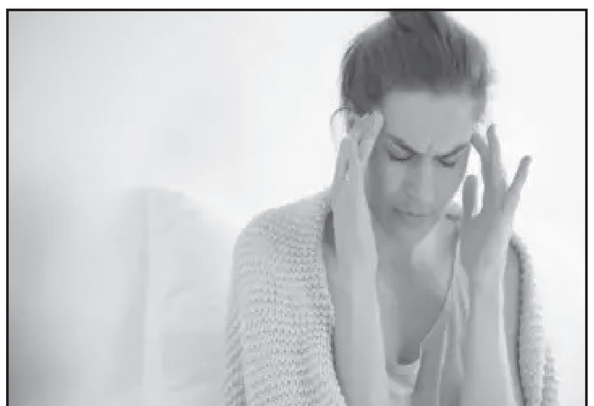

সমস্যা পিছু ছাড়ে না। ২০১৯ সালে গ্লোবাল বার্ডেন অফ ডিজিজ স্টাডিতে বলা হয়েছে, ১৮ থেকে ৪৯ বছর বয়সি মহিলাদের মাইগ্রেনে আক্রান্ত হওয়ার ইতিহাস বেশি।

এই সমস্যার চিকিৎসা কি আদৌ সম্ভব?

মাইগ্রেন হলে অনেকেই যন্ত্রণা প্রশমনের ওষুধ খান। এই ধরনের ওষুধে সাময়িক আরাম মিলতে পারে। তবে, মাইগ্রেনের চিকিৎসার একমাত্র উপায় ওষুধ নয়। তাড়াতাড়ি রোগ নিরাময় করতে গেলে প্রথমেই যন্ত্রণার উত খুঁজে বার করা প্রয়োজন। প্রচণ্ড রোদ লাগলে, ঘুম কম হলে কিংবা অতিরিক্ত মানসিক চাপ থেকেও মাইগ্রেন হতে পারে। তাই কী কারণে মাথা যন্ত্রণা হচ্ছে তা বুঝে, সেই অনুযায়ী চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

গোলাপি মসৃণ ঠোঁট সকলেই চান

গোলাপি মসৃণ ঠোঁট সকলেই চান। তবে নিয়মিত সিগারেট খাওয়ার কারণে অনেকেরই ঠোঁটের কোণে দেখা দেয় কালচে দাগ। কারও বা কালো ছোপ তৈরি হয় ঠোঁটের ঠিক নীচের অংশে। হালকা রঙের লিপস্টিক পড়লে সেই দাগ যেন প্রকট হয়ে ওঠে। কেবল মেয়েরাই নন, পুরুষদেরও একই সমস্যায় ভুগতে হয়। ঠোঁটের দাগ থেকে মুক্তি কি আদৌ সম্ভব? মেকআপ দিয়ে না ঢেকেও ঠোঁটের কালচে ছোপ দূর করা যায়, কী ভাবে করবেন, রইল তার হদিস। ১) বাড়িতে পাতিলেবু আসেই। দু'টি টুকরো নিজের জন্য আলাদা করে কেটে রেখে দিন। সকাল ও সন্ধ্যায় দু'বার সেই লেবু ভাল ভাবে ঠোঁটে ঘষুন। ২) এই মুশকিলে কাজে আসে মধুও। এক চা চামচ মধুতে খানিকটা চিনি মিশিয়ে নিন। তার পর সেই মিশ্রণ ভাল ভাবে তা ঠোঁটে লাগান। ঘণ্টা খানেক রেখে ঠোঁট ধুয়ে ফেলুন। ৩) ত্বকের যত্নে হলুদের মতো কাজের জিনিস কমই হয়। এক চামচ হলুদের সঙ্গে এক চামচ দুধ মিশিয়ে নিন। সেই মিশ্রণটি ভাল ভাবে ঠোঁটে লাগান। কিছু ক্ষণ রেখে ধুয়ে নিন। ৪) রোজ রাতে ঘুমনোর আগে ঠোঁটে ভাল ভাবে অ্যালো ভেরা জেল লাগিয়ে নেওয়া যায়। সারা রাত তা সে ভাবেই রেখে দিতে হবে। ৫) এমন ক্ষেত্রে নারকেল তেলেরও গুণ কিছু কম নয়। নিয়মিত নারকেল তেল ব্যবহার করলে কালচে দাগ গায়েব হবে কিছু দিনেই।

আখের রস কি সকলের জন্য নিরাপদ?

মেট্রো স্টেশন থেকে বেরিয়েই এক গ্লাস আখের রস খেয়ে অফিসে ঢোকেন। ভাত খাওয়ার পর ফল খাওয়া ভাল। ছুটির দিন ছাড়া নানা ধরনের ফল সাজিয়ে খাওয়ার সময় হয় না। তাই ফলের রসই ভরসা। তবে অন্যান্য ফলের মধ্যে থেকে আলাদা করে আখ বেছে নেওয়ার কারণ তার পুষ্টিগুণ। আবার, গরমকালে পিপাসা মেটাতে শুধু জল বা কৃত্রিম চিনি দেওয়া পানীয়ের চেয়ে ঢের ভাল আখের রস।

কিন্তু প্রতি দিন নিয়ম করে আখের রস খাওয়া কি ভাল? সকলেই কি তা খেতে পারেন?

পুষ্টিবিদেরা বলছেন, বিভিন্ন রকম খনিজ এবং গ্লুকোজে সমৃদ্ধ আখের রস ততণাতশরীরে বল আনতে দারুণ কাজ করে। শুধু পিপাসা মেটানোই নয়, ইলেক্ট্রোলাইটের সমতা বজায় রাখতেও সাহায্য করে এই রস। ফলে ডিহাইড্রেটেড হওয়ার ভয় থাকে না। আখের মধ্যে রয়েছে ফ্রুক্টোজ এবং গ্লুকোজ। এই প্রাকৃতিক শর্করা শরীরের জন্য নিঃসন্দেহে ভাল। পাশাপাশি আখের রসে যে পরিমাণ কার্বোহাইড্রেট রয়েছে, তা অন্য কোনও ফলের রসে নেই। প্রচণ্ড কায়িক পরিশ্রম করলে বা খুব ক্লান্ত লাগলে কৃত্রিম "এনার্জি ড্রিঙ্ক"-এর পরিবর্তে এক গ্লাস আখের রস খাওয়াই যায়।

তবে, স্বাস্থ্যকর এই রস কিন্তু রোজ খাওয়া যায় না। কারণ, কতটা আখের রস প্রয়োজন, তা নির্ভর করবে ওই ব্যক্তির বয়স এবং কায়িক শ্রমের পরিমাণ এবং শারীরিক পরিস্থিতির উপর। যাঁদের ডায়াবিটিস রয়েছে কিংবা রক্তে শর্করার মাত্রা বার বার ওঠা-নামা করে, তাঁদের জন্য আখের রস ভাল নয়। হার্ট কিংবা স্থূলত্বের কোনও সমস্যা থাকলে আখের রস না খাওয়াই ভাল।

ওজন বেড়ে যাওয়া মানেই শরীরে হাজারটা অসুখ

ওজন বেড়ে যাওয়া মানেই শরীরে হাজারটা অসুখ একসঙ্গে বাসা বাঁধতে শুরু করে। ওজন কমাতে কেউ জিমে গিয়ে ভারী শরীরচর্চা করছেন, কেউ আবার কড়া ডায়েট করতে শুরু করেন। অনেকেই আবার ওজন কমাতে সাপ্লিমেন্টের উপরেও ভরসা রাখেন, যা মোটেও স্বাস্থ্যকর উপায় না। রোগা হওয়ার নির্দিষ্ট কিছু রুটিন থাকে। সেগুলি নিয়ম মতো মেনে না চললে রোগা হওয়ার বাসনা অধরা থেকে যেতে পারে। পুষ্টিবিদরা বলেন, রোগা হওয়ার এই পর্বে খাওয়াদাওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কী খাচ্ছেন এবং কতটা খাচ্ছেন, তার উপর নির্ভর করে কত দ্রুত রোগা হওয়া সম্ভব। রোগা হতে চাইলে সবচেয়ে আগে রাশ টানতে হবে খাওয়াদাওয়ায়। বাইরের প্রক্রিয়াজাত খাবার, ভাজাভুজি, মিষ্টি ওজন বাড়িয়ে দিতে পারে। তাই এই ধরনের খাবার থেকে দূরে থাকা জরুরি। পুষ্টিবিদরা জানাচ্ছেন, রোগা হতে চাইলে বাদ দিতে হবে সাদা রঙের তিনটি খাবার, ওজন কমাতে চাইলে যেগুলি ডায়েটে ভুলেও রাখা যাবে না। অনেক খাবারই সাদা রঙের। কিন্তু রোগা হওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে কোনগুলি?

সাদা পাউরুটি: সকালের জলখাবার মানেই অনেকে পাউরুটি খেয়ে ফেলেন। কিন্তু আপনি যদি রোগা হওয়ার ডায়েট শুরু করেন, সে ক্ষেত্রে প্রথমেই সাদা পাউরুটি খাওয়া বন্ধ করতে হবে। শুধু পাউরুটি নয়, ময়দার তৈরি যে কোনও খাবার খাওয়া স্বাস্থ্যকর নয়। ময়দাতে ফাইবার, ভিটামিন, খনিজ পদার্থের পরিমাণ বেশি। কিন্তু যখনই বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পাউরুটিতে পরিণত হয়, এর সব স্বাস্থ্যগুণ নষ্ট হয়ে যায়। তাই ওজন কমাতে চাইলে সাদা পাউরুটি এড়িয়ে চলা জরুরি।

সাদা চিনি: ওজন কমানোর পর্বে এমনিতেই চিনির কোনও জায়গা নেই। তা-ও অনেকে ব্রাউন সুগার খান। কিন্তু ভুলেও সাদা চিনি খাবেন না। দীর্ঘ দিন ধরে যে পরিশ্রম করছেন, তা এক লহমায় ধূলিসাতহয়ে যাবে। চিনি যে শুধু ওজন বাড়িয়ে দেয়, তা তো নয়। চিনির কারণে শরীরে হরমোনের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়। মিষ্টি যদি একান্ত খেতেই হয়, তা হলে ম্যাপেল সিরাপ, মধু খেতে পারেন।

সাদা ভাত: সাদা ভাতে স্টার্চের পরিমাণ বেশি। এই স্টার্চ ওজন বাড়িয়ে দিতে সিদ্ধহস্ত। ভাতে ক্যালোরি এবং কার্বোহাইড্রেট ভরপুর পরিমাণে থাকে। তা ছাড়া ভাত খেলেও একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অনুযায়ী খাওয়া জরুরি। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই পরিমাণ মেপে খাওয়া হয় না। শুধু তো ওজন নয়, রক্তে শর্করার মাত্রাও বাড়িয়ে দেয় ভাত। ডায়েটে যদি ভাত রাখতেই হয়, ব্রাউন রাইস খান। সাদা ভাত নয়।

কী ভাবে ডিম খেলে শরীরে লাগবে গত্তি?

শরীরে প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করতে রোজ একটি করে ডিম খাওয়ার পরামর্শ দেন পুষ্টিবিদেরা। কারণ, ডিমের মধ্যে থাকে কমপ্লিট প্রোটিন। তা ছাড়াও ডিমে রয়েছে নানা রকম ভিটামিন এবং খনিজ। তাই সুষম খাবার হিসাবে ডিম বেশ জনপ্রিয়। সকালের জলখাবারে পাউরুটির সঙ্গে ডিম সেদ্ধ থাকা বাঞ্ছনীয়। তবে সেদ্ধর তো বিভিন্ন ধাপ হয়। কেউ ডিম পুরো সেদ্ধ করে খান। আবার কেউ অর্ধেক। আগে দুধের সঙ্গে কাঁচা ডিম মিশিয়ে খাওয়ারও চল ছিল। কিন্তু ঠিক কী ভাবে ডিম রান্না করে খাওয়া শরীরের জন্য সবচেয়ে ভাল? পুষ্টিবিদেরা বলছেন, ডিম সেদ্ধ করে খাওয়াই সবচেয়ে উপাদেয়। বিভিন্ন গবেষণায় সেই প্রমাণ মিলেছে। আবার অনেক বাড়িতেই ডিমের জল কিংবা তেল পোচ খাওয়ার রেওয়াজ রয়েছে। শরীরচর্চার সঙ্গে যুক্ত যাঁরা, তাঁদের জন্য এই খাবার ভাল। সহজপাচ্যও বটে। তাই সব সময়ে সেদ্ধ ডিম খেতে ইচ্ছে না করলে স্বাদ বদল করতে এক-আধটা দিন পোচ রাখা যেতেই পারে। ইদানীং আবার ডিম বেক করেও খেতে দেখা যায় অনেককে। কিন্তু শরীরের জন্য সেই পদ্ধতি খুব একটা কার্যকর নয় বলেই মনে করেন গবেষকরা। এই পদ্ধতিতে ডিম রান্না করলে তেল বা মাখনের পরিমাণে লাগাম থাকলেও ভিটামিন ডি-র মাত্রা নষ্ট হয়। তাই সাধারণ ভাবে সেদ্ধ করে কিংবা হাল্কা তেলে অল্প ভেজে ডিম খেলে শরীরের অনেক বেশি উপকার হয় বলেই দেখা গিয়েছে গবেষণায়।

চিজ ধোসা, রইল সুস্বাদু রেসিপি

দক্ষিণী পদ হলেও গোটা বিশ্বে ধোসার ফ্যান ফলোয়ার কম নয়! হালকা এই খাবার খেতে যেমন সুস্বাদু, তেমন পেট ঠান্ডা রাখতেও এর জুড়ি মেলা ভার! আর সেই প্রেক্ষিতেই রইল চিজ ধোসার দারুণ একটি রেসিপি।

প্রথমেই জেনে নিন ধোসার ব্যাটারের জন্য কী কী লাগবে?

আধ কাপ ইডলি রাইস

৩/৪ কাপ অরহর ডাল

২ টেবিল চামচ চিড়ে

২ চা চামচ গোটা মেথি

৩/৪ কাপ জল (পরিমাণমতো)— মিক্সিতে পেস্ট করার জন্য

১/২ চা চামচ নুন (আন্দাজমতো)

অন্যান্য উপকরণ

১টি বড় পিঁয়াজ ভাল করে কুচি করা

১টি বড় টমেটো ভাল করে কুচি করা ১/২ কাপ গ্রেটেড মোজারেলা চিজ

ধোসা বানানোর জন্য সাদা তেল

কীভাবে বানাবেন?

বানানোর আগের দিন ইডলি রাইস, অরহর ডাল, গোটা মেথি সব ধুয়ে আলাদা পাত্রে রাখুন। একটা বড় পাত্রে ৫ ঘণ্টা ধরে ইডলি রাইস, মেথি ভিজিয়ে রাখুন। আরেকটা পাত্রে অরহর ডাল ভেজান। আলাদা পাত্রে এবার চিড়ে নিয়ে ৬ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন। এবার এগুলো জল ঝরিয়ে মিক্সিতে পেস্ট করে নিন। যতক্ষণ না ধোসার ব্যাটারের ঘনত্ব ঠিকঠাক হচ্ছে, ততক্ষণ পেস্ট করুন। দেখবেন বেশি জল দিয়ে ফেলবেন না যেন পেস্ট করতে গিয়ে।

এবার একটা বড় পাত্রে সেই মিশ্রণ ঢেলে তাতে নুন দিয়ে আরও ৮ ঘণ্টা রেখে দিন উষ্ণ কোনও জায়গায়। দেখবেন সেই মিশ্রণ পরের দিন ফুলে ফেঁপে উঠেছে। আর টক টক গন্ধ ছাড়ছে। এবার গোটা মিশ্রণটাকে একবার ভাল করে চামচ দিয়ে মিশিয়ে নিন।

এবার তাওয়া ওভেনে বসিয়ে তাতে তেল দিয়ে গরম করুন। আঁচ হালকা থাকবে। তাওয়ায় এক মাঝারি হাতা ধোসার ব্যাটার দিয়ে সার্কুলার মোশনে ঘোরাতে থাকুন। এবার তাতে তেল ছিটিয়ে দিন। দেখবেন তাওয়ার গা থেকে আলগা হচ্ছে ধোসা। এবার ধোসার মধ্যে কুচি করা পিঁয়াজ, টমেটো আর গ্রেট করা চিজ দিয়ে দু পাশ দিয়ে ওমলেটের মতো মুড়ে দিন। গরম ভাপে চিজ গলতে শুরু করলে নামিয়ে নিন। ব্যস, তৈরি রণবীর কাপুরের প্রিয় 'চিজ ধোসা'।

ভিটামিন ই শরীরের নানা উপকার করে

ভিটামিন ই শরীরের নানা উপকার করে। হাড়ের যত্ন নেয়, বন্ধ্যত্বের সমস্যা রোধ করে, বার্ধক্যজনিত সমস্যাও রুখে দিতে পারে এই ভিটামিন ই। ত্বকের ও চুলের যত্নে অনেকেই ভিটামিন ই ক্যাপসুল ভেঙে, কিছুর সঙ্গে মিশিয়ে তা ব্যবহার করে থাকেন। খাবার থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন ই শরীরে না পৌঁছলে ক্যাপসুল খেয়ে থাকেন।

তবে দাওয়াই কিংবা ক্যাপসুলের উপর ভরসা না করেও শরীরে ভিটামিন ই-এর ঘাটতি পূরণ করা যায়। জেনে নিন, কোন কোন আনাজ বা ফল রোজকার ডায়েটে রাখলে শরীরে ভিটামিন ই-এর ঘাটতি হবে না।

চিনেবাদাম: সন্ধ্যাবেলা হালকা খিদে পেলে চপ, শিঙাড়া না খেয়ে বাদাম মাখা কিংবা শুকনো চিনেবাদাম খেতেই পারেন। টুকটাক, অল্প খিদেতে চিনেবাদাম একটি স্বাস্থ্যকর বিকল্প। ভিটামিন ই, ফ্যাটি অ্যাসিডে সমৃদ্ধ এই বাদাম ত্বকের আর্দতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

ব্রকোলি: এখন সারা বছরই বাজারে এই সব্জির দেখা মেলে। আয়রন, ক্যালশিয়াম, ভিটামিন সি, ই এবং পারিয়োটিক ফাইবারে সমৃদ্ধ ব্রকোলি। রোজকার ডায়েটে এই সব্জি রাখা ভীষণ স্বাস্থ্যকর। স্যালাডে কিংবা সব্জি বানিয়ে ব্রকোলি খাওয়া যেতে পারে।

পালং শাক: ত্বকের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে ভিটামিন ই-র ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। পালং শাকে ভিটামিন ই রয়েছে। ভিতর থেকে ত্বককে উজ্জ্বল করে তুলতে সাহায্য করে এই শাক। এ ছাড়া শারীরিক দুর্বলতা কমাতে, দৃষ্টিশক্তি ভাল রাখতে ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে ডায়েটে এই শাক রাখা জরুরি।

অ্যাভোকাডো: ডায়েট মেনে অনেকেই ইদানীং পাউরুটির উপর অ্যাভোকাডো স্প্রেড মাখিয়ে খেতে পছন্দ করেন। ভিটামিন ই-র পাশাপাশি এই ফলে রয়েছে ভিটামিন এ, সি এবং পটাশিয়াম। এই সব উপাদান ত্বকের উপর বয়সের ছাপ পড়তে দেয় না। এ ছাড়া হৃদ্যন্ত্র ভাল রাখতে, স্মৃতিশক্তি সতেজ রাখতে এই ফল নিয়ম করে খেতেই পারেন।

কাঠবাদাম: সকালে উঠে রোজ একমুঠো ভেজানো কাঠবাদাম খাওয়া বেশ স্বাস্থ্যকর। শুধু ভিটামিন ই নয়, কাঠবাদামে প্রোটিন, ফাইবার, পটাশিয়াম এবং ম্যাগনেশিয়ামও রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে। তা ছাড়া, কাঠবাদামের মধ্যে রয়েছে অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট। এই সব উপাদান ত্বকের জন্য ভাল। স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করতে এবং দৃষ্টিশক্তি ভাল রাখতে কাঠবাদামের উপর ভরসা রাখাই যায়।

খুদের স্মৃতিশক্তি খেলার ছলেই বাড়িয়ে ফেলুন

সব বাবা-মাই চান তাঁদের সন্তান মেধাবী ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন হোক। এর জন্য কিন্তু বাবা-মাকে খানিকটা বাড়তি দায়িত্বও নিতে হবে। কেবল খুদের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দিলে চলবে না, তার মগজাস্ত্রেও শান দিতে হবে বইকি। সাধারণত পাঁচ বছর বয়সের মধ্যেই শিশুর মস্তিষ্কের প্রায় সার্বিক গঠন ও বিকাশ সম্পন্ন হয়।

এই বয়সে কিছু সাধারণ পন্থা অবলম্বন করলেই আপনার শিশুর বুদ্ধির বিকাশ দ্রুত হতে পারে।

১) স্মার্টফোনের যুগে শিশুদের মধ্যে বই পড়ার প্রবণতা কমে যাচ্ছে। এই প্রবণতা খুব খারাপ। বই পড়ার অভ্যাস কিন্তু স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর জন্য ভীষণ জরুরি। পড়ার বই ছাড়াও গল্প ও ছড়ার বই পড়ার প্রতি খুদেকে উৎসাহী করে তুলুন। এই উপায়ে তাদের বুদ্ধির বিকাশ হবে। ২) সন্তানের সঙ্গে কথা বলার সময় বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করতে পারেন। অনেক শিশুর মধ্যেই অঙ্গভঙ্গি নকল করার প্রবণতা থাকে। এই উপায়ে শিশুদের স্মৃতিশক্তি ভাল হয় বলেই মত বিশেষজ্ঞদের। ৩) নিজের ছেলেবেলার নানা ঘটনা খুদেদের সঙ্গে গল্পের মতো করে ভাগ করে নিন। তার পরে সেই সব গল্প থেকেই তাদের মজার মজার প্রশ্ন করুন। এতেও তাদের স্মৃতিশক্তি বাড়বে। মেমরি গেম খেলাও শিশুদের বুদ্ধির বিকাশে সহায়ক হতে পারে। এতে শিশুদের একাগ্রতা বাড়ে। এক দিন কোনও গল্প শুনিয়ে পরের দিন সেই গল্প থেকেই প্রশ্ন করে দেখুন, সে মনে রাখতে পারছে কি না। ৪) শিশুর বুদ্ধির বিকাশে সহায়তা করতে পারে গান। ছোটদের মনোযোগ বাড়াতেও গান শেখার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা। পাশাপাশি, বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের চর্চা করাও ভাল। এতে বুদ্ধিও বাড়ে, মনও ভাল থাকে। ৫) অনলাইন গেম নয়, যে খেলায় মগজ খরচ করতে হয়, এমন খেলায় উৎসাহী করে তুলুন তাদের। দাবা, কার্ড গেমের মতো জিনিসে মনোযোগ বাড়বে, বুদ্ধিও তীক্ষ্ণ হবে।

মায়াপুর ইস্কনে শ্রীল প্রভুপাদের দুষ্প্রাপ্য ছবি-পাণ্ডুলিপির প্রদর্শনীতে আগ্রহীদের ভিড়

কলকাতা, ৬ মার্চ, (হি.স.): বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক গুরু, আচার্য ও গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদের জীবন ও তাঁর কর্মকাণ্ড নিয়ে ২০০০ বর্গ মিটার জায়গা জুড়ে বিশ্বের বৃহত্তম প্রদর্শনী চলছে মায়াপুরে ইসকনের 'টেম্পল অফ বৈদিক প্ল্যানেটোরিয়ামে'। প্রদর্শনী দেখতে বাড়ছে আগ্রহীদের ভিড়। সারস্বত বৈষ্ণব সমাজের সহযোগিতায় অতি সম্প্রতি শুরু হওয়া এই প্রদর্শনী চলার কথা ২৯ মে পর্যন্ত। এটি সাজিয়ে তোলা হয়েছে কলকাতার ভক্তিবেদান্ত রিসার্চ সেন্টারের উদ্যোগে।

উল্লেখ্য, ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারে তৎকালীন ভারতে ৬৪টি মঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ভারতের বাইরে ব্রহ্মদেশ, জার্মানী এবং ইংল্যান্ডেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব প্রচার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। এর সুবাদে দেশের বাইরেও কৃষ্ণনাম ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর জন্মের সার্ধ শতবর্ষ উপলক্ষে তাঁকে নিয়ে বিশাল প্রদর্শনী খোলা হয়েছে সর্বসাধারণের জন্য।

প্রভুপাদের পাণ্ডুলিপি, তাঁর লেখা বই, বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত খবরের পাশাপাশি প্রভুপাদের দুষ্প্রাপ্য ছবিও এই প্রদর্শনীতে দেখার সুযোগ থাকছে। গৌড়ীয় ধর্ম প্রচারে তাঁর অবদান এই প্রদর্শনীর মাধ্যমেই তুলে ধরা হয়েছে।

এপর্যন্ত ইসকনে যতগুলি প্রদর্শনী হয়েছে তার মধ্যে এটিই অন্যতম ও সবচেয়ে বড় আকারের বলে মনে করা হচ্ছে।

আধ্যাত্মিক জীবনে ধর্মপ্রচারের জন্য প্রভুপাদ যে পরিব্রাজক হিসাবে ভ্রমন করেছিলেনন তাও তুলে ধরা হয়েছে এই প্রদর্শনীটিতে।

প্রদর্শনীটি সাজিয়ে তুলেছেন বিশিষ্ট শিল্প নির্দেশক যাদব সেন। গবেষণা করেছেন ভক্তিবেদান্ত রিসার্চ সেন্টারের গ্রন্থাগারিক সৌরিশ দাস।

৯৬ টি প্যানেলে ৫০০০ এর বেশি আর্টিকেল এই প্রদর্শনীতে স্থান করে নিয়েছে। টেম্পেল অফ বৈদিক প্ল্যানেটোরিয়াম এর নির্দেশক ব্রজবিলাস দাস প্রভু এই প্রদর্শনীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের নভেম্বরে ইউনেস্কো শ্রীমৎ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদের মতো দার্শনিক, সমাজ সংস্কারক ও বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক মহাপুরুষের ১৫০ তম জন্মবার্ষিকীকে তাদের বার্ষিকী উদযাপনের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। মূলত ইস্কন মন্দিরের জন্য মায়াপুরে সারা বছর পুণ্যার্থী থেকে সাধারণ পর্যটকের অভাব হয় না। এই প্রদর্শনী চলাকালীন মন্দিরের পাশাপাশি মায়াপুরেও পর্যটকের সংখ্যা বাড়ছে বলে অনুমান।

নিয়োগ 'দুর্নীতি' মামলায় সিবিআই দফতরে হাজিরা কেষ্ট-ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী মলয়

কলকাতা, ৬ মার্চ (হি.স.) : প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অনুব্রত মণ্ডল ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী মলয় পিটকে জেরা করার জন্য তলব করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এর আগেও একাধিক বার বোলপুরের বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের কর্ণধার মলয়কে ডাকা হলেও তিনি হাজিরা এড়িয়ে গিয়েছেন।

অতীতে গরু পাচার মামলাতেও নাম জড়িয়েছিল মলয়ের। সেই মামলার তদন্তে সিবিআই তাঁকে ডেকে জেরা করেছিল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়ী মলয় অনুব্রত মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ হিসাবেই পরিচিত। বর্তমানে বীরভূমের জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত তিহাড় জেলে বন্দি রয়েছেন। তাঁর সঙ্গে মলয়ের ঘনিষ্ঠতার কথা অজানা নয়।

বুধবার সকাল ১১টার নাগাদ নিজাম প্যালেসে আসেন মলয়। সিবিআই সূত্রে খবর, মলয় একাধিক বিএড কলেজের সঙ্গে যুক্ত। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি শিক্ষা নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় মিডলম্যানের কাজ করেছেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই বুধবার মলয়কে তলব করা হয়েছে বলে সিবিআই সূত্রে খবর।

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দাবি, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক তথ্য পেয়েছেন সিবিআই আধিকারিকেরা। সেই সব তথ্য সামনে রেখেই বুধবার মলয়কে জেরা করেন তাঁরা। সূত্রের খবর, কেষ্ট যে গাড়িতে ঘুরতেন, সেই গাড়িটিও ছিল আদতে মলয়ের নামে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের আতশকাচের নীচে রয়েছে সেই সব বিষয়ও।

আগামীকাল ধর্মশালায় পঞ্চম টেস্ট, ভারতীয় দলে বদলের সম্ভাবনা, ফিরছে বুমরা

ধর্মশালা, ৬ মার্চ (হি.স.) : আগামীকাল ধর্মশালায় শুরু হচ্ছে পঞ্চম তথা শেষ টেস্ট ম্যাচ। ধর্মশালার আবহাওয়া ও পিচ অনুযায়ী ভারতীয় দলে একটি বদলের সম্ভাবনা রয়েছে। সেখানে একজন স্পিনারের পরিবর্তে এক জন পেসার ঢুকতে পারেন। অর্থাৎ তিন স্পিনার ও দুই পেসারের জায়গায় তিন পেসার ও দুই স্পিনার খেলাতে পারে ভারত। এছাড়াও খবর যে, দলে ফিরছেন বুমরা। তিনি রাঁচি টেস্ট খেলেননি। জানা গেছে, পঞ্চম টেস্টে কুলদীপ যাদবের বদলে বুমরা ঢুকবেন প্রথম একাদশে।

পঞ্চম টেস্টে ভারতের সম্ভাব্য একাদশ:

রোহিত শর্মা, যশস্বী জয়সওয়াল, শুভমন গিল, রজত পতিদার, সরফরাজ খান, ধ্রুব জুরেল, রবীন্দ্র জাডেজা, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, যশপ্রীত বুমরা, মহম্মদ সিরাজ, আকাশ দীপ।

সন্দেশখালির মহিলারা ন্যায়বিচার না পাওয়া পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী বিশ্রাম নেবেন না : লকেট চট্টোপাধ্যায়

বারাসাত, ৬ মার্চ (হি.স.): সন্দেশখালির মহিলারা ন্যায়বিচার না পাওয়া পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী বিশ্রাম নেবেন না। জোর দিয়ে বললেন বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়। বুধবার উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে লকেট বলেছেন, 'আজকের সভায় আসা মহিলাদের রুখে দেওয়া হয়েছে...এটা তাঁদের প্রতি অপমান। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহিলাদের রক্ষা করতে না পারলেও শেখ শাহজাহানকে সুরক্ষা দিচ্ছেন।

উল্লেখ্য, বুধবার বারাসাতের কাছারি ময়দানে জনসভা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই জনসভা থেকে সন্দেশখালির ঘটনায় সরব হন প্রধানমন্ত্রী। নারীশক্তির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের সমালোচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের তীব্র নিন্দা করলেন হরদীপ পুরী, শাহজাহান ইস্যুতে তৃণমূলকেও তোপ

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ (হি.স.): সন্দেশখালি ইস্যুতে ফের সরব বিজেপি, এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা হরদীপ সিং পুরী। বুধবার দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে হরদীপ সিং পুরী বলেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ সম্পূর্ণ পক্ষপাতদুষ্ট। তাঁরা শেখ শাহজাহানকে সিবিআই-এর কাছে হস্তান্তর করছে না। এই প্রথমবার আমি দেখেছি যে রাজ্য সরকার সিবিআই-কে তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করছে।'

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা হরদীপ সিং পুরী আরও বলেছেন, 'এটিই আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির সম্পূর্ণ ভাঙন,...এটি লজ্জাজনক বিষয় যে রাজ্য সরকার এই ধরনের ঘটনা ঘটতে দেয় এবং

অনুব্রতর কালীপ্রতিমার গয়না রাখা বোলপুরের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে চলছে ইডির তল্লাশি

বোলপুর, ৬ মার্চ (হি.স.) : অনুব্রত মন্ডলের কালীপ্রতিমার গয়না রাখা বোলপুরের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ইডির হানা। বুধবার দুপুর ১২টা নাগাদ বোলপুরের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সামনে এসে দাঁড়ায় কেন্দ্রীয় এজেন্সির গাড়ি। কেন্দ্রীয় বাহিনী ব্যাঙ্ক চত্বর ঘিরে ফেলে। তারপর ব্যাঙ্কের ভিতরে প্রবেশ করেন জনা পাঁচেক ইডি আধিকারিক। তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে প্রতি বছরই ধুমধাম করে কালীপুজোর আয়োজন করতেন বর্তমানে জেলবন্দি তৃণমূলের বীরভূম জেলার সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। কালীপ্রতিমাকে সাজানো হত বিপুল সোনার অলঙ্কারে। এই ব্যাঙ্কের শাখার লকারেই রাখা আছে সেই গয়না। সূত্রের খবর, সে বিষয়ে খোঁজখবর করতে ব্যাঙ্কের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলতেই ইডি আধিকারিকেরা বোলপুরের সেই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের শাখায় গিয়েছেন সূত্রের খবর, ব্যাঙ্কের ভিতরে ঢুকে ব্যাঙ্ককর্মী এবং আধিকারিকদের জিজ্ঞাসাবাদ এবং কাগজপত্র খতিয়ে দেখছেন ইডি আধিকারিকরা।

ইস্তফা পর্ব আটকানোর কৌশলের মাঝেই বিজেপি-তে পা রাখতে চলেছেন তাপস

কলকাতা, ৬ মার্চ (হি.স.): বিধানসভায় তাপস রায়ের ইস্তফাপর্ব মিটল না। তিনি বুধবার দুপুরে স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ে ডাকে তাঁর ঘরে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা সংক্রান্ত শুনানি ছিল। কিন্তু স্পিকার জানিয়েছেন, তাপসের ইস্তফায় পদ্ধতিগত ত্রুটি রয়েছে। তাঁকে বৃহস্পতিবার আবার আসতে বলা হয়। কিন্তু তাপসবাবু বুধবার বিকেলেই বিজেপিতে যোগ দেবেন বলে জানিয়েছেন।

বিধানসভায় যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তাপসবাবু। সেখানে জানিয়ে দেন, বিকেলে তিনি বিজেপিতে যোগ দিতে চলেছেন। সেই সঙ্গে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলকেও আক্রমণ করেন তিনি। তাপসবাবু বলেন, "বাংলার যা চিত্র, তা কেউ চায়নি। কত মানুষ রক্তাক্ত হয়েছে। বগটুইয়ের মতো ঘটনা অনেক হয়েছে। তার পর সন্দেশখালি। সন্দেশখালিতে যা হয়েছে, তা মেনে নেওয়া যায় না। জলদস্যুদের পাশে কোনও সরকার দাঁড়াতে পারে, ভাবা যায় না। হাই কোর্ট, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও এটা হচ্ছে। বাংলার মানুষ এটা কোনও দিন চায়নি।"

প্রসঙ্গত, মূলত তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিরোধ এবং দলে সম্মান ও স্বীকৃতি না পাওয়ার অভিযোগ এনে চলতি মাসের গোড়া থেকেই সরকারি এবং দলের নানা পদ ত্যাগ করেন তাপসবাবু। সম্প্রতি তাঁকে দলে ধরে রাখার নানা চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে নেতৃত্ব। রাজনৈতিক মহলের খবর, এই অবস্থায় খুঁত বার করে তাঁকে শেষ মুহূর্তে অস্বস্তিতে ফেলার কৌশল নিয়েছে রাজ্যের শাসক দল।

মহিলাদের বিকাশের কেন্দ্রীয় নানা উদ্যোগের কথা মোদীর ভাষণে

উত্তর ২৪ পরগনা, ৬ মার্চ (হি.স.): মহিলাদের বিকাশের জন্য কেন্দ্র-অনুসৃত নানা পরিকল্পনার কথা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিজেপি মহিলা মোর্চার ডাকা বারাসতের সভায় বুধবার তিনি এই বর্ননা দেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "মহিলাদের জন্য সব জায়গায় শৌচালয় বানানো হয়েছে। বাড়ি গুলি মহিলাদের নামে করা হচ্ছে। ২৪ লক্ষ ঘর পশ্চিমবঙ্গের মহিলাদের নামে হয়েছে। বর্তমানে কৃষি ক্ষেত্র, মাছ, হস্ত শিল্প, কুটির শিল্পে কাজ করছেন মহিলারা।"

মোদীর কথায়, "ভারতের নারী শক্তি বিকশিত ভারতের একটি স্তম্ভ। জনধন যোজনার কোটি কোটি মহিলা খাতা খুলেছেন। তার মধ্যে ৩ কোটি মহিলা হলেন পশ্চিমবঙ্গের। সেলফ হেল্প গ্রুপে ১০ কোটির বেশি মহিলা রয়েছেন। তার মধ্যে ১ কোটি ২৫ লাখের বেশি মহিলা পশ্চিমবঙ্গের। ১০ বছরে মহিলাদের স্বরোজগারের জন্য ৮ লাখ কোটি টাকার বেশি দেওয়া হয়েছে। বাংলার সেলফ হেল্প গ্রুপগুলোকে ৯০ হাজার কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।"

নরেন্দ্র মোদী বলেন, "মুদ্রা যোজনার বিনা গ্যারান্টি ঋণে আমাদের মা বোনেরা ঋণ পাচ্ছেন। ১ লক্ষ ২৫ হাজার কোটির বেশি টাকা পশ্চিমবঙ্গের মহিলারা পেয়েছেন। ৩ কোটির বেশি মহিলা কিষান কিষান সম্মান নিধি পেয়েছেন। পাটের ঝুড়ি, মাছের জাল, কাপড় সেলাই, খেলনা বানানো মহিলারা পিএম বিশ্বকর্মা যোজনার আওতায় এসেছেন। এতে ১৩ হাজার কোটির বেশি টাকা খরচ করা হয়েছে।"

মোদী বলেন, "বিজেপি সরকার মহিলাদের জন্য আরও বড় প্রকল্প এনেছে। নমো ড্রোন দিদি প্রকল্প। এতে মহিলাদের ড্রোন পাইলটের ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। তাতে সরকার ড্রোন দেবে। যেগুলি চাষের ক্ষেত্রে কাজে লাগবে। তাতে কৃষিও আধুনিক হবে, মহিলারাও স্বনির্ভর হবে।

তার বিরুদ্ধে ইন্ডি জোটের সরকার গুলি বিরোধ করছে।"

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, "মোদী বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছে দিচ্ছে। কিন্তু ইন্ডি জোটের রাজ্যে সেগুলিও ধীর গতিতে এগোচ্ছে। আমরা নারী হিতে নানা প্রকল্প এনেছি। আমরা মহিলাদের সস্তায় স্যানিটারি ন্যাপকিন দিচ্ছি। বিনামূল্যে টিকাকরণ, গর্ভবতী মহিলাদের ৫০০০ টাকা দেওয়া হচ্ছে। আশা, অঙ্গনওয়ারী মহিলাদের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।"

সকালেই নদী পেরিয়ে বারাসতের উদ্দেশে রওনা সন্দেশখালির মহিলাদের

উত্তর ২৪ পরগনা, ৬ মার্চ (হি.স.) : বারাসতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনসভায় বুধবার হাজির হন সন্দেশখালির মহিলাদের একাংশ। বারাসতের কাছাড়ি ময়দানে নারী শক্তি বন্ধন কর্মসূচিতে যোগ দিতে সকালেই নদী পেরিয়ে বারাসতের উদ্দেশে রওনা দেন মহিলারা। নারী নির্যাতনের অভিযোগ তুলে ধরতেই তাঁরা এই সভায় হাজির হয়েছেন বলে জানান মহিলারা।

সন্দেশখালির মহিলাদের এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে হলে তাঁরা জানান, মা-বোনদের উপরে অত্যাচার হয়েছে, সেই কারণে আজ প্রতিবাদ করতে এসেছেন এই সভায়। এক মহিলার দাবি, 'সন্দেশখালিতে যে নারী নির্যাতন হয়েছে তার প্রতিবাদে এখানে আসা, শেখ শাহাজাহানের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ।'

সন্দেশখালি থেকে মোট ৮-১০ টা বাস আসে বারাসতে মোদীর সভায় যোগদানের জন্য। শেখ শাহজাহান আতঙ্ক কাটিয়ে এদিন প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় যোগ দিতে নদী পার হয়ে বারাসাতের উদ্দেশ্যে রওনা দেন শয়ে শয়ে বিজেপি কর্মী সমর্থক। সন্দেশখালি ঘাট থেকে নদী পার হয়ে ধামাখালিতে এসে তাঁরা বাসে করে বারাসাতের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। তাঁদের দাবি, এত বছর শেখ শাহজাহান ও তার দলবল মারধর করে হুমকি দিয়ে আমাদের ঘর থেকে বের হতে দিত না। কোনও বিজেপির সভায় বা মিছিলে যোগ দিতে দিত না। কিন্তু এখন শাহজাহান গ্রেফতার হয়েছে, তার দলের বেশ কয়েকজন গ্রেফতার হয়েছে।

তাই আমরা এবার নির্ভয়ে প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় যোগ দিতে যেতে পারলাম।

আগ্রা মেট্রোর শুভসূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী, সফর করে আনন্দিত উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী

আগ্রা, ৬ মার্চ (হি.স.): আগ্রা মেট্রোর অগ্রাধিকার করিডরের শুভ সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার কলকাতা থেকে সবুজ পতাকা নেড়ে আগ্রা মেট্রোর অগ্রাধিকার করিডরের শুভ সূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। উদ্বোধনের পর মেট্রোয় সফর করেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তিনি আনন্দ ব্যক্ত করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, 'উত্তর প্রদেশ মেট্রো কর্পোরেশন কানপুর মেট্রো এবং এখন আগ্রা মেট্রোতে নিজেদের প্রশংসনীয় কাজের জন্য প্রশংসিত হয়েছে।

চালসায় চিতাবাঘের হানায় জখম চা শ্রমিক

চালসা, ৬ মার্চ (হি.স.) : মেটেলি ব্লকের ইনডং চা বাগানে চিতাবাঘের হানায় জখম হলেন এক চা শ্রমিক। বুধবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে।জখম শ্রমিকের নাম আশ্রিতা বদ্রা (৫০)।

প্রতিদিনের মতো এদিনও চা বাগানের বি ২ সেকশনে চা পাতা তোলার কাজ করছিলেন ওই শ্রমিক। চা গাছের ঝোপের আড়ালে অতর্কিতে আক্রমণ করে চিতাবাঘটি। ঘটনায় জখম হন ওই শ্রমিক। তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে চা বাগানের হাসপাতালে এবং পরে মঙ্গলবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসার পর অবশ্য মহিলাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। খবর পেয়ে এদিন মঙ্গলবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতলে যান খুনিয়া স্কোয়াডের কর্মীরা। এর আগে ২৮ ফেব্রুয়ারি এই চা বাগানের অপর শ্রমিক চিতাবাঘের হানায় গুরুতর জখম হন। লাগাতার চিতাবাঘের হানায় আতঙ্কিত বাগানের শ্রমিকরা।

সেকেন্দ্রাবাদের রাষ্ট্রপতি নিলয়মে দর্শনার্থী সুবিধা কেন্দ্রের উদ্বোধন দ্রৌপদী মুর্মুর

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ (হি. স.): ভার্চুয়াল মাধ্যমে ৬ মার্চ সেকেন্দ্রাবাদের রাষ্ট্রপতি নিলয়মে দর্শনার্থী সুবিধা কেন্দ্রের (ভিএফসি) উদ্বোধন করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তিনি সেকেন্দ্রাবাদের এই রাষ্ট্রপতি ভবনের ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে আলোকপাত করেন।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেন, এই দর্শনার্থী সুবিধা কেন্দ্র দেশের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের সঙ্গে দেশের মানুষকে সংযুক্ত করবে। তিনি এখানে এসে দেশের ইতিহাস জানার জন্য ভারতের যুব সম্প্রদায়কে আহবান জানিয়েছেন। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল ড় তামিলিসাই সৌন্দরাজন, তেলেঙ্গানার পরিবহন মন্ত্রী পোনম প্রভাকর সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

মালদায় টোটো বিকল হওয়ায় চালককে মারধোর, অভিযোগ দায়ের পরিবারের

মালদা, ৬ মার্চ (হি.স): এক টোটো চালককে মারধরের অভিযোগ স্থানীয় দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে মালদার মানিকচকের নুরপুর এলাকায়। আহত ব্যক্তির নাম মোহাম্মদ নূরনবির(৬০)। বাড়ি নুরপুর অঞ্চলের শ্যামলালপাড়া এলাকায়।

ঘটনা সম্পর্কে জানা গেছে, মঙ্গলবার রাত আনুমানিক আটটার সময় টোটো নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন নূরনবির। সেই সময় টোটো চেন সিস্টেমের সমস্যা হয়। ঘটনার জেরে দুইজন ব্যক্তি তাকে বেধরক মারধর করে বলে অভিযোগ। বর্তমানে টোটো চালকটি মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছে। পুরো ঘটনার বিবরণ দিয়ে বুধবার আহত টোটো চালকের স্ত্রী আলেনুর বিবি মানিকচক থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

"বিজেপি-ই কলকাতার মেট্রোর কাজ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে", বারাসতে দাবি মোদীর

উত্তর ২৪ পরগনা, ৬ মার্চ (হি.স.): "কলকাতা হল সেই শহর, যার মেট্রো একের পর এক প্রজন্ম দেখে বড় হয়েছে"। বুধবার বারাসতের সভামঞ্চে একথা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

কলকাতায় মেট্রো প্রকল্পের উদ্বোধনের কথা সমাবেশে তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আগে কেউ কলকাতায় এলে বলত দেখো কীভাবে মাটির নীচ দিয়ে ট্রেন চলে।

বিজেপি সরকার আসার পর সেই মেট্রোকেই আরও দ্রুত এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। আমি প্রথম যখন কলকাতায় আসি আমার ইচ্ছা ছিল মেট্রো দেখব।

আজ কলকাতার মেট্রো এটা প্রমাণ যে বিজেপি কত দ্রুত গতিতে কাজ করেছে।"

বিজেপি সরকারই কলকাতার মেট্রোর কাজ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে বলে জানান মোদী। বলেন, "কলকাতার মেট্রো ৪০ বছরে মাত্র ২৮ কিলোমিটার এগিয়েছে। আর বিজেপি ১০ বছরে ৩১ কিলোমিটার কাজ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে"।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "বিগত বছরগুলোতে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গ, দেশের উন্নতির জন্য সততার জন্য কাজ করেছে। এটা দেখেই সব মা বোন, গোটা পশ্চিমবঙ্গ, দেশ বলছে আবকি বার, এনডিএ সরকার ৪০০। এইবার ৪০০ পার। এইবার এনডিএ সরকার ৪০০ পার।

ভোটের বিজ্ঞপ্তি জারির আগেই এ মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে তিনবার বঙ্গসফর করে তৃণমূল বিরোধী প্রচারে ধার দিয়ে চলেছেন বিজেপির তৃতীয়বারের প্রধানমন্ত্রী মুখ মোদী।

এর আগে আরামবাগে গত ১ মার্চ এবং কৃষ্ণনগরে ২ মার্চের জনসভায় সন্দেশখালির মা-বোনের উপর শাসকদলের অত্যাচার-নির্যাতনের কথা তুলে ধরেন।

বাংলার উন্নয়নের বাধা তৃণমূল নামের 'গ্রহণ' হটাতে ডাক মোদীর

উত্তর ২৪ পরগনা, ৬ মার্চ, (হি.স.): "বাংলার তৃণমূল নামের যে গ্রহণ লেগেছে তারা বাংলার বিকাশে বাধা দিচ্ছে। তাই এদের হটাতে হবে।" বুধবার বারাসতের সভামঞ্চে এই মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী তিনি বলেন, " নারীর এত বড় ভব্য সমাবেশ হচ্ছে আজ। সবাই মোবাইলের ফ্ল্যাশ জ্বালিয়ে নারী সম্মান জানান। এটি নারী বন্দনের জন্য, নারীর উজ্জ্বল ভবিষ্যতে জন্য। এটি নারী শক্তির সামর্থের পরিচয়।" মোদী বলেন, "লোকসভা বিধানসভায় নারী সংরক্ষণ আমাদের প্রতিশ্রুতি ছিল তা আমরা পূরণ করেছি। তিন তালাক বাতিল হয়েছে। মনে করে দেখুন তখনও কংগ্রেস, ইন্ডি জোটের নেতারা কট্টরপন্থীদের সঙ্গে ছিল। আজও তাদের সঙ্গে রয়েছে। দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে নারী শক্তিকে এগোনো জরুরি। যেখানে যেখানে ইন্ডি জোটের সরকার সেখানেই মহিলারা অত্যাচারিত।"

সভার শুরুতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমি বহু বছর সংগঠনে কাজ করেছি। তাই আমি জানি এত বড় রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম করা, ১৯ ২০ হাজার জায়গায় একযোগে সেটা দেখানো এটা ভারতীয় জীবনের সবচেয়ে বড় ঘটনা। আপনারা পরম্পরাকে ভেঙেছেন। আপনারা পুরুষদের ম্যারাথন শুনেছেন। কিন্তু এবার আমাদের গ্রামে গ্রামে মহিলারা দৌড়েছেন নারী শক্তির বন্দনে যোগদান করার জন্য। আমার ছোট ছোট বোনেরা স্কুটিতে নিজেদের শক্তি দেখিয়েছেন। তার জন্য যতই অভিনন্দন জানাই সেটা কম হবে।" এদিন সভার শুরুতে তিনি সমবেতদের উদ্দেশে বলেন, "দুই হাত উপরে তুলে বলুন ভারত মাতা কি জয়"। সভাশেষেও বলেন, "ভারত মাতা কি জয়"।

সোনিয়ার শূন্যস্থানে রায়বরেলিতে প্রিয়াঙ্কাকেই চান কংগ্রেস সমর্থকরা

রায়বরেলি, ৬ মার্চ (হি. স.): শারীরিক অসুস্থতার কারণে এবার লোকসভার বদলে রাজ্যসভার সাংসদ হয়েছেন সোনিয়া গান্ধী। তাঁর ছেড়ে যাওয়া আসন তথা কংগ্রেসের গড় রায়বরেলিতে এবার কে প্রার্থী হবেন তা নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। তবে সেখানকার কংগ্রেস নেতা-কর্মী-সমর্থকদের দাবি, সোনিয়ার বিকল্প হিসেবে এই কেন্দ্রে প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকেই প্রার্থী করা হোক।

আর এই নিয়ে রায়বরেলি জুড়ে ছেয়ে গেছে প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর পোস্টার। রায়বেরেলি থেকে কংগ্রেসের সম্পর্ক বহুদিনের। এখান থেকেই প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধী। বিগত দুই দশক ধরে এই আসনে জয়ী হয়ে লোকসভার সদস্য ছিলেন কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী। তবে এবার তিনি লোকসভা নির্বাচন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। রাজ্যসভার সদস্য হয়েছেন সোনিয়া।

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে সোনিয়া এখান থেকে না দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়ায় একদা কংগ্রেসের 'দুর্গ' রায়বরেলি এখন রক্ষীহীন। রায়বরেলি থেকে কে ভোটে লড়বে তা যদিও এখনও ঘোষণা করেনি কংগ্রেস। তবে এখানকার কংগ্রেস সমর্থকরা চান প্রিয়াঙ্কাকেই। ২০১৪ এবং ২০১৯ সালে বিজেপি কেন্দ্রে ক্ষমতায় এলেও এই আসনটি কংগ্রেসের দখলেই ছিল। তাই এবারে বিজেপি এই আসনটি জিততে মরিয়া। ২০১৯ সালে এই আসনে বিজেপি প্রার্থী দীনেশ প্রতাপ সিং সোনিয়া গান্ধীর কাছে প্রায় ১ লক্ষ ৬৭ হাজার ভোটে পরাজিত হয়েছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গে শাহজাহান বাঁচাও আন্দোলন চলছে : শেহজাদ পুনাওয়ালা

যনয়াদিল্লি, ৬ মার্চ (হি.স.): তৃণমূল কংগ্রেসের বহিষ্কৃত নেতা শেখ শাহজাহানকে তুলে দিতেই হবে সিবিআই-এর হাতে, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ বহাল রেখে দিল শীর্ষ আদালত। এরইপ্রেক্ষিতে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারকে আক্রমণ করলেন বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র শেহবাজ পুনাওয়ালা। বুধবার শেহবাজ বলেছেন, 'দেশে """বেটি বাঁচাও"""" আন্দোলন আছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে """"শাহজাহান বাঁচাও"""" আন্দোলন আছে...মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শাহজাহানকে রক্ষা করেছেন, যিনি মহিলাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে জঘন্য অপরাধের অপরাধী...সব আইএনডিআই জোটের নেতারা সন্দেশখালির নারীদের প্রতি অবিচারের বিরুদ্ধে নীরব।'

উল্লেখ্য, তৃণমূলের বহিষ্কৃত নেতা শাহজাহান শেখকে সিবিআইয়ের হাতেই তুলে দিতে হবে। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশই জারি রাখল সুপ্রিম কোর্ট। সন্দেশখালি নিয়ে মঙ্গলবার হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল তৃণমূল সরকার। বুধবার বিচারপতি সঞ্জীব খন্নার বেঞ্চ জানিয়ে দেয় ধৃত নেতাকে সিবিআইয়ের কাছে হস্তান্তর করতে হবে পুলিশকে।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮৩ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুড প্রায় ৮৩ ডলার এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত প্রায় ৭৯ ডলার ব্যারেল প্রতি। তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি বুধবার পেট্রোল এবং ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।

ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, নয়াদিল্লিতে পেট্রোল ৯৬.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৯.৬২ টাকা, মুম্বাইতে পেট্রোল ১০৬.৩১ টাকা, ডিজেল ৯৪.২৭ টাকা, কলকাতায় পেট্রোল ১০৬.০৩ টাকা, ডিজেল ৯২.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেল ৯৪.২৪ টাকায়পাওয়া যায়।

আন্তর্জাতিক বাজারে, সপ্তাহের তৃতীয় দিনে প্রথম বাণিজ্যে, ব্র্যান্ডেড ক্রুড ব্যারেল প্রতি ৮২.১৬ ডলারে রয়েছে।

একই সময়ে, ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ০.১১ বা ০.১৪ শতাংশ বৃদ্ধির সাথে ৭৮.৪৯ ডলারে লেনদেন করছে।

মথা

● প্রথম পাতার পর

সাড়ে নয়টায় রাজ ভবনে মন্ত্রিসভার নতুন সদস্যদের শপথ গ্রহণের সূচি স্থির হয়েছে।

গাঁজা উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

থানার ওসি সুব্রত দেবনাথ আরো জানান, শুকনো গাজা গুলি ওজন দিয়ে দেখা গেল ৩১৩ কেজি হয়।

বর্তমান বাজার মূল্য এক কোটি ৪২ লক্ষ টাকা। তিনি আরো যা নিয়েছেন এই জাতীয় গোপন খবর পেলে অভিযান অবশ্যই অব্যাহত থাকবে।

এখন বলা যায়, সাম্প্রতিক অতি সুব্রত দেবনাথ এর নেতৃত্বে বিগত কয়েকদিন ধরে যথেষ্ট পরিমাণ শুকনো গাজা ও গাজা কারবারিকে জালে তুলতে সক্ষম হয়। এতে করে যাত্রাপুর থানা এলাকার সংশ্লিষ্ট জনমনে পুলিশ এবং বিএসএফ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে ভালো ধারণা সৃষ্টি হয়েছে।

লোক আদালত

● প্রথম পাতার পর

আদালত বসবে। মোট ৪৩টি বেঞ্চে ১৮,২৫৩ টি মামলা নিষ্পত্তির জন্য তোলা হবে। এর মধ্যে মামলা পূর্ববর্তী বিরোধ সংক্রান্ত ৫,১৮৫ টি বিষয় এবং আদালতে বিচারাধীন ১৩,০৬৮ টি মামলা রয়েছে।

জাতীয় লোকআদালতে মোটর দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ মামলা ৩৭৭ টি, ব্যাংক ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত ৪,৪২৪ টি মামলা, দূরসঞ্চার নিগমের অনাদায়ী বিল সংক্রান্ত বিরোধের ৭৬১ টি মামলা, আপোষযোগ্য ফৌজদারি বিরোধের (এমবি অ্যাক্ট, টিপি অ্যাক্ট, টিজি অ্যাক্ট, এক্সাইস অ্যাক্ট) ১২,১৮৮ টি মামলা, বৈবাহিক বিরোধের ২৭০ টি মামলা, চেক বাউন্স সংক্রান্ত ১৫৪ টি মামলা, চাকরি সংক্রান্ত বিষয় ৫টি, বিদ্যুৎ সংক্রান্ত মামলা ১টি, এবং দেওয়ানি সংক্রান্ত ৭৩ টি মামলা নিস্পত্তির জন্য তোলা হবে। এরমধ্যে ত্রিপুরা উচ্চ আদালতে একটি বেঞ্চ বসবে।

এই বেঞ্চে ৪৯ টি মামলা নিষ্পত্তির জন্য তোলা হবে। আগরতলা আদালত চত্বরে লোক আদালতে সবচেয়ে বেশি ৮টি বেঞ্চ বসবে। ইতিমধ্যে মামলার পক্ষ-বিপক্ষ/উভয়পক্ষকে নোটিস দেওয়া হয়েছে। লোক আদালতে নোটিশপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা ৯ মার্চ ছাড়াও ৭ মার্চ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট জেলা বা মহকুমা আইনি সেবা কর্তৃপক্ষের অফিসে যোগাযোগ করে ওই মামলাগুলি নিষ্পত্তির সুবিধা নিতে পারিবেন।

লোক আদালত চত্বরে নাগরিকদের সাহায্যের জন্য হেল্প ডেস্ক থাকবে। প্যারা লিগ্যাল ভলান্টিয়াররা আদালত চত্বরে নোটিসপ্রাপ্ত হয়ে আসা লোকজনদের সাহায্য করবেন। ত্রিপুরা রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের সদস্য সচিব ঝুমা দত্ত চৌধুরী দ্রুত ও বিনা আইনি খরচে সংশ্লিস্ট সবাইকে মামলা নিষ্পত্তির সুবিধা নিতে অনুরোধ করেছেন।

১০ বছরের নাবালক

● প্রথম পাতার পর

বালকের মা তাকে কিছু পরে গিয়ে নিয়ে আসলেও দেবরাজের বাবা রূপক দে এবং মা বেবী দে তাদের ১০ বছরের ছেলেকে থানায় খুঁজে পায়নি।

পরপর তিনদিন পর থানাবাবুরা নিখোঁজ ডায়েরি করতে বলেন। আবার এই নিখোঁজ ডাইরি করতে ৩০০ টাকা লাগবে একথা বলার পর বেবি দে টাকা দিতে পারবে না বলে বাড়িতে চলে যায়। বেবি দে নিখোঁজ ছেলেকে ফিরে পেতে আদালতের মুখাপেক্ষী।

লিগ্যাল সেলের দায়িত্ববান কর্মীরা বেবি দেকে সার্বিক বর্ণনা দিয়ে নিখোঁজ ডায়েরি লিখে ধর্মনগর থানায় জমা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। আজ ২৫ দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেল। এক মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পথে। এখনো থানা থেকে হারিয়ে যাওয়া দশ বছরের নাবালকের খবর দিতে ব্যর্থ ধর্মনগর থানার পুলিশ। সত্যি সেলুকাস কি বিচিত্র এই দেশ। থানা থেকে হারিয়ে যায় নাবালক। এক মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরে ছেলের খোঁজ নিতে গেলে মাকে উল্টাপাল্টা বুঝিয়ে হুমকি দিয়ে বের করে দেওয়া হচ্ছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

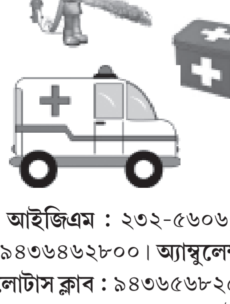

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বেঙ্গালুরুর ক্যাফে বিস্ফোরণ কাণ্ডে আততায়ীর খোঁজ দিলে পুরস্কার ১০ লক্ষ: এনআইএ

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ (হি. স.): বেঙ্গালুরুর রামেশ্বরম ক্যাফেতে বিস্ফোরণ ঘটানো আততায়ীর খোঁজ দিলে মিলবে ১০ লক্ষ টাকা পুরস্কার। এমনই ঘোষণা করল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। বুধবার একটি বিবৃতি জারি করে আর্থিক পুরস্কারের কথা জানিয়েছে তারা। সেই বিবৃতিতে সন্দেহভাজন যুবকের একটি ছবিও দেওয়া হয়েছে।

রামেশ্বর ক্যাফে বিস্ফোরণ মামলার তদন্তভার মঙ্গলবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)-কে দেওয়া হয়। কর্নাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জি পরমেশ্বর জানিয়েছেন, তদন্ত চলছে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ সূত্র পাওয়া গেছে। আততায়ীকে খুঁজে বের করা হবে।

মালদার মহিষবাথানে ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় নিকাশি ব্যবস্থার শিলান্যাস

মালদা, ৬ মার্চ (হি.স) : দীর্ঘদিনের এলাকার দাবি মেনে পুরাতন মালদা ব্লকের মহিসবাথানী অঞ্চলের রাহুত গাও এলাকায় জেলা পরিষদের উদ্যোগে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় নিকাশি ব্যবস্থার কাজের আনুষ্ঠানিক শিলান্যাস হয়ে গেল বুধবার।

জানা গেছে দীর্ঘদিন ধরে সংশ্লিষ্ট এলাকার নিকাশি ব্যবস্থা ছিল বেহাল পরিণাম বর্ষার সময় জলাজীর্ণ অবস্থায় থাকতো হত সেই এলাকার জনগণকে। প্রায়ই ৫০০টি পরিবারের জল নাম তো সেই এলাকায় এবং সঠিক নিকাশি ব্যবস্থা না থাকার ফলে একাধিক জায়গায় জলমগ্ন অবস্থায় থাকতো তা আজকের দিনেও সেটি ক্যামেরায় ধরা পড়লো। এছাড়াও বিভিন্ন রকমের রোগ পোকামাকড় ও ঘরের ভিতরে জল ঢুকার আতঙ্কে থাকতেন তারা। এলাকার লোকেদের দাবি ছিল যে নিকাশি ব্যবস্থা সুরাহা যাতে হয়। তাই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ওই নিকাশি ব্যবস্থা নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয় জেলা পরিষদের তরফে।তারি অঙ্গ হিসেবে বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা হয় নারকেল ফাটিয়ে।।

এদিন এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য নাইকি হাসদা পুরাতন মালদা পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি মৃণালিনী মন্ডল মাইতি মহিষবাথানী অঞ্চলের প্রাক্তন উপপ্রধান সারাফত আলী তৃণমূল নেতা ঝাপ্পু রাজবংশী সহ আরো অন্যান্যরা। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জেলা পরিষদের সদস্য নাইকি হাঁসদা জানান সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষজন এদের দাবি ছিল যাতে এখানে নিকাশ ব্যবস্থা হয় এবং সেই দাবি মেনে আজকে আমরা এই কাজের সূচনা করলাম। কোন দিকে পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি মৃণালিনী মন্ডল মাইতি তিনি বলেন এখানকার প্রায় ২০০০ ভোটার রয়েছে এবং এই নিকাশি ব্যবস্থা হওয়াতে তাদের সমস্যা দূরীকরণ হবে। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন এই নিকাশি ব্যবস্থা না থাকার ফলে অনেক সময় রাস্তার মধ্যেই জল জমে উঠতো এবং রোগ ছড়ানোর আতঙ্কে ছিলেন তারা এটি হওয়াতে আমরা খুব খুশি তাই সরকারকে ধন্যবাদ জানাই।

শেষ পর্যন্ত শাহজাহানকে হাতে পেল সিবিআই

কলকাতা, ৬ মার্চ (হি.স.) : সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট কোনও তরফ থেকে রক্ষাকবচ মেলেনি। তা সত্বেও সন্দেশখালির 'বাঘ' শাহজাহানকে হস্তান্তরে আগ্রহ দেখায়নি সিআইডি। অবশেষে দিনভর নাটকের পর সিবিআইয়ের াঁচায় এল শাহজাহান। বহু টানাপড়েন এবং আইনি কাঁটা সরিয়ে শেষ পর্যন্ত বুধবার সন্ধ্যা প্রায় পৌনে সাতটা নাগাদ

ইডি কর্মীদের উপর হামলা সহ বেশ কয়েকটি অভিযোগের দায়ে অভিযুক্ত শাহজাহানকে আদালতের নির্দেশে হাতে পেল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। শাহজাহান গ্রেফতার হওয়ার পরে তদন্ত নিজেদের হাতে নিয়েছিল সিআইডি। মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দেয় শেখ শাহজাহানকে সিবিআইয়ের হাতে তুলে দিতে হবে। তাই রাজ্য গোয়েন্দা হেড কোয়ার্টার ভবানী ভবনে পৌঁছে গেছিল সিবিআই অফিসারবা। কিন্তু সন্ধে ৭টা পর্যন্ত অপেক্ষা করেও তাঁদের খালি হাতে ফিরে আসতে হয়। কারণ হিসাবে সিআইডি কর্তারা জানিয়ে দেন, এ ব্যাপারে রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছে। তাই শাহজাহানকে হস্তান্তর করা যাবে না।

বুধবার সকালে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করা হয়। সেখানে বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, এ ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্ট কোনও হস্তক্ষেপ করবে না। এরপরেই ইডি কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন করে। শেখ শাহজাহানকে হস্তান্তরে রাজ্য সরকার যে অসহযোগিতা করছে তা তুলে ধরে তারা।

তার পরই বিচারপতি হরিশ টন্ডনের বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, বুধবার বিকেল সওয়া চারটের মধ্যে শেখ শাহজাহানকে সিবিআইয়ের হাতে তুলে দিতে হবে। সেই শাহজাহান শেষ পর্যন্ত সিবিআইয়ের কব্জায় আসে ওই নির্ধারিত সময়ের প্রায় তিন ঘন্টা বাদে।

মন্ত্রিসভার বৈঠকে বড় সিদ্ধান্ত

কলকাতা, ৬ মার্চ (হি.স.) : রাজ্যের নার্সদের জন্য সুখবর। তাঁদের জন্য সরকারের তরফে সৃষ্টি করা হয়েছে নতুন পদ। যার সংখ্যা আপাতত তিনশোর বেশি। রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এমনটাই জানিয়েছেন। গত ফেব্রুয়ারি মাসে নার্সদের জন্য নতুন পদের ঘোষণা করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানিয়েছিলেন, যে নতুন পোস্ট তৈরি করা হচ্ছে, তার নাম হবে """"চিকিৎসক সহায়ক""""। কোনও সময়ে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসক না থাকলে জরুরি অবস্থায় মুমূর্ষু রোগীর চিকিৎসা যাতে আটকে না যায়, তার জন্যই এই প্রচেষ্টা।বুধবার মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানান, "অনেক সিনিয়র নার্স আছেন যারা অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে সিনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে কাজ করেন। তাঁরা চিকিৎসক নন, কিন্তু তাঁদের সাহায্য ছাড়া সেই কাজ সম্পন্ন হয় না। সেইসব নার্সদের জন্যই """জয়েন্ট সুপারিন্টেনডেন্ট নার্স""" এই পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।' আপাতত মোট পদের সংখ্যা ৩২৪টি বলে জানিয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী। বুধবার সাতসকালেই বড় ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আশাকর্মী, আইসিডিএস ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ মন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

দাবি মন্ত্রীর। বিদ্যুৎ মন্ত্রী বলেন, যথাযথভাবে বৈদ্যুতিক সুরক্ষাবিধি মেনে না চলার কারণে এ রাজ্যে বেশ কয়েকজন বিদ্যুৎ কর্মী অকালে প্রাণ হারিয়েছেন। অনেকেই স্থায়ী পঙ্গুত্বের শিকার হয়েছেন। এছাড়াও নিয়মিতভাবে আহত হবার ঘটনা ঘটছে। বর্তমানেও একজন বিদ্যুৎ কর্মী জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। তার জীবন বাঁচানোর স্বার্থেই চিকিৎসকরা তার একটি অঙ্গ কেটে বাদ দিয়ে দিয়েছেন। অথচ প্রয়োজনীয় সুরক্ষা বিধি মেনে চললে এমন অবস্থা থেকে নিশ্চিতভাবেই নিজেকে রক্ষা করা যেত। বিদ্যুৎ নিগমের আওতাধীন যে সমস্ত বিদ্যুৎ কর্মীরা প্রতিনিয়ত মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার কাজ করেন, নিরন্তর বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদানে ঝড়-বৃষ্টি বাদলেও সচেষ্ট থাকেন, তারাই যদি অসুরক্ষিতভাবে থাকেন এবং কঠিন বিপদের মুখোমুখি হন, তাহলে মানুষকে নিরন্তর বিদ্যুৎ পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রটি বিঘ্নিত হবে।আগে নিজেদেরকে সুরক্ষিত রাখার বিষয়টি ভাবনায় রাখার জন্যও বিদ্যুৎ মন্ত্রী এ দিন লাইনম্যান, হেল্পার সহ আপামর বিদ্যুৎ কর্মীদের কাছে আবেদন জানান। তার বক্তব্য, বিদ্যুৎ পরিষেবা ক্ষেত্রে একটি অত্যাবশ্যকীয় ক্ষেত্র। সরকারের অন্যান্য দপ্তর কিছুক্ষণের জন্য বা কয়েকদিনের জন্য বন্ধ হলেও তেমন বেশি অসুবিধা হবে না। কিন্তু বিদ্যুৎ পরিষেবা কয়েক মিনিটের জন্য বন্ধ হলে তাতে রাজ্য, দেশ প্রভৃত ক্ষতির সম্মুখীন হবে। মানুষ নিদারুণ কষ্টের মুখোমুখি হবেন। হাসপাতালে চিকিৎসা করা যাবে না। কারখানায় উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতনলাল নাথ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অফ ত্রিপুরার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি রাজ্যের বিশিষ্ট চিকিৎসক অধ্যাপক প্রদীপ ভৌমিক। তিনিও বিদ্যুৎ কর্মীদের সুরক্ষার বিষয়টি উল্লেখ করে বিভিন্ন সময়ে হাসপাতালে নিয়ে আসা বিদ্যুৎ দুর্ঘটনা জনিত রোগীদের বিষয়টি উল্লেখ করেন। এদিন লাইনম্যান এবং হেলপারদের সংবর্ধিত করা হয় বিদ্যুৎ নিগমের তরফে।

রাজ্যের ভূতত্ত্ব ও খনি অধিদপ্তরের ই-টেন্ডার, প্রতিবাদে উত্তাল ডিমা হাসাও

হাফলং (অসম) ৬ মার্চ (হি স) : রাজ্যের ভূতত্ব ও খনি অধিদপ্তরের একটি ই টেন্ডার আহ্বান করাকে কেন্দ্র করে ডিমা হাসাও জেলার শিল্প নগরী হিসেবে পরিচিত উমরাংশুতে কার্বি স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন ও বিভিন্ন দল সংগঠনের প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে উঠে উমরাংশুর তিন কিলো থানার অন্তর্গত গ্রীনবাজার এলাকা।

উমরাংশু তিন কিলো এলাকার বড় লোকিংডো গ্রামের ১২৭০ হেক্টর জমিতে খনন কার্য চালানোর জন্য রাজ্যের ভূতত্ব ও খনি অধিদপ্তর এই ই টেন্ডার আহ্বান করে। আর এতেই গর্জে উঠে কার্বি স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন সহ বিভিন্ন দল সংগঠন ও স্থানীয় বাসিন্দারা। কারন এই বড় লোকিংডো গ্রামে খনন কার্য চালালে প্রায় ১১ টি গ্রামের সাড়ে তিন হাজার পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হবে এতে ওই পরিবার গুলি তাদের জমির অধিকার হারাবে। তাদের সব ক্ষেতকৃষি নষ্ট হয়ে যাবে তাই গ্রামবাসীরা তাদের জমি ছাড়তে রাজি নয়। তাই আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ভূতত্ব ও খনি অধিদপ্তর যে ই টেন্ডার আহ্বান করেছে তা বাতিল করার দাবিতে কার্বি স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন সহ বিভিন্ন দল সংগঠন ও স্থানীয় বাসিন্দারা প্রতিবাদী মুখর হয়ে উঠে। তাদের একটাই দাবি এই ই টেন্ডার বাতিল করতে হবে। প্রতিবাদকারীদের মধ্যে রাহুল টেরণ নামের এক যুবক বলেন সরকার এক প্রকার জোর করে তাদের জমি নিতে চাইছে। এবং তিন কিলো এলাকায় লোকিংডো গ্রামে সিমেন্ট ফেক্টরি খোলার জন্য ১২৭০ হেক্টর জমিতে খনন কার্য শুরু করার জন্য একটি ই টেন্ডার আহ্বান করেছে। কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দারা কোনও অবস্থাতেই জমি দিবে না বলে জানিয়ে তিনি রাজ্যের পার্বত্য এলাকা উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী যোগেন মোহন ও উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যবাহী সদস্য দেবোলাল গার্লসোর উদ্দেশ্যে বলেন তারা কোনও অবস্থায় তাদের জমি ছাড়বে না তিনি বলেন আমাদের শান্তিতে বসবাস করতে দিন। রাতুল টেরণ আরো বলেন পূর্বে নিপকো ডালমিয়া সিমেন্ট ফ্যাক্টরি ও এএমডিসিকে তারা বহু জমি দিয়েছেন তারপর ও তারা কোনও সুযোগ সুবিধা পায় নি। আমাদের রাস্তা ঘাট নেই বিদ্যুৎ নেই হাসপাতাল নেই নেই কোনও বিদ্যালয়। তিনি বলেন এএমডিসি কোটি কোটি টাকার সম্পদ এখান থেকে নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য কোনও উন্নয়ন মূলক কাজ করছে না। এমনকি স্থানীয়দের কর্ম সংস্থান দিচ্ছে না এই সব প্রতিষ্ঠান বলে অভিযোগ করে তিনি বলেন তাই এবার গ্রামবাসীরা কোনও অবস্থায় তাদের জমি এবার ছাড়বে না। রাতুল টেরণ বলেন ভূতত্ব ও খনি অধিদপ্তর যদি আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে এই ই টেন্ডার বাতিল না করে তাহলে অনিদৃষ্টকালের জন্য উমরাংশু বন্ধ ঘোষনা করা হবে বলে রাতুল টেরণ জানিয়েছেন।

এদিকে বুধবার এই প্রতিবাদী কার্যসূচীতে হাফলং থেকে সামিল হয়েছেন জুয়েল গার্লসো ও তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি আচিং জেমি। জুয়েল গার্লসো সরকারের কঠোর সমালোচনা করে বলেন সরকার জোর এভাবে জমি ছিনিয়ে নিয়ে পাহাড়ি জেলার উপজাতি জনগোষ্ঠীর অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে। এমনকি ষষ্ঠ অনুসূচীর অধীনে থাকা ডিমা হাসাও জেলায় পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থা প্রবর্তন করে ষষ্ঠ অনুসূচীর ক্ষমতা হ্রাস করতে চাইছে সরকার বলে অভিযোগ করেন জুয়েল গার্লসো।

পরীক্ষা পে চর্চার ষষ্ঠ সংস্করণ সম্পর্কে সচেতনতা হাইলাকান্দিতে

হাইলাকান্দি (অসম) ৬ মার্চ (হি.স.) : রাজ্যিক শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের সদস্য অজয় কুমার দত্ত পরীক্ষাকে উৎসবের রূপ দিয়ে জীবনকে উপভোগ করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বুধবার হাইলাকান্দিতে রাজ্যিক শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রীর """পরীক্ষা পে চর্চা"""র ষষ্ঠ সংস্করণ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর অঙ্গ হিসেবে আয়োজিত এক ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে এই আহ্বান জানান।

হাইলাকান্দির রবীন্দ্রভবনে আয়োজিত শিক্ষার্থীদের এই জনসভায় শিশু অধিকার সুরক্ষায় আয়োগের সদস্য অজয় কুমার দত্ত পরীক্ষা নিয়ে খুব ভাবা বা চিন্তা না-করতে বলেন। চাপমুক্ত থেকে পরীক্ষায় বসলে শিক্ষার্থীরা নিজেদের সেরা পরীক্ষায় ব্যক্ত করতে পারবেন বলে তিনি উল্লেখ করেন। পাশাপাশি তিনি অভিভাবকদেরকে পরীক্ষার সময় তাদের সন্তান-সন্ততিদেরকে চাপমুক্ত রাখার পরিবেশ তৈরি করে দিতে বলেন। অন্যের সন্তানদের সঙ্গে নিজের সন্তানদের তুলনা না-করে অভিভাবকদেরকে তাদের নিজেদের ছেলেমেয়েদের ভিতর যে সুপ্ত প্রতিভা রয়েছে তা জাগ্রত করার পরিবেশ তৈরি করে দিতে হবে,যাতে করে নিজের সন্তানের চিন্তাধারা সহজেই বিকশিত হয়।

এছাড়া পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত বকাঝকা না করতেও তিনি পরামর্শ দেন, যাতে করে পরবর্তী পরীক্ষাগুলো পরীক্ষার্থীরা নিশ্চিন্তে দিতে পারেন। তিনি আরো বলেন পরীক্ষা নিয়ে চাপ তৈরি করলে পরীক্ষার্থীর শারীরিক, বৌদ্ধিক, মানসিক এবং স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত আসে। এ ধরনের চাপের ফলে পরীক্ষার্থীর জীবনে প্রতিষ্ঠা পেতে নানা বাধা-বিপত্তি দেখা দেয়। জনসভায় ভাষণ দিয়ে এডিসি ত্রিদিপ রায় পরীক্ষার দিনগুলি কোন বিশেষ দিন নয়,অন্য দিনের মতো তা ভাবা উচিত বলে মত ব্যক্ত করেন। তিনি শিক্ষার্থীদের কে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সি সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করার পরামর্শ দেন। অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে জনসভায় শিক্ষার্থীদের প্রতিভা বিকাশের বিভিন্ন টিপস অন্যান্যদের মধ্যে দেন ডক্টর দেবাশীষ গুহ ঠাকুরিয়া, অধ্যক্ষ দীপক চক্রবর্তী, সুতাপা দাস এবং জেলা শিশু সুরক্ষা আধিকারিক সৈয়দ জালাল উদ্দিন।

জন গর্জন সভা নিয়ে গর্জে উঠলেন মমতা

কলকাতা, ৬ মার্চ, (হি.স.) : "১০ মার্চ বাংলার মানুষের গর্জন, আসুন ব্রিগেডে।" বুধবার একটি ভিডিয়ো বার্তায় এই মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে তিনি বলেন,

তিন দিন রাজ্যের তিন জায়গায় সভা করলেন নরেন্দ্র মোদী। একাধিক ইস্যুতে বিঁধলেন তৃণমূলকে। এবার ১০ তারিখের কাউন্টডাউন শুরু। রাজ্য শাসক দলের নেতাদের কণ্ঠে এতদিন """"গর্জন"""" প্রসঙ্গ শোনা যাচ্ছিল। বুধবার একটি ভিডিয়ো বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বুঝিয়ে দিলেন, """"১০ তারিখ ব্রিগেডে জনগর্জন হবে।""""মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "বাংলাকে যেভাবে লাঞ্ছনা করা হচ্ছে, বাড়ির টাকা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, রাস্তার টাকা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, ১০০ দিনের টাকা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বাংলাকে বিকৃত সংস্কৃতি তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে, তা বাংলা কোনওদিন মানে না।"

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "বাংলা মনে করে ধর্ম যার যার উৎসব সকলের। বাংলার সংস্কৃতিকে শেষ করে দেওয়ার চক্রান্ত করা হচ্ছে। বাংলা সকলকে আপন করে নেয়। বাংলার সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্য গর্জন ব্রিগেড তৈরি করি।"দোরগোড়ায় লোকসভা নির্বাচন। তার আগে সমর নীতি প্রস্তুত করছে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলিই। ইতিমধ্যেই একাধিকবার বাংলায় এসেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর কণ্ঠে একাধিকবার শোনা গিয়েছে সন্দেশখালি প্রসঙ্গ। এদিকে ১০ তারিখ ব্রিগেডে জনসভা করে লোকসভা নির্বাচনের প্রচারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করতে চলেছে তৃণমূল। ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, ওই সভায় একসঙ্গে উপস্থিত থাকবেন তৃণমূলনেত্রী মমতা এবং সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঘাসফুল ছেড়ে পদ্মের পতাকাই নিলেন অনড় তাপস

কলকাতা, ৬ মার্চ (হি.স.): শেষ পর্যন্ত বুধবার বিজেপিতে যোগ দিলেন অনড় তাপস রায়। সল্টলেক সেক্টর ফাইভের বিজেপি দফতর থেকেই আনুষ্ঠানিক ভাবে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন তিনি। উপস্থিত ছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তাপসবাবুর গলায় তাঁরাই উত্তরীয় পরিয়ে দেন। হাতে তুলে দেওয়া হয় বিজেপির পতাকা।

বিজেপিতে যোগ দিয়ে তাপসবাবু জানান, তিনি কোনও দিন বিজেপি ছাড়বেন না। তাঁর কথায়, "আমি আজ থেকে মোদী পরিবারের সদস্য হলাম। যত দিন রাজনীতিতে থাকব, এই পরিবারের সদস্য হিসাবে ামার দায়িত্ব পালন করব। বাংলার বুকে যে অরাজক পরিস্থিতি চলছে, তা ঘোচানোর চেষ্টা করব। দলের প্রতি আমি ১০০ শতাংশ সৎ থাকব।"

তাপসবাবুকে দলে স্বাগত জানিয়ে শুভেন্দুবাবু বলেন, "জেলা থেকে সর্বভারতীয় স্তর পর্যন্ত সব ক্ষেত্রে আলোচনার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উত্তর কলকাতায় আমাদের দলের সংগঠনে অভিজ্ঞ নেতৃত্বের প্রয়োজন ছিল। আশা করছি, তাপস রায়ের যোগদান সেই প্রয়োজন অনেকটাই মেটাবে।"

রাজ্য পুলিশে নিয়োগ হবে প্রায় ১০ হাজারের ওপর, ঘোষণা ভোট ঘোষণার প্রাক্কালে

কলকাতা, ৬ মার্চ (হি.স.) : রাজ্য পুলিশের এসআই এবং কনস্টেবল পদে মোট ১০ হাজার ৭১৯ জনকে নিয়োগ করা হবে। এর মধ্যে ৪৬৪ এসআই এবং ১০ হাজার ২৫৫ কনস্টেবল পদ রয়েছে। পুরুষ কনস্টেবল পদে ৭২২৮ জন এবং ৩০২৭ টি পদে মহিলা কনস্টবেল নেওয়া হবে। লোকসভা ভোট ঘোষণার প্রাক্কালে এই মর্মে জোড়া নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। বুধবার নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী ৭ মার্চ থেকে শুরু হবে সংশ্লিষ্ট নিয়োগের আবেদনের প্রক্রিয়া। প্রার্থীরা ৫ এপ্রিল পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। রাজ্য পুলিশের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের রিক্রুটমেন্ট বিভাগে গেলেই বিজ্ঞপ্তিটি দেখা যাবে।

দুটি পদের জন্যই বয়সের উর্দসীমা বাড়ানো হয়েছে। ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে যুবক-যুবতীরা কনস্টেবল পদে মাধ্যমিক পাশ করলেই আবেদন করতে পারবেন। একইসঙ্গে তপশিলি জাতি এবং তপশিলি উপজাতি বিভাগের প্রার্থীরা বয়সের ছাড়ের সুযোগ পাবেন।

গত ফেব্রুয়ারি মাসেও রাজ্য পুলিশে এসআই পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছিল। প্রকাশিত সেই বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, নতুন করে ৫২৯টি এসআই পদ তৈরি করা হয়েছে। রাজ্যের ১২৭টি থানা, ৩৫টি সাইবার ক্রাইম থানা এবং ৪০টি বড় থানায় এই নতুন এসআইদের নিয়োগ করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

সম্প্রসারণের শিলান্যাস করেছেন। এই বিভাগগুলি সড়ক ব্যবস্থায় যানজট কমাতে এবং নির্বিঘ্ন, সহজ এবং আরামদায়ক যোগাযোগ গড়ে তুলতে সহায়তা করবে। কলকাতা মেট্রোর হাওড়া ময়দান-এসপ্ল্যানেড মেট্রো বিভাগে ভারতের প্রথম আন্ডারওয়াটার ট্রান্সপোর্টেশন টানেল। হাওড়া মেট্রো স্টেশন ভারতের গভীরতম মেট্রো স্টেশন। এছাড়াও, তারাতলা-মাঝেরহাট মেট্রো বিভাগের মাঝেরহাট মেট্রো স্টেশনটি রেললাইন, প্ল্যাটফর্ম এবং খালের উপর দিয়ে একটি অনন্য উন্নত মেট্রো স্টেশন। আগ্রা মেট্রোর যে শাখাটির আজ উদ্বোধন হল, তা ঐতিহাসিক পর্যটন স্থানগুলির সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। আরআরটিএস বিভাগটি এনসিআর-এ অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে বাড়িয়ে তুলবে।

ফের বঙ্গে আসবেন মোদী, শুরু প্রস্তুতি

কলকাতা, ৬ মার্চ (হি.স.) : ফের পশ্চিমবঙ্গে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মার্চের প্রথম সপ্তাহে রাজ্যে পরপর তিনটি জনসভা করেছেন প্রধানমন্ত্রী । তিনটিই ছিল মূলত দক্ষিণবঙ্গে ।এবার উত্তরের জেলায় যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। বিজেপি সূত্রে খবর, আগামী ৯ মার্চ, শনিবার তিনদিনের তিনটি কর্মসূচি নিয়ে ফের রাজ্য সফরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী। শুরু হয়ে গিয়েছে তার প্রস্তুতি।

এদিন কলকাতায় একাধিক মেট্রো রুটের উদ্বোধন করে বারাসতে দলীয় জনসভায় অংশ নিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি সেখানেই সন্দেশখালির নির্যাতিতাদের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি। জানা গিয়েছে, আগামী ৯ তারিখ রাজ্যে এসে প্রধানমন্ত্রী ওইদিন শিলিগুড়ি যাবেন। এরপর ১১ মার্চ তিনি যাবেন ঝাড়গ্রামে। অন্যদিকে, আগামী ১২ মার্চ কোচবিহারে জনসভা করতে পারেন তিনি। তবে এই জনসভাগুলির সঠিক সময় এখনও চূড়ান্তভাবে জানা যায়নি। প্রধানমন্ত্রী সচিবালয় থেকেও এখনও কিছু জানানো হয়নি ।লোকসভা ভোটের আবহে ঘন ঘন রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী। এমনকী অমিত সাহের ৩৫ আসনের থেকে একধাপ এগিয়ে খোদ মোদী জানিয়ে দিয়েছেন, রাজ্যের ৪২টি লোকসভা আসনের মধ্যে ৪২টি আসনেই পদ্ম ফোটাতে হবে। আর সেকারণেই কি তিনি বাড়তি নজর দিচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের দিকে?

এর ইঙ্গিত অবশ্য আগেই দিয়েছিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তিনি স্পষ্টতই জানিয়েছিলেন, অন্তত প্রধানমন্ত্রীকে ৩৫টি জনসভা করার অনুরোধ করা হবে। তবে যেভাবে প্রধানমন্ত্রী মার্চের প্রথম সপ্তাহেই একের পর এক সভা করছেন, তাতে বিজেপির দাবিকে উড়িয়ে দিচ্ছে না রাজনৈতিক মহল। প্রসঙ্গত, হুগলি, কৃষ্ণনগরের পর বুধবার বারাসতে জনসভা করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি । আর তিন সভা থেকেই রাজ্যের শাসকদলকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করতে শোনা গিয়েছে নরেন্দ্র মোদীকে।

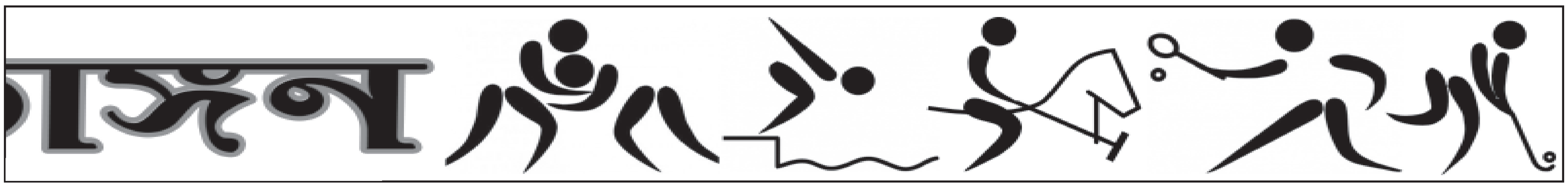

রঞ্জি : রাঠোরের অনবদ্য ব্যাটিং দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে বিদর্ভ ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মার্চ।। টার্গেট ছিল ৯৩ রানের। উইকেট হাতে ছিল চারটি। খেলা ছিল পুরো একদিনের। কিন্তু ব্যর্থ মধ্যপ্রদেশ। বিদর্ভের বোলারদের শেষসময়ের ভেলকিতে মাত্র ৩০ রানে কুপোকাৎ টেল এন্ডাররা। কার্যত মধ্যপ্রদেশের ফাইনালের স্বপ্ন অধরা ঠেকলো। ৬৩ বল খেলিয়ে বিদর্ভের বোলাররা মধ্যপ্রদেশের শিবিরে শেষ চারটি পেরেক পুঁতে দিতেই বিদর্ভ জয় ছিনিয়ে নেয় এবং ছাড়পত্র পায় ফাইনালে খেলার। তবে বিদর্ভ যেভাবে কাম-ব্যাক করেছে, বোলাররা শেষ সময়ে একটু জ্বলে উঠতেই ফাইনালের স্বপ্ন সফল হয়ে যায় বিদর্ভ শিবিরের। ৯৩ রান সংগ্রহ করার আগে বিদর্ভের বোলাররা মধ্যপ্রদেশের চার উইকেটের পতন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। ৬২ রানের ব্যবধানে দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে বিদর্ভ ঐতিহাসিক রঞ্জি ট্রফির ফাইনালে মুম্বাইয়ের মুখোমুখি হওয়ার ছাড়পত্র পেয়েছে। এদিকে মুম্বাই ইনিংস সহ ৭০ রানের ব্যবধানে তামিলনাড়ু কে হারিয়ে রঞ্জি ট্রফির ফাইনালে একদিন আগেই পৌঁছে গেছে। উল্লেখ্য, নাগপুরের সিভিল লাইন্সে ভিসিএ স্টেডিয়ামে রঞ্জি ট্রফির প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচে বিদর্ভ প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ৫৬.৪ ওভারে ১৭০ রানে ইনিংস শেষ করলে জবাবে মধ্যপ্রদেশ দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে কুড়ি ওভারে এক উইকেটে ৪৭ রান সংগ্রহ করে।

দ্বিতীয় দিনে মধ্যপ্রদেশ ২৫২ রানে ইনিংস শেষ করলে দিনের শেষে বিদর্ভ চার ওভারে এক উইকেট হারিয়ে ১৩ রান পায়। তৃতীয় দিনে বিদর্ভ ৮৬ ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ৩৪৩ রানে পৌঁছায়। মঙ্গলবার ম্যাচের চতুর্থ দিনে বিদর্ভ ৪০২ রানে দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করলে মধ্যপ্রদেশের সামনে জয়ের লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় ৩২১ রানের। দিনের শেষে ৭১ ওভার খেলে মধ্যপ্রদেশ ছয় উইকেট হারিয়ে ২২৮ রান সংগ্রহ করে। আজ, বুধবার ম্যাচের অন্তিম দিনে ১০.৩ ওভার খেলে মধ্যপ্রদেশ বাকি চার উইকেটে ৩০ রান যোগ করতে সক্ষম হয়। দ্বিতীয় ইনিংসে বিদর্ভের রাঠোর দুর্দান্ত ১৪১ রান সংগ্রহ করে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেয় এবং ম্যাচের সেরার খেতাবও পায়।

প্রেসক্লাবের উদ্যোগে সাংবাদিকদের মধ্যে ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মার্চ।। আগরতলা প্রেসক্লাবের উদ্যোগে, স্পোর্টস সাব কমিটির ব্যবস্থাপনায় আজ, বুধবার সাংবাদিকদের মধ্যে ব্যাডমিন্টন ডাবলস টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে। সন্তোষ গোপ ও শুভঙ্কর দাস জুটি চ্যাম্পিয়ান খেতাব পেয়েছেন। ফাইনাল খেলায় ২-০ সেটে জয়ী হয়ে চ্যাম্পিয়ন শিরোপা অর্জন করেছে। বিজিত প্রিয়তোষ চক্রবর্তী ও সুব্রত দেবনাথ জুটি পেয়েছে রানার্সআপ খেতাব। তৃতীয় স্থান পেয়েছে বিপ্লব চন্দ ও অঞ্জন দেব জুটি। এর আগে এনএসআরসিসি-তে নতুন সাজে সজ্জিত ব্যাডমিন্টন কোর্টে বেলা সাড়ে ১১টায় এক বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। সূচনা পর্বের ঠিক আগে আরও এক বিশেষ অনুষ্ঠানে বিজ্ঞানসম্মত ও বিশ্বমানের পাটাতনে নতুনভাবে তৈরি তিনটি কোর্ট আজ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধনের পর সাংবাদিকদের টুর্নামেন্ট আয়োজনে দিতে পেরেছেন বলে পৃষ্ঠপোষক তথা অন্যতম ক্রীড়া সংগঠক রতন সাহা এবং স্পোর্টস কাউন্সিলের জয়েন্ট সেক্রেটারি স্বপন সাহা প্রমুখ গৌরবান্বিত বোধ করছেন। সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় ব্যাডমিন্টনের প্রচার এবং প্রসারের লক্ষ্যে সাংবাদিকদের ভূমিকা অনস্বীকার্য বলে উল্লেখ করেন। আগরতলা প্রেস ক্লাবের পক্ষে টেকনিক্যাল ডিরেক্টর তথা সিনিয়র সাংবাদিক সুপ্রভাত দেবনাথ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। প্রতিযোগিতা চলাকালীন স্পোর্টস কমিটির কনভেনার তথা প্রেস ক্লাবের জয়েন্ট সেক্রেটারি অভিষেক দে সহ অন্যান্য কর্মকর্তারাও উপস্থিত হয়ে খেলোয়াড়দের শুভেচ্ছা জানান। প্রতিযোগিতা সুসম্পন্ন করার পেছনে, স্পোর্টস কাউন্সিল, এনএসআরসিসি এবং বেশ কয়েকজন শিক্ষানবিশ আম্পায়ারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। স্পোর্টস সাব কমিটির কনভেনার অভিষেক দে এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

নাইডু ট্রফি : বৃষ্টি বিঘ্নিত সেমিতে লিড নিয়ে উত্তর প্রদেশ ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মার্চ।। ম্যাচের প্রথম দুইদিন বৃষ্টিতে ভেস্তে যাওয়ার পর শেষ দুই দিনেই খেলার ফয়সালা হয়েছে। ম্যাচ ড্র-তে নিষ্পত্তি হয়েছে। তবে প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার সুবাদে উত্তরপ্রদেশ পেয়েছে ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র। বিসিসিআই আয়োজিত অনূর্ধ ২৩ কর্ণেল সি কে নাইডু ট্রফি ফাইনাল ম্যাচ আগামী ১০ মার্চ ব্যাঙ্গালোরে এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। কর্ণাটক অবশ্য একদিন আগেই সেমিফাইনালে বিদর্ভকে ২৭৮ রানে হারিয়ে ফাইনালের টিকিট জোগাড় করে নিয়েছে। কানপুরের গ্রীন পার্ক স্টেডিয়ামে তিন ও চার মার্চ পরপর দুদিন ওয়াশড আউটের পর তৃতীয় দিনে উত্তর প্রদেশ প্রথমে ব্যাটিং এর সুবিধা পেয়ে দিনভর খেলে ৯৮ ওভারে পাঁচ উইকেটে ২৭৯ রান সংগ্রহ করেছিল। আজ অন্তিম দিনে আরও ৩৮.৫ ওভার খেলে অবশিষ্ট ৫ উইকেটে ১০২ রান যোগ করে মোট ৩৮১ তে শেষ করে।

দলের পক্ষে আরাধ্য যাদবের ১২৩ রান এবং অধিনায়ক সমীর রিজভীর ৮৯ রান ও সিদ্ধার্থ যাদবের ৮১ রান উল্লেখযোগ্য। জবাবে মুম্বাই অলআউট খেলার চেষ্টা করলে শেষ পর্যন্ত ৪৩.২ ওভার খেলে ২০৩ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। দলের পক্ষে অধিনায়ক অথর্ব বিনোদের ৬২ রান ও সূর্যাংশ সেগরের ৫০ রান বেশ উল্লেখের দাবি করলেও শেষ পর্যন্ত প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার সুবাদে উত্তর প্রদেশ কোয়ালিফাইড হয় ফাইনালে খেলার।

অমরপুরে ক্রিকেট : উদ্বোধনী ম্যাচে জয়ী দেবার্পিত একাডেমি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মার্চ।। উদ্বোধনী ম্যাচে সহজ জয় পেলো দেবার্পিত ক্রিকেট আকাদেমি। ৮ উইকেটে পরাজিত করলো জুপিটার ক্লাবকে। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র টি-২০ ক্রিকেটে। রাঙ্গামাটি স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে জুপিটার ক্লাব টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ৬২ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে একমাত্র শ্রবণ কুমার জমাতিয়া দুই অঙ্কের রান পা রাখতে পারেন। শ্রাবণ ১১ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১০ রান। দেবার্পিত ক্রিকেট আকাদেমির পক্ষে দেবোত্তম ঘোষ ১২ রানে, অর্জুন সূত্রধর ১২ রানে এবং গোপাল দাশগুপ্ত ১৩ রানে ৩ টি করে উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে দেএবার্পিত ক্রিকেট আকাদেমি ৩৯ বল খেলে ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে দেবোত্তম ঘোষ ১৪ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৮, সঞ্জয় দেবনাথ ১০ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ (অপ:) এবং রাহুল সরকার ১১ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ (অপ:) রান করেন।

পূর্বোত্তর অলিম্পিকের জন্য ভলিবল শিবিরে ১৫ খেলোয়াড়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মার্চ।। চূড়ান্ত প্রস্তুতি শিবির শুরু ৮ মার্চ। চলবে ১৬ মার্চ পর্যন্ত। নাগাল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে পূর্বোত্তর অলিম্পিক গেমস। তাতে বেশ কয়েকটি ইভেন্টের মধ্যে ভলিবলে অংশ নেবে ত্রিপুরা। ওই আসরের জন্য ১৫ সদস্যের ত্রিপুরা দল বাছাই করা হয়েছে। বাছাই করা খেলোয়াড়দের ৭ মার্চ বিকেল ৪ টায় এন এস আর সি সিতে বিকাশ দেববর্মার কাছে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। শিবির শেষে চূড়ান্ত ১২ সদস্যের ত্রিপুরা দল ঘোষনা করা হবে। রাজ্য সংস্থার ভারপ্রাপ্ত সচিব চন্দন সেন এক বিবৃতিতে খেলোয়াড়দের নাম ঘোষনা করেন। শিবিরে ডাক পাওয়া খেলোয়াড়রা হলো: অমরজিৎ দেববর্মা, ত্রিফাং দেববর্মা, সর্বজিৎ দেববর্মা, অনুপম দাস, মোনাহর রিয়াং, বুধো দেববর্মা, সম্রাট ভদ্র, খাকচাং দেববর্মা, এলকানা মলশুম, মনিষ দেববর্মা, বিশাল দত্ত, ঋষিকেষ সিনহা, বীরু দেববর্মা, বিক্রম দাস এবং রথীন্দ্র দাস।

ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে পদক জয়ী খেলোয়াড়রা প্রাইজমানিতে পুরস্কৃত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মার্চ।। ক্রীড়া মহলে ব্যাপক উৎসাহ। পদকজয়ী খেলোয়াড়রা এভাবে প্রাইজমানিতে পুরস্কৃত হলে নিঃসন্দেহে আগামী দিনে সাফল্যের লক্ষ্যে খেলোয়ারদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হবে। ক্রীড়া দপ্তরের পক্ষ থেকে পদকজয়ী ক্রীড়াবিদদের সংবর্ধিত করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জাতীয় স্কুল গেমস, খেলো ইন্ডিয়া যুব গেমস, খেলো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি গেমস, খেলো ইন্ডিয়া জনজাতি স্পোর্টস কম্পিটিশন জাতীয় প্রতিযোগিতায় পদক জয়ী খেলোয়াড়দের মুখ্যমন্ত্রী স্টেট টেলেন্ট সার্চ প্রোগ্রাম, মুখ্যমন্ত্রী স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট স্কিম এবং মুখ্যমন্ত্রী প্রতিভাশালী পুরস্কার স্কিম এর অধীনে অর্থ পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়েছে। আজ, বুধবার বিকেলে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে রাজ্য যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায় এক বিশেষ অনুষ্ঠানে সাফল্য অর্জনকারী ক্রীড়াবিদদের হাতে অর্থ পুরস্কার তুলে দেন। প্রায় ৮০ জন সাফল্য অর্জনকারী ক্রীড়াবিদদের বিশেষ করে স্বর্ণপদক বিজয়ীদের এক লক্ষ টাকা করে, রৌপ্য পদক বিজয়ীদের ৫০ হাজার টাকা করে, ব্রোঞ্জ পদক বিজয়ীদের ২৫ হাজার টাকা করে এবং দলগত বিভাগে ব্রোঞ্জ পদক বিজয়ীদের সাড়ে ১২ হাজার টাকা করে আর্থিক পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়েছে। রাজ্য যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

শান্তিরবাজারে স্টেডিয়ামের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন মুখ্যমন্ত্রী ও ক্রীড়ামন্ত্রী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মার্চ।। শান্তিরবাজার দ্বাদশ শ্রেণী স্কুল কমপ্লেক্সে স্টেডিয়ামের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হতে যাচ্ছে আগামী ১০ মার্চ। ঐদিন বিকেল পাঁচটায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা এই স্টেডিয়ামের তথা গ্র্যান্ড স্ট্যান্ড ও গ্যালারির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। অনুষ্ঠানে ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায় সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দও উপস্থিত থাকবেন। উল্লেখ্য এর আগে শান্তির বাজারে ইউনিটি পার্ক-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে। সামগ্রিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হবে। এদিকে এই স্টেডিয়ামের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করে তোলার লক্ষ্যে সাত সদস্য বিশিষ্ট একটি অর্গানাইজিং কমিটি এবং পাঁচটি পৃথক পৃথক সাব কমিটিও গঠন করা হয়েছে। দক্ষিণ ত্রিপুরা শান্তির বাজারের এসডিএম এ বৈদ্য এক বিজ্ঞপ্তি মূলে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

NOVICE INVITING JENDER (NIT)

PNIT NO.: 37/EE/PWD(R&B)/STB/2023-24 dated:- 27-02-2024

The Executive Engineer, PWD (R&B) Santirbazar Division, Santirbazar South Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following work:

Name of work:-

1) Mtc of Road From Ashram tila Mandir to Rk Ganj & Mtc of Road from NH08 to Mahendra Debanth Para Road & RK GANJ Gas Godown Road to RK Ganj post office Road (L= 4.20 k.M)/ SH:-, Repairs of potholes, Carpeting, Recarpeting, seal coat sand Seal coat etc. Estimated Cost: Rs.22,73,586.00

2) Mtc. Of road from Old NH-08 to Dashami Ghat (L= 0.25 Km) & Bokafa road to K.C para road (L=0.75 Km) during the year 2024-25/SH:- WBM- 3, Carpeting & Recarpeting, Repairs of potholes, seal coat, C.C Block placing, Earthwork, P.C.C, Brickwork etc. Estimated Cost:- Rs.24,12,422.00

3) Mtc. Of road from Nath colony to Lowgang Bazar (L=1.02 Km) during the year 2024-25/ SH:- WBM-3, Carpeting & Recarpeting, Repairs of potholes, seal coat etc. Estimated Cost:- Rs.22,47,502.00

4) Mtc. Of road from Old Hospital to Kendriya Vidyalaya (L=0.41 km) & B.B. road near Bokafa Block Office (L=0.36 km) during the year 2024-25/ SH:- WBM-III, Carpeting & Re-Carpeting, Repairs of Potholes, Seal Coat, C.C. Block placing etc. Estimated Cost:- Rs.23,26,146.00

5) Mtc. Of from NH 08 to Phuipaha Reang Para via RK Ganj JB School (L- 4.50 K.m)/SH:- WBM-III,
Re-carpeting, Seal coat, Sand Seal coat etc. Estimated Cost:- Rs.24,13,343.00

6) Mtc of Road From Devipur Road to PMGSY Road via Raiya para (L= 2.30 k.M)/SH:- WBM-III, Repairs of potholes,Carpeting, Recarpeting, seal coat sand Seal coat etc. Estimated Cost:- Rs.24,13,859.00

Bid Fee: Rs. 1,000.00

Last date & time for online Bidding: 18-03-2024 up to 3:00 PM

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

ICA/C/ 5028/24

For & on behalf of Governor of Tripura
[Er. Tapas Marak]
Executive Engineer, PWD(R&B)
Santirbazar Division, Santirbazar
South Tripura

Notice Inviting Tender

Notice Inviting Tender in plain paper is hereby invited for "Hiring of 02(Two) Nos. of Swaraj Mazda 32-Seater Bus (Diesel) / (CNG) Vehicle Including Driver, Fuel, Lubricant And Related Expenditure for the Department of Community Medicine, Agartala Government Medical College & G.B.P. Hospital, Agartala. "subject to certain terms & conditions vide file No.F.6(1-68)-AGMC//P&P/College/HV-Bus/2023-2024.

The Last date of receiving tender is date 22/03/2024 at 4:00PM in the office of the Medical Superintendent & Head of Department, AGMC & G.B.P. Hospital, Agartala on or before 4:00 pm of 22/03 /2024 by Speed post/courier/registered post only.

The Terms & conditions for the same may be collected free of cost from www.agmc.nic.in. A.G.M.C. Agartala, Prior to the last date of submission of the NIT.

ICA/C-5022/24

Medical Superintendent & Head of Department
A.G.M.C. & G.B.P. Hospital, Agartala.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে জিরানীয়া আইসিডিএস প্রজেক্টের অধীনস্থ নিম্নে বর্ণিত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির জন্য অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী (AWW) এবং অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা (AWH) নিয়োগ করা হবে। উক্ত পঞ্চায়েত এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী বিবাহিত বা বিধবা মহিলা প্রার্থীরা আগামী ০৭-০৩-২০২৪ ইং থেকে ১৫-০৩-২০২৪ ইং তারিখের মধ্যে (ছুটির দিন বাতীত) প্রয়োজনীয় নথিপত্রের প্রত্যয়িত নকল কপি সহকারে আবেদন পত্র জিরানীয়া আইসিডিএস প্রজেক্ট অফিসে জমা দিতে পারেন। আবেদন পত্র জিরানীয়া সিডিপিও অফিস থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

আবেদনকারীর বয়স:- ০১-০৩-২০২৪ ইং অনুসারে ১৮ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।
শিক্ষাগত যোগ্যতা:-
১। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী (AWW) পদের জন্য কমপক্ষে মাধ্যমিক উর্ত্তীর্ন হতে হবে।
২। অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা (AWH) পদের জন্য কমপক্ষে অষ্টমশ্রেণী উত্তীর্ন হতে হবে।

ক্র. নং	অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের নাম	পঞ্চায়েত/এডিসি ভিলেজ	ব্লক	পদের নাম
১	পঞ্চায়েত টিলা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র	আর কে নগর	পুরাতন আগরতলা ব্লক	অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী (AWW)
২	বেলমুড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র	মেখলিপাড়া	পুরাতন আগরতলা ব্লক	অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী (AWW)
৩	বৃদ্ধনগর- ২ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র	বৃদ্ধনগর	পুরাতন আগরতলা ব্লক	অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী (AWW)
৪	রতন নগর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র	বৃদ্ধনগর	পুরাতন আগরতলা ব্লক	অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী (AWW)
৫	বিশুমণি পাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র	রসময়রয় নগর	বেলবাড়ি ব্লক	অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী (AWW)
৬	দুঃশন্ত নারায়ণ পাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র	ওয়ার্ড নং - ২	জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েত	অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী (AWW)
৭	পূর্ব মোহনপুর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র	মজলিশপুর	জিরানীয়া ব্লক	অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা (AWH)
৮	দক্ষিণ মজলিশপুর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র	মজলিশপুর	জিরানীয়া ব্লক	অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা (AWH)
৯	জয়নগর - ১ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র	ওয়ার্ড নং - ৬	জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েত	অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা (AWH)
১০	মন্ডল টিলা- ১ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র	মধ্য চাম্পামুড়া	পুরাতন আগরতলা ব্লক	অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা (AWH)
১১	অবনি লস্কর পাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র	কোবরা খামার	জিরানীয়া ব্লক	অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা (AWH)
১২	দলুরা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র	দলুরা	পুরাতন আগরতলা ব্লক	অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা (AWH)
১৩	কালী বাড়ী অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র	পূর্ব নোয়াগাঁও	পুরাতন আগরতলা ব্লক	অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা (AWH)
১৪	জয় গোবিন্দ পাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র	জন্য জয়নগর ভি সি	বেলবাড়ি ব্লক	অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা (AWH)

নির্দিষ্ট তারিখের পর কোন আবেদনপত্র রাখা হবে না। বিস্তারিত জানতে জিরানীয়া সিডিপিও অফিসে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ রইল

সাক্ষাতকার গ্রহনের স্থান	সাক্ষাতকার গ্রহনের তারিখ	সাক্ষাতকার গ্রহনের সময়	মন্তব্য
সিডিপিওঅফিস, জিরানীয়া	১৯-০৩-২০২৪	সকাল ১০টা হইতে	বেলবাড়ি ব্লক এলাকার আবেদনকারীর জন্য
সিডিপিওঅফিস, জিরানীয়া	১৯-০৩-২০২৪	দুপুর ১২টা হইতে	পুরাতন আগরতলা ব্লক এলাকার আবেদনকারীর জন্য
সিডিপিওঅফিস, জিরানীয়া	২০-০৩-২০২৪	সকাল ১০টা হইতে	জিরানীয়া ব্লক এলাকার আবেদনকারীর জন্য
সিডিপিওঅফিস, জিরানীয়া	২০-০৩-২০২৪	দুপুর ১২টা হইতে	জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েত এলাকার আবেদনকারীর জন্য

ICA/D-1897/24

শিশু উন্নয়ন প্রকল্প আধিকারিক
জিরানীয়া সুসংহত শিশু উন্নয়ন সেবা প্রকল্প

PNIET No.: 51/EE/UDP-DIVN/UDP/2023-24,
Dated. 29.02.2024

The Executive Engineer, Udaipur Division, PWD(R&B), Udaipur, Gomati Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking/enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/ Railway/Gov't Organization of other State& Central for the following work: -

SL. NO.	DNIT No.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING.	TIME AND DATE OF OPENING OF BID/ TECHNICAL BID
1	90/CE/PWD(R&B)/SE (P&DU)/2023-24	"Improvement of road from Udaipur-Jampuijala road (Garia Point) to Jalema under Killa RD Block (L-2.875 Km) under RIDF-XXIX of NABARD." (Job No.TP/COM/207/2023-24)	Rs.3,82,24,613.00	Rs.7,64,492.00	365 days	Up to 03.00 P.M. on 28.03.2024	At 11.00 AM. On 30.03.2024

Bid Fee of Rs. 10,000.00 only (Non Refundable).
Last Date & Time for Document Downloading & bidding - 28.03.2024 upto 15.00Hrs
The Time & Date of opening of bids - 30.03.2024 at 11.00 Hrs. if possible
For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in

ICA/C/ 5037/29

(Er. H. Maujmder)
Executive Engineer
PWD(R&B), Udaipur Division Udaipur,
Gomati District, Tripura.

Press Notice inviting e-Tender No:- 38/NIT/EE/PWD/AMP/2023-24 Date:- 01-03-2024.

The Executive Engineer, Amarpur Division, PWD(R& B), Amarpur, Gomati District, Tripura, on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following works:

Sl No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest (in Rs)	Time of Completion	Class of bidder
1	Establishment of Creche facility at District & Session Judge Court complex, Gomati Judicial District, Udaipur during the year 2023-24. DNIT: 63/DNIT/B/EE/PWD/AMP/2023-24	Rs.1,66,173.00	Rs. 3,323.00	60 Days	APPROPRIATE
2	Installation of various articles/Items for setting up of Vulnerable Witness Deposition Centres(VWDC) at District & Session Judge Office building, Udaipur, Gomati, Tripura during the year 2023-24. DNIT: 64/DNIT/B/EE/PWD/AMP/2023-24	Rs.3,95,300.00	Rs. 7,906.00	60 Days	

Last date & time for online Bidding: 11-03-2024 upto 15:00PM
Date and Time of opening bid 11-03-2024 upto 16:00PM(if possible)
Bid Fee: `.Rs.1,000.00
Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portalhttps://tripuratenders.gov.in

For and on behalf of the Governor of Tripura.

ICA/C/ 5034/24

(Er Samit Das)
Executive Engineer
Amarpur Division, PWD(R&B)
Amarpur, Gomati District, Tripura

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রত্নবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল :- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল : rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

হাতাইকতর ইকো পার্কে হর্নবিল উৎসবের উদ্বোধন

জৈব বৈচিত্র্য পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় : বিকাশ

আগরতলা, ৬ মার্চ।। জৈব বৈচিত্র্যপরিবেশেরভারসাম্যরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণভূমিকা নেয়। জৈব বৈচিত্র্যরক্ষায় বন ও বন্যপ্রাণীর গুরুত্ব রয়েছে। আজ হাতাইকতরইকো পার্কে হর্নবিল উৎসবের উদ্বোধনকরে জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী বলেন, আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ে তুলতে রাজ্য সরকারবন ভিত্তিক উন্নয়নপ্রকল্প রূপায়ণে অগ্রাধিকার দিয়েছে। বনভূমি এলাকায় বসবাসকারী জনজাতি সম্প্রদায়ের পা-া প্রা পক দেব জীবনযাত্রাব .মানোন্নয়নে সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। তিনি বলেন, হর্নবিল উৎসবকে কেন্দ্র করে আগামীদিনে খোয়াই জেলা আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠবে।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা। উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জিলা পরিষদেরসদস্যর'তিসরকার, খোয়াই প'ায়েতসমিতির চেয়ারম্যান টিংকু ভ-াচার্য, খোয়াই জেলা বায়োডাইভার্সিটি ম্যানেজমেন্ট কমিটিরসদস্য সাবিত্রী দেবদাস, বন দপ্তরেরপ্রধানসচিব ড. অবিনাশকানফাডে, প্রধান বন সংরক্ষক এ কে শশীকুমার, জেলা পুলিশ সুপাররমেশ চন্দ্র যাদব প্রমুখ।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেস্বাগত বক্তব্য রাখেন খোয়াই জেলা বন আধিকারিক অক্ষয় বালু ভোর্দে। হর্নবিলউ' ৎসবউ' পলক্ষে অনুষ্ঠিতহয় মনো' সাংস্ক'তিকঅনুষ্ঠান।তাছাড়া স্থানীয় ১০টি স্বসহায়ক দলের উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী নিয়ে এক প্রদর্শনীরআয়োজনকরা হয়। অনুষ্ঠানে তেলিয়ামুড়া মহকুমার ৩২টি স্বসহায়কদলকে ১ লক্ষ টাকা করেঋণের চেক দেওয়া হয়।

ছাত্রছাত্রীদের সার্বিক বিকাশে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে : টিংকু রায়

আগরতলা, ৬ মার্চ।। বর্তমান ছাত্রছাত্রীরা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ গড়াব মূল কারিগর। তাই ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনারপাশাপাশি তাদের সার্বিক বিকাশে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আজ পানিসাগর মহকুমার রামনগরে বালকদের জন্য নতুন আবাসিক ভবনের উদ্বোধন করে সমাজ কল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী টিংকু রায় একথা বলেন। অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে মিশনবাৎসল্য যোজনায়রাজ্যের ১,৩০০ জন ছাত্রছাত্রীকে প্রতিমাসে ৪ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়াও এই যোজনায় ৫৪ জন শিশুকে চিকিৎসায়আর্থিকসহায়তা দেওয়া হয়েছে। তিনিবলেন, বর্তমান সরকার শিশু ও মায়েদের সার্বিক বিকাশে আন্তরিক। রাজ্যেবাল্য বিবাহের মতো কুপ্রথা বন্ধ করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। বাল্য বিবাহ প্রতিরোধেসকলকে এগিয়ে আসতে হবে। অনুষ্ঠানে সমাজ কল্যাণমন্ত্রী আবাসিকভবনের ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন মেলা, সাংস্ক'তিকঅনুষ্ঠান ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতায়অংশগ্রহণের সুযোগকরে দেওয়ার উপর গুরুত্বআরোপ করেন। আবাসিক ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেস্বাগত বক্তব্য রাখেনউত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা দেবপ্রিয়বর্ধন। অনুষ্ঠানেউপস্থিত ছিলেনউত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি ভবতোষ দাস, যুবরাজনগর প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীপদ দাস, প্রাক্তন বিধায়ক মলিনা দেবনাথ প্রমুখ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পানিসাগর প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান স'য়দাস।উল্লেখ্য, রামনগরে এই আবাসিক ভবনটি নির্মাণেব্যয়হয়েছে ৮৫ লক্ষ ৫১ হাজার ৮০০ টাকা।

দুদিনব্যাপী চড়ক মেলার প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৬ মার্চ।। সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত, বক্সনগর আর ডি ব্লকের অধীনে বাতা ধলা গ্রাম পঞ্চায়েতটি অবস্থিত।আর এই গ্রামের সিংহভাগ লোকই কৃষিজীবী। কিন্তু এই গ্রামের মানুষের মধ্যে সংগতি ঐক্য মিলবন্ধন অটুট রয়েছে। সোনামুড়া বক্সনগর রাস্তার পাশেই বাতা ধলা শ্মশানঘাট মহাকাল ভৈরব মন্দির গড়ে উঠেছে, ২০১১ সালে। সেই মহাকাল ভৈরব মন্দির প্রাঙ্গণে দীর্ঘ ১২ বছর ধরে শিবচতুর্দশী উপলক্ষে শিব মন্দিরে দু"দিনব্যাপী পূজা ও চড়ক মেলার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে মন্দির কমিটি। আগামী ৮ এবং ৯ তারিখ পূজা অনুষ্ঠিত হবে, বাংলা ২৪ এবং পঁচিশে ফাল্গুন রোজ শুক্র ও শনিবার। শিবচতুর্দশী উপলক্ষে বাতা ধলা গ্রামের যুবক ছেলেরা বক্সনগর ব্লকের বিভিন্ন গ্রামে কালেকশন শুরু করেছে। ধান চাল টাকা-পয়সা কালেকশন করে পূজা ও চরক মেলা আয়োজন করা হয়েছে তার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করছে মেলা কমিটির কর্তৃপক্ষ এবং যুব অংশের ছেলে মেয়েরা। তাহাকে কেন্দ্র করে বাতাধলা গ্রামে আনন্দের বন্যা বইছে। শিব পূজার দিন সুসজ্জিত পোশাকে গ্রামের বউ এবং মেয়েরা শিবের মাথায় দুধ ঢেলে এবং বেল ফাটিয়ে তাদের মনস্কামনা পূর্ণর জন্য বরমাগেন। ঐদিন নাচে গানে আনন্দে মাতোয়ার হয়ে উঠেন এক থেকে আসিবাতেদোলা গ্রামের কল মানুষ এবং পার্শবর্তী এলাকার উপজাতির রমণীরা পর্যন্ত। আরে শিবচতুর্দশীকে কেন্দ্র করে চরক মেলা ও সম্প্রীতির মেলবন্ধন গড়ে উঠেছে। অসংখ্য দোকানের আশে দোকান নিয়ে পসরা সাজিয়ে বসে আছেন বেচা বিক্রি খুবই ভালো। জাতি উপজাতি দলমত নির্বিশেষে সকল অংশের জনগণ উপস্থিত হয়ে মেলাকে সর্বাত্মক রূপ ধারণ করে দেয়। গড়ে উঠে বিবিদের মাঝে মিলন ও মহান তীর্থক্ষেত্র, চতুর্দশীতে বড় প্রাঞ্জল আনন্দের ছোঁয়া বাতা ধলা ভৈরব মহাশ্মশান ঘাট মন্দিরে প্রাঙ্গণে। উক্ত দুই দিন মহতি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে, বক্সনগর আর ডি ব্লকের চেয়ারম্যান সঞ্জয় সরকার, বিধায়ক তোফাজ্জল হোসেন, বিশিষ্ট সমাজ সেবক দেবব্রত ভট্টাচার্য সিপাহী জলা জেলা, উনাদের প্রচেষ্টায় মহতি অনুষ্ঠানকে সার্থক করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা হাতে নিয়েছে শ্মশানঘাট ভৈরব মন্দির কমিটি। তার পাশাপাশি কমিটির পক্ষ থেকে সমস্ত এলাকার জনগণকে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।উক্ত অনুষ্ঠানটিকে সাফল্য মন্ডিতকরে গড়ে তোলার জন্য মন্দির কমিটি কর্তৃপক্ষ প্রচার প্রসার দিন রাত একাকার করে তুলছেন।

সোনামুড়ায় বিএসএফ'র হাতে ১ কোটি ৪২ লক্ষ টাকার গাঁজা সহ গ্রেপ্তার এক

রাতের আঁধারে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মার্চ।। রাজ্যে চুরির ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েই যাচ্ছে। চুরির ঘটনার ফলে মানুষ আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। এরই মধ্যে গতকাল গভীর রাতে বিজয় কুমার চৌমুহনীস্থিত জয় রাম মেডিক্যাল স্টোরে হাত সাফাই করল চোরের দল।

দোকান মালিক সোমজিৎ পাল জানিয়েছেন, প্রতি দিনের মতো গতকাল রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ দোকান লাগিয়ে বাড়ি চলে গিয়েছিলেন তিনি। আজ সকালে দোকান খুলতে গিয়ে তিনি দেখতে পেয়েছেন দোকানের দরজা ভাঙা রয়েছে। সাথে সাথে পুলিশকে খবর পাঠিয়েছেন।

তিনি আরও জানিয়েছেন, চোরের দল হানা দিয়ে নগদ ৪০ হাজার টাকা সহ প্রায় দেড় লক্ষ টাকার বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে পালিয়েছে।

নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে মেয়েরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৬ মার্চ।। রাস্তায় দিনের আলোতেও নিরাপদ নয় মেয়েরা। এমনই ঘটনার খবর উঠে আসতেই আতঙ্ক দেখা দিয়েছে অভিভাবক মহলে। বুধবার উদয়পুর কলেজ থেকে আসার পথে এক ছাত্রীকে একটি গাড়ি পর পর দুই বার গাড়ির লোকিং গ্লাস দিয়ে ধাক্কা দেওয়ার ঘটনায় আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে কলেজ ছাত্রীটি। এনিয়ে, উদয়পুর রাধা কিশোরপুর থানায় এসে পুলিশকে ঘটনাটি জানায় কলেজ পড়ুয়া ছাত্রী শুভ্রা শীল। পুলিশ অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্তে নেমেছে। এই ভাবে একটি ছাত্রীর গায়ে ধাক্কা দেওয়ার ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্যও ছড়িয়েছে অন্যান্য ছাত্রীদের ও অভিভাবক মহলে।

সাইবার প্রতারণার শিকার কলেজ ছাত্রী অভিযোগ পুলিশে

মালদা, ৬ মার্চ (হি.স) : মানিকচকে সাইবার প্রতারণার শিকার এবার কলেজ ছাত্রী। সরকারি নার্সিং কোর্সে সুযোগ পাইয়ে দেওয়ার নামে খোয়া গেল প্রায় দুই লক্ষ টাকা। পরিবারের অজান্তে টাকা দিয়ে দেওয়ায় ফলে মানসিক অবসাদে ভুগছে সেই কলের ছাত্রী। পরিবার বিষয়টি জানতে পেরে ইতিমধ্যে সাইবার ক্রাইম থানায় লিখিত অভিযোগ করেছে। তারপরেও প্রতারকের পক্ষ থেকে দেওয়া হচ্ছে হুমকি।আরও টাকা না দিলে মিথ্যে অভিযোগে ফাঁসিয়ে দেওয়া হবেবলে অভিযোগ।মানিকচকের লালবাথানি এলাকার বাসিন্দা পেশায় চাষি বিপিন সরকার। পরিবারে স্ত্রী ছাড়াও রয়েছে দুই মেয়ে এক ছেলে। সকলের বড় মানিকচক কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী বিউটি সরকার। জানাগেছে বিগত বছর জিএনএম ও এএনএম কোর্সে ভর্তির জন্য পরীক্ষা দেয় বিউটি।তবে সেইসময় সে উত্তীর্ণ হতে পারে নি।সেই সময় তার এক বান্ধবী তাকে গোপাল ঘোষ নামে এক শিক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন,এবং জানান তার সাথে যোগাযোগ করলে সে নার্সিং কোর্সে ভর্তি হতে পারবে। কিন্তু সে তাতে আগ্রহ দেখায়নি।তবে বিগত বছর ডিসেম্বর মাসে তার কাছে এক অজানা নম্বর থেকে ফল আসে এবং সে নিজেকে গোপাল ঘোষ নামে পরিচয় দেয়। সে বিউটিকে জানাই নার্সিং কোর্সে ভর্তি হতে গেলে তাকে প্রথমে ২৫০০ টাকা অনলাইনে প্রদান করে নাম নথিভুক্ত করতে হবে।

শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্সের মনোজ্ঞ শিক্ষক সম্মেলন

আগরতলা, ৬ মার্চ।। রাজ্যের প্রখ্যাত এবং দেশের অতি সুপরিচিত গহনা বিপনী প্রতিষ্ঠান শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স। বাণিজ্যিক সফলতার পাশাপাশি মানুষের সার্বিক উন্নয়নে সর্বদাই দায়বদ্ধ হয়ে কাজ করে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স। যার অন্যতম নিদর্শন হলো স্বর্ণগ্রম। স্বর্ণগ্রাম প্রয়াসেরই অন্তর্গত একটি প্রচেষ্টা হলো স্বর্ণগ্রাম শিক্ষালয়, এটি একটি আবাসিক স্কুল প্রকল্প। যেখানে নার্সারি লেবেল থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনার ব্যবস্থা রয়েছে। যার সুন্দর রূপায়ণ হচ্ছে ওয়ারেংবারির গ্লোরি একাডেমির মাধ্যমে। বুধবার, ৬ই মার্চ, সেই লক্ষ্যেই অনুষ্ঠিত হয় মনোজ্ঞ অভিভাবক শিক্ষক সম্মেলন। সম্মেলনে সমস্ত অভিবাহকদের সাথে শিক্ষালয়ের শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় ও ষষ্ঠ শ্রেণীর পর যেসব বিদ্যার্থীরা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের লক্ষ্যে বৃহৎ শিক্ষাঙ্গনে যাবেন তাদের দেওয়া হয় উষ্ণ ভালোবাসাময় আন্তরিক বিদায় সংবর্ধনা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর ডিরেক্টর রূপক সাহা এবং কলকাতার বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান খুকুমণি সিঁদুর ও আলতার পরিচালক অরিত্র রায়চৌধুরী ও রিয়া রায়চৌধুরী। মনোজ্ঞ এই অনুষ্ঠানে অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীদের সংগে উষ্ণ মত বিনিময় করেন অতিথিরা। এই অনুষ্ঠানে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদের ভবিষ্যতের উচ্চ শিক্ষার শুভেচ্ছা বিদায় জানাবার পাশাপাশি, উপস্থিত অতিথিরা তাদের জন্য রাখেন জীবন গঠনের দিশারী মূলক পথ নির্দেশ। অরিত্র রায়চৌধুরী বলেন "শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে এবার থেকে স্পেশাল টিউশনের ব্যবস্থা করা হবে কারণ এরাই আমাদের ভবিষ্যত "। রিয়া রায়চৌধুরী সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, "এখানে না এলে জানতে পারতাম না শিশুদের নিয়ে এই সুন্দর প্রকল্পের কথা। আমরা এই প্রকল্পের পাশে আছি"। সবার শেষে রূপক সাহা বলেন "সবার সহযোগিতায় এই প্রয়াস সফল হবেই। এই শিশুরাই আগামী ভারতবর্ষের গর্বিত নাগরিক হবে।"এদিন অনুষ্ঠানে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের পড়াশুনার সামগ্রী, চকোলেট ও উপহার সামগ্রী প্রদান করা হয়। আন্তরিক ও ভালোবাসায় সিক্ত এই মত বিনিময় অনুষ্ঠান শেষ হয়, শিক্ষার বিকাশে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স এর নিবিড় দায়বদ্ধতার, প্রতিশ্রুতি ও প্রয়াস কে আরো একবার উজ্জীবিত করে। আগামী দিনে স্বর্ণগ্রাম শিক্ষালয়কে আরো গৌরবময় করতে এদিনের অনুষ্ঠানে আবেদন রাখেন সংস্থার ডিরেক্টর রূপক সাহা ও উপস্থিত অন্যান্য প্রতিনিধিরা।

গণতান্ত্রিক এবং শ্রমজীবি নারী সমিতির উদ্যোগে রাজপথে বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মার্চ।। আগামী ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এরই উপলক্ষ্যে আজ যৌথভাবে সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি এবং শ্রমজীবি নারী সমিতি আগরতলা রাজপথে একটি বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করে। এদিন মিছিলটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে ওরিয়েন্ট চৌমুহনীতে গিয়ে মিলিত হয়েছে।

এদিন সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির নেত্রী রমাদাস বলেন, আজকের হিংসার রাজনীতি বন্ধ করা, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা জোরদার করার স্লোগানকে সামনে রেখে বিক্ষোভ কর্মসূচি করা হয়েছে।তাছাড়া বহু অঙ্গনওয়াড়ি ও আশা কর্মীদের বেআইনিভাবে ছাটাই হচ্ছে। পুনরায় কাজে নিযুক্ত হতে পারছে না। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তোলা হচ্ছে বলে জানান তিনি।

পাট্টা বিতরণের দাবিতে জেলা শাসকের নিকট ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মার্চ।। গরীব মানুষদের পাট্টা বিতরণের দাবিতে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসকের নিকটে ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছে সিপিআইএম পূর্ব আগরতলা অঞ্চল কমিটি।

কমিটির জনৈক নেতা জানিয়েছেন, দীর্ঘ দিন ধরে ৯ নং বনমালীপুর কেন্দ্রের দক্ষিণ চন্দ্রপুর এলাকায় গরিব অংশের মানুষের বসবাস করছেন।

বিগত বাং সরকারের আমলে তাঁদের খাসের জমি বিতরণ করা হয়েছিল। কিন্তু এরপর থেকে আর কাউকে খাসের জায়গায় বিতরণ করা হয়নি। তারই অঙ্গ হিসেবে আজ সিপিআইএম পূর্ব আগরতলা অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে এলাকাবাসীদের নিয়ে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসকের নিকটে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে।

সন্দেশখালির ঘটনার প্রতিবাদে জেলা কালেক্টরের নিকট স্মারকলিপি এবিভিপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মার্চ: এবিভিপি ত্রিপুরা প্রদেশ আজ পশ্চিমবঙ্গের সন্দেশখালির মা-বোনদের ন্যায়বিচারের দাবিতে সমস্ত জেলা কেন্দ্রে ও বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রগুলিতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির কুশপুত্তলিকা পোড়ানো হয়েছেএবং ঘটনায় প্রধান ধর্ষক শাহজাহান শেখ এবং তার অনুগামীদের ফাঁসির দাবিতে জেলা কালেক্টরদের কাছে একটি স্মারকলিপি জারি করেছে।

এবিভিপি রাজ্য সম্পাদক সঞ্জিত সাহা বলেছেন, যে এবিভিপি ত্রিপুরা প্রদেশের অন্তর্গত সমস্ত জেলা কেন্দ্রে ও বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রগুলিতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির কুশপুত্তলিকা পোড়ানো হয় এবং সন্দেশ খালির ঘটনা রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর নজরে আনতে জেলা কালেক্টর নিকট একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। প্রদেশ সম্পাদক বক্তৃতাকালে বলা হয় যে পশ্চিমবঙ্গের উত্ত২৪ পরগণা জেলার সন্দেশ খালি এলাকার মহিলারা যৌন শোষণের শিকার হয়েছে, তাদের সম্মিলিত মর্যাদা লঙ্ঘন করা হয়েছে এবং তাদের পরিবারকে গত কয়েক বছর ধরে রাজ্য সরকারের আশ্রয়ে থাকা অপরাধীদের দ্বারা নির্যাতন করা হয়েছে। তিনি বলেন, এই নৃশংস ঘটনার জন্য মানবতা গভীরভাবে নিন্দিত।

১০ ফেব্রুয়ারী পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজাপাল, শ্রী সি.ভি আনন্দ বসুর সন্দেশখালী সফরের কারণে, এই ভয়ানক ডাকাতির সত্যতা মানুষের সামনে এসেছিল। পশ্চিমবঙ্গে, অনেক জঘন্য ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে যেখানে শাসক দলের নেতারা ভয়ে হিন্দু বাড়ি থেকে নাবালিকা মেয়েদের এবং মহিলাদের জোরপূর্বক অপহরণ করেছিল এবং তাদের রাজ্যের শাসক দলের অফিসে নিয়ে এসেছিল যেখানে তারা নির্যাতন ও অবিচারের

ধর্মনগরে উদ্বোধন সখি ওয়ানস্টপ সেন্টারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৬ মার্চ।। বুধবার উত্তর জেলা সদর ধর্মনগরে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দ্বার উদঘাটন সম্পন্ন হল সখি ওয়ান স্টপ সেন্টারের। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির একান্ত প্রয়াসে ভারতের প্রতিটি জেলাতে এমন একটি করে সখি ওয়ান স্টপ সেন্টারের উদ্বোধন হচ্ছে।

এই সেন্টারের মুখ্য কাজ হচ্ছে যেসব মহিলারা শারীরিক এবং মানসিকভাবে নির্যাতিত তারা পাঁচ দিন এই সেন্টারের ছাদের নিচে থাকতে পারবে এবং এই পাঁচ দিন তাদের শারীরিক ও স্বাস্থ্যের দিক দেখবে স্বাস্থ্য দপ্তর, আইনগত দিক দেখবে পুলিশ প্রশাসন এবং কাউন্সিলিংয়ের ব্যাপারটা দেখবে মহিলার কমিশন। অর্থাৎ একজন মহিলা একই ছাদের নিচে সব ধরনের সুবিধা পাবে সরকারি পক্ষ থেকে। তারপরও যদি সমস্যার সমাধান না হয় স্থায়ীভাবে কোন মহিলা থেকে যেতে চায় তাহলে সে আগরতলার সখী ওয়ান স্টপ সেন্টারে ভাই ভাবে থেকে যেতে পারবেন। এই দ্বার উদ্ঘাটন অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সমাজ কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন, উত্তর জেলা পরিষদের সভাধিপতি ভবতোষ দাস, ধর্মনগর পুরো পরিষদের চেয়ারম্যান প্রদ্যুৎ দে সরকার, উত্তর জেলা শাসক এবং সমাহর্তা দেবপ্রিয় বর্ধন সহ অন্যান্যরা। উদ্বোধন করে মন্ত্রী বলেন দেশের তথা রাজ্যের মহিলাদের উন্নয়নের জন্য ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকার একের পর এক কাজ করে চলেছে। রাজ্যে ১৮ বছরের নিচে যাদের বাবা নেই বা বাবা চলে গেছে কিন্তু ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করতে আগ্রহী এমন ৪০০ ছাত্রছাত্রীকে ৪০০০ টাকা করে মাসিক ভাতা দেওয়া হচ্ছে যাতে তারা তাদের পড়াশোনার খরচ চালিয়ে যেতে কোন ধরনের অসুবিধা না হয়। ৬৪ জন ১৮ বছরের নিচে ছেলেমেয়েকে মুখ্যমন্ত্রী ৩ লক্ষ টাকা করে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের যথাযথ চিকিৎসার জন্য। তাছাড়া মহিলাদের স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য রাজ্য সরকার বিভিন্ন প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। যাতে মায়েরা বোনেরা স্বাবলম্বী হয়ে পরিবারের এবং রাজ্যের মুখ উজ্জ্বল করতে পারে তার জন্য নতুন নতুন প্রকল্প প্রণয়ন করা হচ্ছে। ত্রিপুরা একমাত্র রাজ্য যেখানে সরকারি দল বন্টন এর ক্ষেত্রে মহিলাদের ৫০ শতাংশ সংরক্ষণ প্রাধান্য সহকারে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু উদ্বেগের ব্যাপার যে নাবালিকা বিবাহ এবং অপরিণত অবস্থায় গর্ভবতী হওয়া কোনমতেই আটকানো যাচ্ছে না। এগুলো আটকাতে শুধুমাত্র সরকারি সচেতনতা মূলক অনুষ্ঠানই যথেষ্ট নয়। রাজ্যের মানুষ যখন প্রকৃত সচেতন হবে তখনই এইসব প্রতিহত করা সম্ভব হবে। শুধুমাত্র আইন প্রণয়ন করে নাবালিকা বিবাহ এবং অপরিণত অবস্থায় গর্ভবতী হওয়া আটকানো সম্ভব নয়। এই নাবালিকা বিবাহ এবং অপরিণত অবস্থায় গর্ভবতী একদিকে যেমন স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক তেমনি সমাজের পক্ষেও একটা বিশেষ ক্ষতিকারক দিক বলে উল্লেখ করেন। তার জন্য সবাইকে সচেতন হয়ে সমাজকে বাঁচানোর অঙ্গীকার গ্রহণ করে এগিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় উপস্থিত অতিথিদের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে।

শিশু ও স্কুলছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় শোক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ৬ মার্চ।। দেড় বছরের এক শিশু এবং বার বছরের এক স্কুল ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় কুমারঘাট মহকুমায় তীব্র শোকের সৃষ্টি হয়েছে। প্রথম ঘটনাটি ঘটে ফটিকরায় বিধানসভার আসামবস্ত্রী মগ পাড়ায় দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে কুমারঘাট থানাধীন সায়দাবাড়ি এলাকায়। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ফটিকরায় থানাধীন আসামবস্তি মগ পাড়ার বাসিন্দা মাজা তিম মগের দেড় বছর বয়সের পুত্র রমাই মগ অসুস্থ হয়ে পড়লে শিশুর পিতা মাতা প্রথমে বনাজি ঔষধ খাইয়ে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করে। অসুস্থ অবস্থায় গত তিন মার্চ রমাই মগকে আসামবস্তি অঙ্গনওয়ারী সেন্টারে পোলিও ডোজ খাওয়ানো হয়। এরপর শিশুটি আরো অসুস্থ হয়ে পড়ে। ঐদিনই অসুস্থ পুত্রকে ফটিকরায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র নিয়ে আসা হয়। তার অবস্থার উন্নতি না হওয়ার কারনে তাকে কুমারঘাট মহকুমা হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। সেখান থেকে পাঠানো হয় কৈলাসহর জেলা হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসা চলাকালীন সময়ে শিশুতির মৃত্যু ঘটে। দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটেছে কুমারঘাট থানার অন্তর্গত সায়দাবাড়ি নাথ কলোনিতে। এই গ্রামের বাসিন্দা কিপেস রুদ্র পালের সপ্তম শ্রেণীতে পড়ুয়া ছাত্রী রিম্পি রুদ্র পাল পাশের জ্যোতির্ময় রুদ্র পালের বাড়িতে খেলতে যায়। সেখানে ঘটে বিরাট বিপত্তি। নির্মিয়মান বাড়ির পাকা ওয়ালের একটি ইট খসে রিম্পি রুদ্র পালের উপরে পড়লে এক হাত ভেঙ্গে যায় এবং বুকে প্রচন্ড আঘাত পায়।সঙ্গে সঙ্গে আহত রিম্পিকে কুমারঘাট মহকুমা হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় রিম্পি রুদ্র পাল মৃত্যুর কুলে ঢলে পড়ে। রিম্পি রুদ্রপাল সায়দাবাড়ি স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী ছিল।এই দুটি হৃদয় বিদারক মৃত্যুর ঘটনায় গোটা মহকুমায় তীব্র শোকের সৃষ্টি হয়েছে।

২০ তম বিবাহবার্ষিকী

শ্রী হারাধন দেবনাথ ও
শ্রীমতি মৌমিতা দেবনাথ (অর্চনা)

আজ ০৭-০৩-২০২৪ ইং তোমাদের ২০ তম বিবাহবার্ষিকীতে রইল আমাদের প্রাণঢালা শুভেচ্ছা। করুনাময়ী ঈশ্বরের নিকট তোমাদের সুস্থ সুন্দর, আনন্দময় ও সুদীর্ঘ দাম্পত্য জীবন কামনা করি।

শুভ কামনায় মা, বাবা, দাদা, দিদি,
ভগ্নিপতি, ভাগিনা ও অন্যান্যরা।
(চড়িলাম মধ্যপাড়া, সিপাহীজলা, ত্রিপুরা)

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।